



সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বধীর নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে,
 বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তা'র
 তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজরী-গাধায়
 ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে, পাতায় পাতায়;
 বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে বাণী
 বিহুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি'
 বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি' পরে?
 আখিনে উৎসব-সাজে শরৎ স্নহর গুল্ল করে
 শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে;
 প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
 ভালে তব বরণের ঢাকা: কবি, আজ হ'তে সে কি
 বারে বারে আদি' তব শূন্যকক্ষে, তোমাতে না দেখি'
 উদ্দেশে বরায়ে যাবে শিশির-সিঞ্চিত পুষ্পগুলি
 নীরব-সঙ্গীত তব দ্বারে?

জানি তুমি প্রাণ খুলি'

এ স্নহরী ধরণীতে ভালবেসেছিলে। তাই তারে
 সাজিয়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সঙ্গীতের হারে।
 অন্ডায় অসত্য মত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
 কুটিল কুৎসিত ক্রুর, তার' পরে তব অভিষাপ
 বর্ষিয়াছে কিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণ সম,
 তু: সত্যবীর, তুমি শূকঠোর, নির্মল, নির্দম,
 করুণ কোমল। তুমি বঙ্গ-ভারতীর তন্ত্রী-পরে
 একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরবার তরে।
 সে তন্ত্র হয়েছে বাঁধা; আজ হ'তে বাণীর উৎসবে
 তোমার আপন হৃদয় কখনো ধ্বনিবে মন্ত্ররবে,
 কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে। বঙ্গের অঙ্গনতলে
 বধী-বসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে;
 সেখা তুমি এ'কে গেলে বর্ষে বর্ষে বিচিত্র-রেখার
 আলিম্পন; কোকিলের কুহরবে, শিখির কেকায়
 দিয়ে গেলে তোমার সঙ্গীত; কাননের পল্লবে কুহনে



৩২৭
৭৭৭৭
যে তরুণ যাত্রিদল রুদ্ধহার-রাত্রি অবসানে
নিঃশব্দে বাহির হবে নব জীবনের অভিযানে
নব নব সঙ্কটের পথে পথে, তাহাদের লাগি'
ও ককর নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি'
জয়মালা বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহিতেজে পূর্ণ করি' ; আনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রস্থি দিলে চিন্ময় বন্ধানে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি !

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে করে গেলে দান
দূরকালে । কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুকণ, তারা যা হারাল তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা ? বন্ধু-মিলনের দিনে বারম্বার
উৎসব-রসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্তে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে । সখা, আজ হ'তে হয়,
জানি মনে, কণে কণে চমকি' উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আস নাই ব'লে, অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া
করুণ স্মৃতির ছায়া স্নান করি' দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাশু প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে ।
আজিকে একেলা বসি' শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যু-তরঙ্গিনীধারা-মুগ্ধরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের,
হৃন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দন-লোকের
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়-শৈলের তলে আজি
নবহৃদ্যবন্দনায় কোথায় ভরিলে তব মাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দে-গানে ? সে গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে মিলিত মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি ; আছে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গল-বারতা ;

আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষয় মুছ'না,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চ'না ।

যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিদ্ধপারে
আষাঢ়ের, সজল, ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা ; কতবার তারি সারি-গানে
নিশান্তের নিজ্ঞা ভেঙ্গে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক, সূর্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুন আজ তার সাথে দেখা
মেঘে-ভরা বৃষ্টির দিনে। সেই মোরে দিল আনি,
ঝরে'-পড়া কদম্বের কেশর-স্বগন্ধি লিপিখানি
তব শেষ বিদায়ের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর
নিজ হাতে কবে আনি, ওই খেয়া' পরে করি' ভর,
না জানি সে কোন শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে ;
দক্ষিণের দোলা-লাগা পাখী-জাগা বসন্ত প্রভাতে,
নব মল্লিকার কোন আমন্ত্রণ-দিনে ; শ্রাবণের
ঝিলিমলি-সঘন সন্ধ্যায় ; মুখরিত প্রাণনের
অশান্ত নিশীথ রাত্রে ; হেমন্তের দিনান্ত বেলায়
কুহেলি-গুণ্ঠনতলে ?

ধরনীতে প্রাণের খেলায়

সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
স্বখে ছুখে চলেছি আপন মনে ; তুমি অহুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে,
মুক্ত মনে দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমালা মাথে ।
আজ তুমি গেলে আগে ; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হতে গেল খসি', সর্ব আবরণ করি' লীন
চিরন্তন হ'লে তুমি, হর্ষ করি, মুহূর্তের মাঝে ।
গেলে সেই বিশ্বচিন্তলোকে, যেথা সৃগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সঙ্গীতধারায়
ছুটেছে রূপের বস্তু গ্রহে সূর্য্যে তারায় তারায় ।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কভু দেখা হয়,
পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়
কোন্ ছন্দে, কোন্ রূপে ? যেমনি অপূর্ব হোক নাকো
তবু আশা করি যেন মনের একটি কোণে রেখো

ধরণীর ধুলির স্মরণ, লাজে ভয়ে হুখে হুখে
 বিজড়িত,—আশা করি, মর্ত্যজন্মে ছিল তব মুখে
 নৈবিন্দ্র মিত্র হস্ত, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
 সহস্র সত্যের প্রভা, বিরল সংঘত শাস্ত্র কথা,
 তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
 অমর্ত্যলোকের দ্বারে,—ব্যর্থ নাহি হোক এ কামনা ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশকের নিবেদন

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-সঞ্চয়ন প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা অনেকদিন পূর্বে অনুভব করিয়া কবি-পত্নী শ্রীযুক্তা কনকলতা দত্ত মহাশয়ার অনুমতি যথাকালে গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু নানা অনিবার্য কারণে গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব ঘটিল। সেজন্য আমরা দুঃখিত।

সত্যেন্দ্রনাথ বাংলার প্রিয় কবি। তাঁর কাব্য-সঞ্চয়ন যে শিক্ষিত বাঙালীর সমাদর লাভ করিবে, সে বিষয়ে আমাদের আদৌ সন্দেহ নাই। ইহা পাঠ করিয়া কবির অকাল তিরোধানের বেদনা আমরা আবার অনুভব করিব, মৃত কবির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধানিবেদন করিব।

বর্তমান সংগ্রহের জন্ত আমরা অনেকের কাছে ধণী ও কৃতজ্ঞ। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা নির্বাচন করিয়া মৃত সুরেশদের উদ্দেশে প্রীতি-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। চারুবাবু কবির মৌলিক রচনা এবং সুরেশবাবু অনূদিত কবিতাগুলি চয়ন করিয়া দিয়াছেন। মুদ্রণ ব্যাপারে নানা রকমে সুরেশবাবু আমাদের বহু সাহায্য করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই গ্রন্থের নামকরণ কবির শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের।

সূচী

			পৃষ্ঠা
রূপ ও প্রেম	...	...	১
ডাকটিকিট	...	...	২
✓ কোন্ দেশে	...	...	৩
বঙ্গ জননী	...	...	৪
'কুস্থানাদপি'	...	...	৫
'রম্যণি বীক্ষ'	...	...	৫
✓ সাম্য-সাম	...	...	৭
✓ পাকীর গান	...	...	১৯
✓ গ্রীষ্মের সুর	...	...	২৫
রিক্তা	...	...	২৭
✓ যক্ষের নিবেদন	...	...	২৮
✓ বর্ষা	...	...	৩০
✓ তখন ও এখন	...	...	৩১
সিংহল	...	...	৩২
পাগ্লা ঝোরা	...	...	৩৩
শূদ্র	...	...	৩৪
মেথর	...	...	৩৫
সাগর তর্পণ	...	...	৩৬
ছেলের দল	...	...	৩৮
✓ আমরা	...	...	৪০
গান	...	...	৪২
সুদূরের যাত্রী	...	...	৪৩
নমস্কার	...	...	৪৫
আমন্ত্রণী	...	...	৪৬
✓ আফিমের ফুল	...	...	৪৮
✓ তোড়া	...	...	৪৯
✓ চম্পা	...	...	৫০
✓ কিশোরী	...	...	৫০
✓ ফুল-দোল	...	...	৫৩

পারিজাত	...	...	৫৪
✓ বিহ্যৎপর্ণা	...	...	৫৬
✓ সব্জ পরী	...	...	৬৭
পিন্নানোর গান	...	...	৬৯
তাজ	...	...	৭২
করর-ই-নূরজাহান	...	...	৭৯
জাতির পাতি	...	...	৮৬
জর্দা পরী	...	...	৯২
গঙ্গাহুদি-বঙ্গভূমি	...	...	৯৪
লাল পরী	...	...	১০০
✓ ইলশে শুড়ি	...	...	১০৩
বর্ষা-নিমন্ত্রণ	...	...	১০৬
নীল পরী	...	...	১০৭
✓ চিত্র শরৎ	...	...	১০৮
সমুদ্রাষ্টক	...	...	১০৯
সিন্ধু-তাণ্ডব	...	...	১১০
✓ আভ্যুদয়িক	...	...	১১৪
✓ মনীষী-মঙ্গল	...	...	১১৬
বৈকালী	...	...	১১৮
✓ মহাসরস্বতী	...	...	১২৪
রাত্রি বর্ণনা	...	...	১২৮
অম্বল-সম্বর কাব্য	...	...	১২৯
কয়াধু	...	...	১৩১
✓ বর্ষা-বোধন	...	...	১৩৭
বড়-দিনে	...	...	১৩৯
চরকার গান	...	...	১৪২
সেবা-সাম	...	...	১৪৫
✓ দূরের পাল্লা	...	...	১৪৮
গিরি রাণী	...	...	২৫৬
✓ বর্ণা	...	...	১৬৩
জ্যৈষ্ঠী-মধু	...	...	১৬৪
সিংহবাহিনী	...	...	১৬৬
✓ শূর্তি-মেথলা	...	...	১৬৭
প্রণাম	...	...	১৬৮
ভোরাই	...	...	১৬৯
রাজা-কারিগর	...	...	১৭১

সাঁঝাই	...	...	১৭৫
✓ যুক্ত বেণী	...	...	১৭৮
ছন্দ-হিন্দোল	...	...	১৮০
✓ বুদ্ধ-পূর্ণিমা	...	...	১৮২
নমস্কার	...	...	১৮৪
গান্ধিজী	...	...	১৮৭
শ্রদ্ধা-হোম	...	...	১৯৫
আত্মেরী	...	...	১৯৬
বিদ্যাৎ-বিনাস	...	...	২০১

অনুবাদ

মানসিক	...	...	২০৭
শিশু-কন্দর্পের শাস্তি	...	...	২০৭
যৌবন-যুগ্মা	...	...	২০৮
পথের পথিক	...	...	২০৯
বালিকার অনুরাগ	...	...	২০৯
গোপিকার গান	...	...	২১০
প্রেমের ইন্দ্রজাল	...	...	২১১
জেবেরীর প্রতি হুমায়ুন	...	...	২১২
✓ মিলন-সঙ্কেত	...	...	২১৩
✓ প্রিয়া যবে পাশে	...	...	২১৪
সাগরে প্রেম	...	...	২১৫
✓ নিষ্ঠুরা সুন্দরী	...	...	২১৬
প্রাচীন প্রেম	...	...	২১৮
জীবন স্বপ্ন	...	...	২১৯
✓ দিবা স্বপ্ন	...	...	২২০
✓ মৃত্যুরূপা মাতা	...	...	২২১
চিঠি	...	...	২২২
✓ গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে	...	...	২২২
শিশিরের গান	...	...	২২৪
✓ স্রোতে	...	...	২২৫
✓ সন্ধ্যার সুর	...	...	২২৬
প্রেম	...	...	২২৮
বাসন্তী-স্বপ্ন	...	...	২২৯
পতিতার প্রতি	...	...	২৩০

ত্রিম্বিকী	...	...	২৩১
মহাদেব	...	...	২৩৩
খুকীর বালিশ	...	...	২৩৪
ছেলে মানুষ	...	...	২৩৫
চায়ের পেয়ালা	...	...	২৩৬
বাঘের স্বপন	...	...	২৩৭
চাঁদনী রাতের চাব	...	...	২৩৮
যোগাড়া	...	...	২৪১
পরীর মায়া	...	...	২৫২
বর ভিক্ষা	...	...	২৫৪
সংসার সার	...	...	২৫৭
‘রহসি’	...	...	২৫৮
বর্ধন লোকে প্রদীপ জ্বালে	...	...	২৫৯
তাজের প্রথম প্রশস্তি	...	...	২৬০
বন্ধিমচন্দ্র	...	...	২৬১
স্বরূপের আরোপ	...	...	২৬৩



দত্যেন্দ্রনাথের
কাব্য-সংগ্রহ

রূপ ও প্রেম

রূপ ত' হাতের লেখা, প্রেম সে রচনা ;
রূপহীনা নহে প্রেমহীনা ।
লেখার এ দোষে শুধু, স্পর্শিবে না কাব্য-মধু ?
প্রেম ব্যর্থ হবে রূপ বিনা ?
কবি হ'তে স্বেচ্ছা কি গো কেরাণী মুহুরী ?
প্রেম হ'তে রূপের মাধুরী ?
কুরূপে-নয়ন বিনা কেহ ত' করে না স্থগা,
প্রেম যা'র হৃদয় যে তা'রি ।
চাঁদের কিরণ সেও চুমে তার গায়,
মলয়া সে কুন্তল দোলায়,
যৌবন-দেবতা করে রাজ্য—সে দেহের 'পরে'
মনে প্রাণে বহে প্রেম-বায় ।
তবে ফিরায়ো না আঁখি কুরূপ বলিয়া,
যেয়ো না গো চরণে দলিয়া,
নিশির স্নেহের গেহে, দেখো, রূপহীন দেহে,
প্রেমে রূপ উঠে উথলিয়া ।

ডাকটিকিট

ডাকটিকিটের রাশি—আমি ভালবাসি,
 যদি তা' পুরণো হয়—ব্যবহার করা,
 ছেঁড়া কাটা, ছাপনারা, স্বদেশী বিদেশী ;—
 তা' নবে পরশি' যেন হাতে পাই ধরা !
 যুক্তরাজ্য, চিলি, পেরু, ফিজি দ্বীপ হ'তে,—
 মিশর, সুদান, চীন, পারস্য, জাপান,
 তুর্কী, রুশ, ফ্রান্স, গ্রীস হ'তে কত পথে
 এসেছে, চড়িয়া তারা কত মত বান !
 কেহ আঁকিয়াছে বুকে—নব সূর্য্যোদয়,
 শান্তি দেবী—কারো বুকে—তুবার-পর্কত,
 হংস, জেব্রা, বকর, শকুনি, সর্পচর,
 কারো বুকে রাজা, কারো মানব মহৎ ;—
 যুগ্ম হস্তী, যুগ্ম সিংহ, ড্রাগন ভীষণ,
 দীপ্ত সূর্য্য, সূর্য্যমুখী, ফিনিক্স, নিশান,
 ময়ূর, হরিণ, কপি, বাষ্প-জলবান,
 দেবদূত, অর্দ্ধচন্দ্র, মুকুট, বিবাণ !
 কেহ আনিয়াছে বহি' পিরামিড-কণা !
 কেহ বা এসেছে মাখি' পার্থিনন-ধূলি !
 নারোগ্রা গর্জন বিনা কিছু জানিত না,—
 এমন ইহার মধ্যে আছে কতগুলি !
 কেহ বা এনেছে কারো' কুশল-সংবাদ—
 মাখি' মুখামৃত, বহি' সাগ্রহ চন্দন !
 কেহ বা পেতেছে নব বাণিজ্যের ফাঁদ ;
 কেহ অনাদৃত, কার' আদৃত জীবন !
 সকল গুলিই আমি ভালবাসি, ভাই,
 সমগ্র ধরার স্পর্শ পাই এক ঠাই !

কোন দেশে

(বাউলের সুর)

কোন দেশেতে তরুণতা—

সকল দেশের চাইতে শ্রামল ?

কোন দেশেতে চ'ল্তে গেলেই—

দ'ল্তে হয় রে দুর্ভা কোমল ?

কোথায় ফলে সোনার ফসল,—

সোনার কমল ফোটে রে ?

সে আমাদের বাংলা দেশ,

আমাদের বাংলা রে !

কোথায় ডাকে দোয়েল শ্রামা—

ফিঙে গাছে গাছে নাচে ?

কোথায় জলে মরাল চলে—

মরালী তার পাছে পাছে ?

বাবুই কোথা বাসা বোনে—

চাতক বারি বাচে রে ?

সে আমাদের বাংলা দেশ,

আমাদের বাংলা রে !

কোন ভাষা মরমে পশি—

আকুল করি' তোলে প্রাণ ?

কোথায় গেলে শুন্তে পা'ব—

বাউল সুরে মধুর গান ?

চণ্ডীদাসের—রামপ্রসাদের

কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?

সে আমাদের বাংলা দেশ,

আমাদের বাংলা রে !

কোন দেশের ছদ্মশায় মোরা—

সবার অধিক পাই রে ছপ ?

কোন দেশের গৌরবের কথায়

বেড়ে উঠে মোদের বুক ?

মোদের পিতৃপিতামহের—

চরণ-ধূলি কোথা রে ?

সে আমাদের বাংলা দেশ,

আমাদেরি বাংলা রে !

বঙ্গজননী

কে না তুই বাঘের পিঠে ব'সে আছিস্ বিরস মুখে ?

শিরে তোর নাগের ছাতা, কমল-মালা ঘুন্টায় বুক !

ঢল ঢল নয়ন-মুগল জল-ভরে প'ড়ছে চুগে,

কাল মেঘ মিলিয়ে গেল তোর ওই নিবিড় কাল চুলে,

শিথিল মুঠি,—ত্রিশূল কেন ধরার ধূলা আছে চুমি' ?

কে না তুই কে না শ্রামা—তুই কি মোদের বঙ্গভূমি ?

মা তোর ক্ষেতের ধাতুরাশি জাহাজ ভ'রে বায় বিদেশে,

অন্ন-সুখা বঙ্গে ফেরে গরল হ'য়ে সর্ব্বনেশে !

বনের কাপাস বনে গিলায়, আগরা দেখি চেয়ে, চেয়ে,

অন্ন বসন বিহনে হায়, মরে তোমার ছেলে মেয়ে !

বল্ না শ্রামা, শুধাই তোরে, মোদের এ ঘুম ভাঙবে না কি ?

ধন্য হ'তে পারব না না তোমার মুখের হাসি দেখি' ?

ত্রিশূল তুলে নে না আবার রূপের জ্যোতি পরকাশি',

ভয় ভাবনা ভাসিয়ে দিয়ে হাস আবার তেমনি হাসি !

চরণতলে সপ্তকোটি সন্তানে তোর নাগে রে—

বাঘেরে তোর জাগিয়ে দে গো, রাগিয়ে দে তোর নাগেরে ;

সোনার কাঠি, রূপার কাঠি,—ছুঁইয়ে আবার দাও গো তুমি,

গৌরবিনী মুক্তি ধর—শ্রামাঙ্গিনী—বঙ্গভূমি !

‘কুস্থানাদপি’

স্বাগত, স্বাগত, বারাননা !
 তুমি কর ভাব-উপদেশ ;
 সোনা যে সকল ঠাই সোনা,
 বাই হ’ক পাত্র, কাল, দেশ ।

পীড়া পেলে পথের কুকুর,
 হও তুমি কাঁদিয়া বিব্রত ;—
 ব্যথা তা’র করিবারে দূর,
 প্রাণ ঢেলে সেবিছ নিয়ত !
 উঠিছে সে স্বসিয়া স্বসিয়া,
 উল্ল-মুখ উদগত-নয়ন ;
 স্বসিয়া—ধ্বসিয়া পড়ে হিয়া—
 চোমারো যে তাহারি মতন ।

হাসে লোক কান্না তোর দেখে,
 ক্ষুণ্ণ-দৃষ্টি—উত্তর তাহার !
 এত দিন ਕਿसे ছিল ঢেকে—
 এ হৃদয়—উৎস মমতার ?
 দেখি’ তোর ভাব আজিকার—
 আনন্দাশ্রু এল চক্ষু ভ’রে,
 বুদ্ধ তুমি—গ্রীষ্ট-অবতার,—
 দিনেকের—ক্ষণেকের’ তরে !

‘রম্যাণি বীক্ষ্য’

ফাণ্ডন-নিশি, গগন-ভরা তারা,
 তারার বনে নয়ন দিশাহারা ;
 কে জানে আজ কোন্ স্বপনে
 উঠেছে চাঁদ আনু গগনে,
 তারার গায়ে চাঁদের হাওয়া নেগেছে !

পেয়েছে সব চাঁদের যেন ধারা !

আনু গগনের চাঁদ,

যেন হেথায় পাতে কঁাদ ;

আর নিশীথের আলো—

আজ হেথায় কিসে এল ?

আরেক সাঁঝের গান,

ফিরে জাগায় যেন তান ;

তারার বনে পরাণ হ'ল সারা !

এ যেন নয় গান,

এ যেন নয় আলো,

তবু দোলায় কেন প্রাণ,

তবু কেমন লাগে ভাল,—

মন যে মগন তা'তে,

ফাগুন-মধু-রাতে,

মন চিনেছে আকাশ-ভরা তারা,—

পেয়েছে আজ চাঁদের বা'রা ধারা !

বিচিত্র ওই আকাশ

দেয় নূতন কত আভাস,

উষার আলো বাতাস—

যেন, শেফালিকার সুবাস—

যেন, তারার বনে লেগেছে,

চোখে আনার জেগেছে ;—

মুক্ত রে আজ মর্ত্যভুবন-কারা !

তারার বনে মন হয়েছে হারা !

সাম্য-সাম্য

ছায়াপথ হ'তে এসেছে আলোক, তপন উঠেছে হাসি' ;

বারতা এসেছে পুলক-প্লাবনে ভুবন গিয়েছে ভাসি' !

নাচিছে সলিল, তলিছে মুকুল, ডাকিয়া উঠিছে পিক,

বারতা এসেছে প্রভাত-পবনে—প্রসন্ন দশ দিক্ ।

কে আছ আজিকে অবনত মুখে পীড়িত অত্যাচারে ?

কে আছ ক্ষুধ, কেবা বিষম, অত্যাচারে কারাগারে ?

যুগ যুগ ধরি' কি করেছ, মরি, লভিতে কেবলি ঘণা ?

পুরুষে পুরুষে হীনতা বহিতে, দহিতে কারণ বিনা !

এ বিপুল ভবে কে এসেছে কবে উপবীত ধরি' গলে ?

পশুর অধম অস্তুর-দন্তে মানুষেরে তবু দলে !

কণ্ঠে বাধিয়া ধন-সম্পূট, রত্নমুকুট শিরে,

কেহ নাহি আসে গর্ভ-নিবাসে, মানবের মন্দিরে ;

তবে কেন হয় জগৎ জুড়িয়া, এ বিপুল খল-পণা,

বেড়া দিবে দিয়ে মুক্ত বাতাসে বাধিবার জল্পনা !

কস্মে বাদের নাহি কলঙ্ক, জন্ম যেমনি হ'ক্,

পুণ্য তাদের চরণ-পরশে ধৃত এ নরলোক ।—

হ'ক্ সে তাহার বরণ কুম্ভ, অথবা তাম্র-রুচি,

নির্মল যার হৃদয় সে-জন শুভ্র হ'তেও শুচি ।

ব্যবসা বা'দের রজত মূল্যে নিজ পদধূলি দান,

অন্তে উদয়ে ব্যস্ত করিতে আপনার স্তুতি-গান,

বাদের ক্রপায় রক্ষন-শালে ধর্ম্য পেলেন ঠাই,

হায় পরিতাপ ! ত্রিলোক বলিছে তাহাদের জাতি নাই !

ভুবন ব্যাপিয়া স্নেহে বন শূদ্র বসতি করে,
 সাত সমুদ্র তাহাদেরি হায় পাদোদকে আছে ভ'রে ;
 বিপুল বিশ্বে এক গণ্ডু য জল পাওয়া আজি দায়,
 ধর্ম্ম আছেন রক্ষন-শালে ;—জতিটাই নিকৃপায় ।
 বাহাদের ছারা ছুঁইলেও পাপ, পবন অর্কাচীন,
 তা'দেরি চরণধূলি' তুলি দেয় মস্তকে নিশিদিন ;
 নিশ্বাস নিতে মনে হয়, সে যে অজাতির উচ্ছিষ্ট !
 কর্ম্ম হ'তেছে পণ্ড নিরত ধর্ম্ম হ'তেছে ক্লিষ্ট ।
 জগতের চূড়া এ জাতির যদি পানীয়ে হইত বাস,—
 তা' হ'লে হ'ত না প্রতি নিশ্বাসে নিতে পানরের শ্বাস ।
 স্নেহের শ্রমে চারি আশ্রম ভাঙিয়া পড়িছে নীতি,
 পীড়ায় আতুর সংহিতা সব পুড়িয়া যেতেছে স্থতি !
 বর্ষোত্তমে বর্ষে তাহারা করিয়াছে পরাজয়,
 নিষ্ঠার বলে প্রতিষ্ঠা তার আজিকে ভুবনময় ;
 ব্রাহ্মণ শুধু মরিছে বহিয়া উপবীত অবশেষ,
 রাজ্যবিহীনে লজ্জা দিতেছে পৈতৃক রাজবেশ ।
 উর্দ্ধে রয়েছে উত্তম সদা জগন্নাথের ছড়ি,
 সমান হ'তেছে শূদ্র ও দ্বিজ সবে তার তলে পড়ি' ।
 খনির ভিমিরে কা'রা কি কহিছে, ওগো শোন পাতি' কাণ,
 অনেক নিরে পড়ি' আছে বারা শোন তাহাদেরো গান ।
 দূর সাগরের হুলহল সম উঠিছে তা'দের বাণী,
 বহু সস্তাপ, বহু বিফলতা, অনেক দুঃখ মানি ;
 অশ্রু হারিয়ে রক্ত-নয়ন জলিছে আগুন হেন,
 পঙ্কিল ভাষা, স্বপ্ন বচন,—নাহি সে মানুষ যেন !

শ্রমের মাতাল পাবাণের চাপে উঠিছে পাগল হ'য়ে,
রসাতল পানে ছুটে যেতে চায় বোঝার বালাই ল'য়ে ;

জীবন বিকায়ে ধনের দ্বারে খাটিয়া খাটিয়া মরে,
কলঙ্কহীন শ্রমের অগ্নে জঠর নাহিক ভরে ।

হেথায় কুবের ফুলিছে, ধাঁপিছে,—ফুলিছে টাকার থলি,
চিবুকের তলে বাড়িছে তাহার দ্বিতীয় পাকস্থলী !

নর-বানরের স্তম্ভিগুল ভারে মানুষ মরিল, হায়,
মরিল মরম, মরিল ধরম, ধরণী গুমরি' ধায় ।

তবু বর্ষরে, চলে মস্তুরে, জুড়িয়া সকল পথ,
ধনী নির্ধনে সমান করিয়া জগন্নাথের রথ !

মানুষ কঁদিছে, মানুষ মরিছে, বেঁচে আছে তরবার !—
এর চেয়ে সেই বগ্ন জীবন ভাল ছিল শতবার ;

সেথায় ছিল না শৃঙ্খল জাল, বন্দী ছিল না কেউ,
ছায়া-সুগহন কাননের মাঝে শুধু সবুজের ঢেউ,

জটিল গুল্ম কণ্টকে ফুলে উঠিত আকুল হ'য়ে,
দেবতার শ্বাস আসিত বাতাস ফলের গন্ধ ব'য়ে,

পশু ও মানুষে ছিল মেলামেশা ভাষাহীন জানাজানি,
ছোট ছোট ভাই ভগিনীর মত ছিল বহু হানাহানি ;

জীবন আছিল, আনন্দ ছিল, মৃত্যুও ছিল সেথা,
ছিল না কেবল রহিয়া রহিয়া মন মরিবার ব্যথা ।

ছিল না সেথায় দুর্জয় লোভে দহন দিবস নিশা,—
লুটিয়া, পীড়িয়া, দলিয়া, ছিড়িয়া প্রভু হইবার তৃষা ।

ছিল না এমন খাজানার খাতা খাজাঞ্চী-খানা জুড়ি'
সেলামী ছিল না, গোলামী ছিল না হাইতোলা-সাথে তুড়ি ।

হায় বনবাস ! সজীব, সরস, শতগুণে তুমি শ্রেয়,
এই পোড়া মাটি রস-বাসহীন মানুষে ক'রেছে হের ;

এই কাঠ খোঁটা—বসন্তে বাহা আর ফোটাতে না স্কন,
এরি সহবাসে নীরস মানুষ,—জীবনে মানিছে ভুল ।

উর্দ্ধে উঠেছে দুর্গ-প্রাচীর, মানব-শোণিতে আঁকা,
আকাশ সুনীল কুটীর-বাসীর চক্ষে পড়েছে ঢাকা ;

মাগরের বায়ু বাধা পেরে পেরে মাগরে গিয়েছে ফিরে,
মানবের মন এগনি করিয়া মরিয়া যেতেছে ধীরে ।

তরবারি শুধু ফিরিছে নাচিয়া বিপুল হেলার ভরে,
বাঁধন কাটিতে জন্ম বাহার সেই সে বন্দী করে !

বলবান যেই,—দশ্ম বাহার ক্ষত ও ক্ষতির ত্রাণ,
সেই সে ঘটায় জগতের ক্ষতি, সেই করে ক্ষত দান !

অমল বশের লালসার হায় জয়ের মশাল জালি',
নিরীহ জনের রক্তে কেবল লভে কীর্তির কালি ।

বক্ষ্যা সোনার এরা বড় জানে,—জননী মাটির চেয়ে,
সফলতা বার অণুতে রেণুতে চিরদিন আছে ছেয়ে ;

তবু এরা জ্ঞানী, তবু এরা মানী, এরা ভূস্বামী তবু,
ভূমির ভক্ত সেবক বাহারা—এরা তাহাদের প্রভু !

বাহা প্রাণপাতে কঠিন মাটিতে ফলার ফসল ফল,
তারা আছে শুধু খাটিয়া বহিয়া ফেলিবারে শ্রমজল ;

তারা আছে শুধু কথায় কথায় হইতে যোত্রহীন,
'দেড়া' ছনো' দিয়ে বর্ষে বর্ষে কেবল বহিতে ধ্বংস ;

সমুখে করাল রয়েছে 'আকাল', মৃত্যু রয়েছে পিছে,
ঘিরি' চারিধার আছে হাহাকার, পালাবার আশা মিছে ।

এত বড় এই ধরণীর বুকে তাহাদের নাহি ঠাই,
তবুও ভূমির ভৃত্য, ভক্ত, ভর্তা সে তাহারাই !

তা'দের নয়নে ফলময়ী ভূমি স্নেহময়ী না'র চেয়ে,
রমণীর চেয়ে রমণীয়া—যবে কাল মেঘ আসে ছেয়ে ;

কন্নার চেয়ে কান্তিশালিনী, হস্তশোভনা ভূমি ;—
কি বুঝিবে মৃত রাজস্বভূক্ত, এর কি বুঝিবে তুমি ?

তবুও সমাজ তোমা হেন জনে ভূস্বামী বলি' মানে ;
প্রকৃত স্বামী সে দীন কৃষকের কথা কে তুলিবে কানে ?

বলের গর্ভ পর্কিত হয়ে বাড়ায় ধরার ভার,
চলে লুণ্ঠন কুণ্ঠাবিহীন—ঘরে ঘরে হাহাকার ;

প্রবল দস্যু বিকট হাঞ্জে বিশ্বভুবন মথি',
সুনাগের হার গলায় দোলায়ে চলেছে অবাধ-গতি !

নিরীহ জনের নয়ন ধাঁধিয়া ঘুরাইয়া তরবারি,
বালকে বুদ্ধে বধিয়া চলেছে, বাধিয়া চলেছে নারী !

পিশাচের প্রায় ক্রুর হিংসার শবেরে দিতেছে কঁাসী,
সপ্ত সাগর মানে পরাভব ধু'তে কলঙ্ক-রাশি !

ইতিহাস তবু তাহাদের দাসী—নিত্য ছলনাময়ী,
ধন-বৈভব তাহাদের সব, তা'রা বীর, তা'রা জয়ী !

ক্ষুদ্র প্রদীপে নিবাত, পবন ! যতন তোমার যত,
সেই শিখা যবে দহে গো ভবন কোথা রহে তব ব্রত ?

হায় সংসার, ক্ষুদ্র মশার দংশন নাহি সহ,
মৃত্যুর চর ক্রুর বিষধর তারে পূজ' অহরহ !

তবু উত্তত রয়েছে নিয়ত বৈভবে দিয়ে লাজ,
বলী দুর্বলে করিতে সমান বিশ্বদেবের বাজ !

মুক্ত রাখ গো মনের ছরার, নাহুব এসেছে কাছে,
যুচাও বিরোধ, বাধা, ব্যবধান, বিঘ্ন যা' কিছু আছে ;

বলের দর্প, কুলের গর্ব, ধনের গরিমা ল'য়ে,—
মুক্ত বাতাসে বাক্য-বেড়ার ফেলো না ফেলো না ছেয়ে ;—

জননীর জাতি, দেবতার সাথী নারীরে বোল না হেয়,
অর্দ্ধ জগতে কর না গো হীন, জগতের মুখ চেয়ো ।

মেহবলে নারী বন্ধ-শোণিতে কীর করি' পারের দিতে ;
কে বলে ছোট সে পুরুষের কাছে—কোন মূঢ় অবনীতে ?

তার-সুগহন গগনের পথে চলেছে মরাল-তরী,
তারি মাঝে নারী পুষ্প-প্রতিমা সূবমা পড়িছে বারি' ;

চরণের বহু নিম্নে জগৎ স্তব্ধ হইয়া আছে,
নন্দন-বন-বিহারী পবন কিরিছে পায়েরি কাছে ;

কুন্তল দোলে, মস্তুরে চলে স্বপন-তরণীখানি,
সুপ্ত জগতে চির-জাগ্রতা প্রেমময়ী কল্যাণী ।

কত কবি মিলে বিশ্ব-নিখিলে বন্দনা রচে তার ।
সঙ্গীত তুলি' ছ'টি আঁখি তুলি' চাহে শুধু শতবার,

মৃগ নয়ন স্বপ্ন-মগন, মৌন বচন সব,
সেতার, কান্নন, বীণা, তানপুরা মানে যেন পয়াভব !

গানের দেবতা, প্রাণের দেবতা, ধ্যানের দেবতা নারী ;
বনের পুষ্প, মনের ভক্তি সে কেবল তারি—তারি ।

ক্ষেত্র বীজের প্রাচীন কাহিনী তুলে আর নাহি কাজ,
গেছে সংশয়, রমণীর জয়,—জগত গাহিছে আজ ;—

কত না বালক ধ্বংস হ'য়েছে মায়ের মূর্তি লভি,
কত না বালিকা বহিরা বেড়ায় জনকের মুখ ছবি ;—

তবে কেন মিছে কথার কলহ, দূর কর কলরব,
আর' কাছাকাছি আসুক মানুষ—আসুক মহোৎসব !

কে রয়েছে বলী, আর্তি অবলে হাতে ধরি' লও তুলি' ;
জ্ঞানী, অধিকার বাড়াও নরের নূতন ছয়ার খুলি' ;

মানুষেরে যদি মনে জান' পর, শিক্ষা বিফল তবে,
রাখিবার বল মারিবার চেয়ে বহু গুণে শ্রেয় হবে ।

দেবতার ঘরে গণ্ডী রেখনা —খোল' মন্দির দ্বার,
দেবতা কাহার' নহে তৈজস, দেবভূমি সবাকার ;

নরকের ভয় দেখায়ে মানুষে থর' ক'র'না তবে,
মানুষেরি প্রেমে হউক ধন্য, লভুক' পুণ্য সবে ।

কে জানে, কেমন পরলোক, যাহে আকাশ রয়েছে ঢাকি' !
মুক' মরি' সেথা পায় কি গো বাণী, অন্ধ কি পায় আঁখি ?

উন্মাদ সেথা লভে কি শান্তি ? পুষ্টি লভে কি ভ্রণ ?
বন্ধু সেথায় বন্ধুর মুখ দেখিতে কি পায় পুনঃ ?

পুণ্যের ক্ষয়ে এই লোকালয়ে জন্ম কি হয় আর ?
কিবা সে পুণ্য ? কিবা সে পাতক ? মূল কোথা ছিল কার' ?

সৃষ্টির সাথে কে সৃজিল মায়া ? কে দিল বৃত্তি ষত ?
কে করিল হায় নহু সন্তানে স্বার্থ সাধনে রত ?

তিনিরের পরে তিনিরের স্তর, দৃষ্টি নাহিক চলে,
মৃত্যু সে কথা গুপ্ত রেখেছে, জীবিতে কভু না বলে ;

যে বলে 'জেনেছি' ভণ্ড সে জন, নহে উন্মাদ ঘোর,
সে জ্ঞান আনিতে পারে ইহলোকে জন্মেনি হেন চোর ।

ছায়া পথ জুড়ি' আলোক বিধারি' কত না তপন শশী,
শান্তির মাঝে অচিন্ত্য বেগে চলিয়াছে উজ্জ্বলি' ;

কত না লক্ষ পুষ্পক রথ, বাত্মী কত না তার,
কোন সে তীরে বাত্মা সবার, কে বলিতে পারে, হার ;
কা'রা করেছিল বাত্মা প্রথম ? পৌছবে কা'রা শেষ ?
রথে রথে বাড়ে অস্থির স্তূপ, শাদা হয় কাল বেশ !

রথের মাঝারে জন্ম মরণ, চিনে জীব শুধু রথ,
নমুখে পিছনে শুধু বিস্তার—দীনাহীন ছায়া পথ !

কলরব করি' বাত্মী চলেছে, গান গেয়ে, কেঁদে, হেসে,
মৌন আকাশে শব্দ পশে না, বায়ু স্রোতে বার ভেসে ;

প্রার্থনা ভেসে কূলে কিরে এসে ব্যথিয়া তুলে গো মন,
মানুষ আবার মানুষে আঁকড়ি' প্রাণে পার সাধন !

সেই মানুষেরে ক'র'না গো হলো তা'রে ক'র'না গো ঘৃণা,
এ জগতে হার কি আছে নরের—নরের মমতা বিনা ?

অভিষেক যা'রে করেছে তপন, আর সে অশুচি নাই,
জ্যোৎস্না মদিরা যে করেছে পান সেই সে আমার ভাই ;

সর্গীরে বাহার নিশ্বাস আছে, সে আছে আমারি বুকে,
সলিলে বাহার আছে আঁখিজল সে আমার হৃৎথে স্তূথে ;

কুসুম-সরস ধরণী যা'দের বহিছে পরাণখানি,
জীবনে মরণে কাছে আছে তা'রা, মনে মনে তাহা জানি ।

জাগ' জাগ' ওগো বিশ্বমানব ! বারতা এসেছে আজ !
তোমার বিশাল বপু হতে ছিড়ে ফেল ভূত্যের সাজ ;

জানু পাতি' কেন রয়েছ নীরবে অবনত করি মাথা ?
কা'রা কাঁধে পিঠে উঠিয়া তোমার—তোমারে দিতেছে ব্যথা ?

ঘণ্টা বাঁঝার কর্ণে বাজারে বধির করেছে কা'রা ?
অস্থূল হানি' অঙ্গে কে তব বহার রক্ত ধারা ?

জানু পাতি' কেন অবনত শিরে রয়েছ নীরবে, হার,
দাঁড়াও উঠিরা, ঘৃণ্য কীটেরা পড়ুক লুটিরা পায় ।

দাঁড়াও হে ফিরে উন্নত শিরে হাসি' উজ্জ্বল হাসি,
হাতে হাতে ধরি' গুণী, জ্ঞানী, বীর, শিল্পী, রাখাল, চাবী ;

জগতে এসেছে নূতন মন্ত্র বন্ধন-ভয়-হারী,
সাম্যের মহাসঙ্গীত নব গাহ মিলা' নরনারী !

“আমরা মানি না মানুষের গড়া কলিত বত বাধা,
আমরা মানি না বিলাস-নালিত বোড়ার আরোহী গাধা ;

মানি না গির্জা, মঠ মন্দির, কক্কি, পেগম্বর,
দেবতা নোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে তাঁ'র বর ;

রাজা আমাদের বিশ্ব-মানব, তাঁহারি সেবার তরে,
জীবন নোদের গড়িরা তুলেছি শত অতন্ত্র করে ;

আশা আমাদের স্মৃতিকা ভবনে বিরাজিছে শিশুরূপে
তা'রি মুখ চেয়ে জগতের বাহু খাটিয়া চলেছে চুপে !

ধনের চাপে যে পাপের জনম একথা আমরা জানি,
দণ্ডের চেয়ে দয়ার ক্ষমতা অধিক বলেই নানি ;

দোষীকে আমরা নাশিতে না চাই, মানুষ করিতে চাই,
গত জনমের পাতকী বলিয়া আত্মরে দু'বি' না ভাই ।

বা'র কোলে শিশু হাসে আফ্লাদে শিশু-হিয়া জানি তা'র,
বা'র মেহে ভূমি হয় গো সফলা ভূমি তা'রি আপনার ।

মানি না অগ্র বিধি ও বিধান মানি না অগ্র ধারা,
মানি না তা'দের সংসারে যা'রা করেছে হুংখ-কারা ।

প্রেমের আদর জানি গো আমরা জ্ঞানের মূল্য জানি,
শক্তি যখন শিবের সেবিকা তখন তাহারে নানি ;

আমরা মানিনা শিখা, ত্রিপুরা, উপবীত, তরবারী,
জান্ধা খাতার, ধারিনাক ধার, মোরা শুধু নমতারি।

মাংসপেশীর শাসন মানি না, মানিনা শুষ্ক নীতি.
নূতন বারতা এসেছে জগতে মহামিলনের গীতি।

নয়ন মোদের উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে সহসা তাই!
তুণে, পল্লবে, নীল নভতলে আর মলিনতা নাই!

চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে বিশ্ব বিপুল পুলক ভরে,
বাহু প্রসারিয়া ছুটিছে মানব মানব-হিরার তরে!

ছিঁড়িয়া পড়িছে শৃঙ্খল যত ভাঙ্গিয়া পড়িছে বাধা,
বিঘ্ন যত সে মনে জেগেছিল নাহি নাহি তা'র আধা!

জীর্ণ বিকল লোহার শিকল ছিঁড়িছে—পড়িছে টুটি'
আজীবন যা'রা আছিল বন্দী তা'রাও লভিছে ছুটি!

অন্ধের দেশে দৃষ্টি আসিছে, মূকের কুটিছে বাণী,
কবে থেনে বায় কলহের সাথে অস্ত্রের হানাহানি।

অগ্রায় সাথে বিস্মৃতি নদে ডুবুক অত্যাচার,
সান্যের মহাসঙ্গীতে সুর যাক্ মিলি' সবাকার।

এস তুমি এস কন্সী পুরুষ এস কল্যাণী নারী,
প্রভু আমাদের বিশ্বমানব মোরা জয় গাহি তাঁ'রি।

কা'র বন্ধন হয়নি মোচন—কারায় কাঁদিছ বসি'—
গাহ নির্ভয়ে সান্যের গান—শিকল পড়ুক থমি' ;

উচ্চে সবলে উচ্চার' ওগো সান্যের মহাদাম,
কর করাঘাত কারাভবনের দুয়ারে অবিশ্রাম ;

হুর্দ্বল বাহু বল পা'বে কিরে —ওগো হও একমাথ,
কণ্ঠে মিলাও কণ্ঠ আবার, হাতে ধরি' লও হাত ;

অপরাধে, নারী, পুরুষেরি মত দণ্ড যদি গৌ পায়,—
তবে পুরুষের স্বাধীনতা হাতে কেন বঞ্চিবে তায় ?

নারী ও শূদ্র নহেক ক্ষুদ্র, হেলার জিনিস নহে,
দেহ তাহাদের আগুনের আগে তোমাদেরি মত দহে ;
তাহাদের রাজ্য রক্ত রয়েছে, তাহাদের' আছে প্রাণ,
আশা, ভালবাসা, ভয়, সংশয়, আছে ; আছে অভিমান ;
তৃষ্ণা-ক্ষুধায়, শোকে, বেদনায়, তোমাদেরি মত ভোগে,
তোমাদেরি মত মর্ত্য মানুষ, মরে তোমাদেরি রোগে ;
ওগো ধনবান, ওগো বলবান, জেন' তোমাদের' আছে,
তাহাদেরি মত গ্রাসি অপটু—স্বল্প মাথার মাঝে !

মানুষ মানুষ ; শক্তি মুরতি ; বহি ধরে সে বুক ;
সে নহে শূদ্র, সে নহে ক্ষুদ্র, দেববিভা তা'র মুখে ;
সে যে জন্মেছে ধরণীর বুক, কে তা'রে ছিঁড়িয়া ল'বে !
সে যে দিনে দিনে হমেছে মানুষ, তা'রে ঠাই দিতে হ'বে !
তা'র বাঁচবার, তা'র বাড়িবার অধিকার আছে—আছে ;
কার' চেয়ে দাবী কম নহে তা'র এ বিপুল ধরা মাঝে ।

ধরণীর বুক আছে সঞ্চিত অমেয় পীযুষ-সুধা,
বলী দুর্বলে ভুঞ্জিবে তাহা, কেহ সহিবে না ক্ষুধা ।

সবিত্ত যাহারে করেছে আশীষ, ধরণী ধরেছে বুক,
সে কভু জগতে মরিতে আসেনি,—মরিতে আসেনি ভুখে

নগ্ন মুরতি, হর্ষমুকুল, শিশু আসে ধরা পরে,
স্বপ্নার পক্ষ তা'রে মাখায়োনা ওগো পঙ্কিল করে ;

রক্তপায়ীর মুখোন্ পরায়ে তা'রে নাচায়ো না, ওরে,
দিয়ে ত্রিপুণ্ড্র ভণ্ড তাহারে সাজায়ো না হেলাভরে ;

স্নকুমার হিয়া চরণে দলিয়া মানুষে বস করি'
 শ্রীনা ধরণীর পুলকের হাসি নিয়োনা নিয়োনা হরি' ।
 আহা শিশু হিয়া উছসি 'উঠিয়া দূরে ফেলে দেয় সাজ,
 ধনী ও দীনের ছলল মিলিয়া খেলিতে না মানে লাজ !'
 আজ' শোনা বায় হৃদয় নিলয়ে প্রকৃতির মহাবাণী,
 তাই মাঝে মাঝে বেন থেমে আসে জগতের হানাহানি ;
 ওগো তবে আর—বাহা আপনার—তা'রে কেন রাখ
 ওই শোন, শোন,—রাগিনী নূতন ধ্বনিছে বিশ্বপুরে !
 জীমূত মস্ত্রে সপ্ত সিন্ধু গাহিছে সাম্য-সাগ,
 মন্দ পবন নূতন মস্ত্র জপিছে অবিশ্রাম !
 প্রভাত তপনে, গগনে, কিরণে পড়ে গেছে জ্ঞানাজানি,
 মেদিনী ব্যাপিয়া তৃণে পল্লবে স্নগোপন কাণাকাণি !
 পুরাণ বেদীতে উঠিছে দীপিয়া অভিনব হোমশিখা,
 এস কে পরিবে দীপ্ত ললাটে সাম্য-হোমের টীকা !
 কত না করিব উন্মাদ গীতি আজিকে শুনিতে পাই,
 বাহু প্রসারিয়া রয়েছে তাহারা আজি যেই দিকে চাই !
 হে শুভ সময় ! গাহি তব জয়, আন' বাঞ্ছিত ধন,
 অক্ষয় দানে ধনী ক'রে তুমি দাও মানুষের মন ;
 কর নিশ্চল, কর নিরঃস্বয়, কর তা'রে নির্ভর,
 প্রেমের সরস পরশ আনিয়া তুর্জ্জয়ে কর জয় ।
 তাই সে আবার আসুক ফিরিয়া ভাষের আলিঙ্গনে,
 ভঙ্গ হউক বিবাদ বিষাদ যজ্ঞের হতাশনে ;
 সমান হউক মানুষের মন, সমান অভিপ্রায়,
 মানুষের মত, মানুষের পথ, এক হ'ক পুনরায় ;

সমান হউক আশা, অভিলাষ, সাধনা সমান হ'ক,
সাম্যের গানে হউক শাস্ত ব্যথিত মর্ত্য লোক ।

পাক্কীর গান

পাক্কী চলে !
পাক্কী চলে !
গগন তলে
আগুন জলে !
স্তব্ধ গায়ে
আতুল গায়ে
যাচ্ছে কারা
রোদ্রে সারা !

ময়রা মুদি
চক্ষু মুদি'
পাটায় ব'সে
চুলছে ক'সে !
ছুধের চাঁছি
শুষ্কে মাছি,—
উড়ছে কতক
ভন্ ভনিয়ে ।—
আসছে কা'রা
হন্ হনিয়ে ?
হাটের শেষে
রুদ্ধ বেশে
ঠিক ছ'পুরে
ধায় হাটুরে ।

কুকুরগুলো
 শুঁকছে ধুলো,—
 ধুঁকছে কেহ
 ক্লান্ত দেহ ।
 চুকছে গরু
 দোকান ঘরে,
 আগের গন্ধে
 আমোদ করে !

পাক্কী চলে,
 পাক্কী চলে—
 ঢলকি চলে,
 নৃত্য তালে !
 ছয় বেহারা,—
 জোরান তারা,—
 গ্রাম ছাড়িয়ে
 আগ্ বাড়িয়ে
 নাম্লে মাঠে
 ভামার টাটে !
 তপ্ত তামা,—
 যায় না থামা,—
 উঠছে আলো
 নাম্ছে গাঢ়ায়,—
 পাক্কী দোলে
 ঢেউয়ের নাড়ায় !
 ঢেউয়ের দোলে
 অন্ধ দোলে !

নেঠো জাহাজ
সাম্নে ঝড়ে,—
ছয় বেহারার
চরণ-দাঁড়ে !

কাঁচলা সবুজ
কাজল প'রে
পাটের জমী
বিমায় দূরে!
ধানের জমী
প্রায় সে নেড়া,
মাঠের বাটে
কাঁটার বেড়া !

‘সামাল’ হেঁকে
চল্ল বেঁকে
ছয় বেহারা,—
মর্দ তা'রা !
জোর হাঁটুনি
খাটুনি ভারি ;
মাঠের শেষে
তালের সারি ।

তাকাই দূরে,
শুণে ঘুরে
চিল ফুকারে
মাঠের পারে ।
গরুর বাথান,—
গোয়াল-থানা,



ওইগো ! গায়ের
ওই সিমানা !
বৈরাগী সে—
কঙ্কী বাঁধা,—
ঘরের কাঁথে
লেপুছে কাদা ;
মটকা থেকে
চাষার ছেলে
দেখছে,—ডাগর
চক্ষু মেলে !—
দিচ্ছে চালে
পোয়াল শুছি ;
বৈরাগীটির
মূর্তি শুচি ।

পরজাপতি
হলুদ বরণ,—
শশার ফুলে
রাখছে চরণ !

কার বছড়ি
বাসন গাজে ?—
পুকুর ঘাটে
বাস্ত কাজে ;—
এঁটো হাতেই
হাতের পোঁছায়
গায়ের মাথার
কাপড় গোছায় !

পাকী দেখে
 আম্ছে ছুটে
 ত্যাংটা খোকা,—
 মাথায় পুঁটে !
 পোড়োর আওয়াজ
 যাচ্ছে শোনা ;—
 খোড়ো ঘরে
 চাঁদের কোণা !
 পাঠশালাটি
 দোকান-ঘরে,
 গুরু মশাই
 দোকান করে !
 পোড়ো ভিটের
 পোতার 'পরে
 শালিক নাচে,
 ছাগল চরে ।
 গ্রামের শেষে
 অশথ-তলে
 বুনোর ডেরায়
 চুল্লী জলে ;
 টাটকা কাঁচা
 শাল-পাতাতে
 উড়ছে ধোঁয়া
ফ্যানসা ভাতে ।
 গ্রামের সীমা
 ছাড়িয়ে, ফিরে
 পাকী মাঠে
 নাম্লে ধীরে ;

আবার নাঠে,—
তানার টাটে,—
কেউ ছোটে, কেউ
কষ্টে হাঁটে ;
মাঠের মাটি
রোজে ফাটে,
পাক্কী মাতে
আপন নাটে !

শঙ্খ চিলের
সঙ্গে, যেচে—
পাল্লা দিয়ে
মেঘ চলেছে !
তাতারসির
তপ্ত রসে
বাতাস সাঁতার
দেয় হরবে !
গঙ্গা ফড়িং
লাফিয়ে চলে ;
বাঁধের দিকে
সূর্য্য চলে ।

পাক্কী চলেবে !
অঙ্গ চলে বে !
আর দেবী কত ?
আরো কত দূর ?
“আর দূর কিগো ?
বুড়ো শিবপুর

ওই আগাদের ;
ওই হাটতলা,
ওরি পেছুখানে
ঘোষেদের গোলা ।”

পাক্কী চলেবে,
অঙ্গ টলে রে ;
সূর্য্য চলে,
পাক্কী চলে !

গ্রীষ্মের স্মৃতি

হায় !

বসন্ত ফুরায় !

মৃগ নধু নাধবের গান

ফল্গু সম লুপ্ত আজি, মুহূর্ত্তান প্রাণ ।

অশোক নিশালা-শেষ, চম্পা আজি পাণ্ডু হাসি হাসে,
ক্লান্ত কঁপে কোকিলের যেন মুহূর্ত্ত কুহবনি নিবে নিবে আসে !
দিবসের হৈম আলা দীপ্ত দিকে দিকে, উজ্জল-জাজ্বল-অনিমিত্ত,
নিঃশ্বসিছে নিঃশ্ব হাওয়া, হতাশে মুচ্ছিত দশ দিক্ !

রোদ্দ আজি রুদ্র ছবি, আকাশ পিঙ্গল,

ফুকারিছে চাতক বিশ্বল,—

খিন্ন পিপাসায় ;

হায় !

হায় !

আনন্দ ধরায়

নাহি আজ আনন্দের লেশ

চতুর্দিকে ত্রুদ্র আঁখি, চারি দিকে ক্লেশ ।

সংবর ও মূর্তি, ওগো একচক্র-রথের ঠাকুর !

অগ্নি-চক্ষু অন্ধ তব মুচ্ছি' বুরি পড়ে,—আর সে ছুটাবে কত দূর ?

সপ্ত সাগরের বারি সপ্ত অশ্বে তব করিছে শোষণ তৃষ্ণাভরে,

তবু নাহি তৃপ্তি মানে, পিয়ে নদ, নদী, সরোবরে ;—

পঙ্কিল পৰলে পিয়ে, গোপ্পদেও কূপে,

পুষ্পে রস—তাও পিয়ে চূপে !

তৃপ্তি নাহি পায় !

হায় !

হায় !

সাম্বনা কোথায় ?

রৌদ্রের সে রুদ্র আলিঙ্গনে

জগতের ধাত্রী ছায়া আছে উদ্ভা-মনে ;

আশাহত ক্ষুদ্র লোক,—আকাশের পানে শুধু চায়,

ময়ূরের বহ্নি সম ময়ূখের মালা বহ্নিতেজে চৌদিকে বিছায় !

হস্যাতলে, জলে, স্থলে, স্নিগ্ধ পুষ্পদলে আজ শুধু অগ্নি কণা করে,

হাতে মাথে ধুণী আলি' বসুন্ধরা কুচ্ছ ব্রত করে ;

ওঠে না অনিন্দ্য চক্ৰ অমোঘ প্রসাদ,—

দেবতার মূর্ত্ত আশীর্ব্বাদ,—

দীর্ঘ দিন যায়,

হায় !

হায় !

হৃদয় শুকাই !

নাহি বল, নাহিক সম্বল,

অন্তরে আনন্দ নাই, চক্ষে নাহি জল !

মুক হয়ে আছে মন, দীর্ঘশ্বাসে অবসান গান,

বিস্মৃত স্থখের স্বাদ হৃদি অনুৎসুক,—ধুক্ ধুক্ করে শুধু প্রাণ।

কে করিবে অনুযোগ ? দেবতার কোপ ; কোথা বা করিবে অনুযোগ ?

চারি দিকে নিরুৎসাহ, চারি দিকে নিঃশ্ব নিরুৎযোগ !

নাহি বাষ্প বিন্দু নভে,—বরষা স্মদূর ;

দগ্ধ দেশ তুষার আতুর,

ক্রান্ত চোখে চায় ;

হায় !

রিত্তা

(মালিনী ছন্দের অনুকরণে)

উড়ে চলে গেছে বুলবুল

শ্রুতময় স্বর্ণ পিঞ্জর ;

ফুরায় এসেছে কান্দন,

জীবনের জীর্ণ নির্ভর।

রাগিণী সে আজি মহুর,

উৎসবের কুঞ্জ নির্জল ;

ভেঙে দিবে বুঝি অন্তর

মঞ্জীরের ক্লিষ্ট নিকল।

ফিরিবে কি হৃদি-বল্লভ

পুষ্পহীন শুক কুঞ্জে ?

জাগিবে কি ফিরে উৎসব

খিন্ন এই পুষ্প পুঞ্জে ?

ভাঙনে ভেঙেছে মন্দির

কাঞ্চনের মূর্তি চূর্ণ,

বেলা চলে গেছে সন্ধির,—

লাঞ্ছনার পাত্র পূর্ণ ।

যক্ষের নিবেদন

(মন্দাক্রান্ত ছন্দের অনুকরণে)

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল, কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি' আজ মন্দ-মহুর বচন কও ;
সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ ! দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
রষ্টির চুখন বিথারি' চলে যাও—অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম ।

বক্ষের গর্ভেই রয়েছে আজো যেই—আজ নিবাস বার গোপনলোক
সেই সব পল্লব সহসা ফুটিবার স্বপ্ন চেষ্টায় কুস্মন হোক ;
গ্রীষ্মের হোক শেষ, ভরিয়া সাহুদেশে দ্বিধা গম্ভীর উঠুক তান,
বক্ষের হৃৎথের করহে অবসান, বক্ষ-কান্তার জুড়াও প্রাণ !

শৈলের পইঠায় দাঁড়ায়ে আজি হায় প্রাণ উধাও ধায় প্রিয়ার পাশ,
মৃচ্ছার মন্তর ভরিছে চরাচর, ছায় নিখিল কার আকুল শ্বাস !
ভরপুর অশ্রুর বেদনা-ভারাতুর সোন কোন্ সুর বাজায় মন,
বক্ষের পঙ্কর কাঁপিছে কলেবর, চক্ষে হৃৎথের নীলাঙ্গন !

রাত্রির উৎসব জাগালে দিবসেই, তাই তো তন্দ্রায় ভুবন ছায়,
 রাত্রির গুণ সব দিনেরে দিলে দান, তাই তো বিচ্ছেদ দ্বিগুণ, হায় ;
 ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু সে তুমি দেব ! পূজ্য ! লও মোর পূজার ফুল,
 পুঙ্কর বংশের চূড়া যে তুমি মেঘ ! বন্ধু ! দৈবের ঘুচাও ভুল !

নিষ্ঠুর যক্ষেশ, নাহিক কৃপালেশ, রাজ্যে আর তার বিচার নেই,
 আজ্ঞার লঙ্ঘন করিল একে, আর শাস্তি ভুজ্জান ছজনকেই !

হায় মোর কান্তার না ছিল অপরাধ, মিথ্যা নয় সেই কতই ক্রেশ,
 হৃভর বিচ্ছেদ অবলা বুকে বয়, পাংশু কুন্তল, মলিন বেশ ।

বন্ধুর মুখ চাও, সখাহে সেথা যাও, দুঃখ ছত্তর তরাও ভাই,
 কল্যাণ-সংবাদ कहিয়ো কানে তার, হায়, বিলম্বের সময় নাই ;
 বৃন্তের বন্ধন আশাতে বাঁচে মন, হায় গো, বল তার কতই আর ?
 বিচ্ছেদ-গ্রীষ্মের তাপেতে সে শুকায়, যাওহে দাও তায় সলিল-ধার ।

নির্ম্মল হোক পথ,—শুভ ও নিরাপদ, দূর-সুদূর্গম নিকট হোক,
 হ্রদ, নদ, নির্ঝর, নগরী মনোহর, সৌধ সুন্দর জুড়াক্ চোক ;
 চঞ্চল খঞ্জন্-নয়না নারীগণ বর্ষা-মঙ্গল করুক গান,
 বর্ষার সৌরভ, বলাকা-কলরব, নিত্য উৎসব ভরুক প্রাণ !

পুষ্পের তৃষ্ণার করহে অবমান, হোক বিনিঃশেষ যুথীর ক্রেশ,
 বর্ষায়, হায় মেঘ ! প্রবাসে নাই সুখ,—হায় গো নাই নাই সুখের লেশ ;
 যাও ভাই একবার মুছাতে আঁখি তার, প্রাণ বাঁচাও মেঘ ! সদয় হও,
 “বিদ্র্যৎ-বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক” বন্ধু ! বন্ধুর আশিষ লও ।

বর্ষা

ঐ দেখ গো আজকে আবার পাগলি জেগেছে,
ছাই মাথা তার মাথার জটার আকাশ ঢেকেছে !
মলিন হাতে ছুঁয়েছে সে ছুঁয়েছে সব ঠাই,
পাগল মেয়ের জ্বালায় পরিচ্ছন্ন কিছুই নাই !

মাঠের পারে দাঁড়িয়েছিল ঈশান কোণেতে,—

বিশাল-শাখা পাতায়-ঢাকা শালের বনেতে ;
হঠাৎ হেসে দৌড়ে এসে খেলার ঝোঁকে,
ভিজিয়ে দিলে ঘরমুখো ঐ পায়রা গুলোকে !

বজ্রহাতের হাততালি সে বাজিয়ে হেসে চায়,
বুকের ভিতর রক্তধারা নাচিয়ে দিয়ে যায় ;
ভর দেখিয়ে হাসে আবার ফিক্‌ফিকিয়ে সে,
আকাশ জুড়ে চিক্‌মিকিয়ে চিক্‌মিকিয়ে রে !

ময়ূর বলে 'কে গো ?' এবে আকুল-করা রূপ !
ভেকেরা কয় 'নাই কোন ভয়,' জগৎ রহে চুপ ;
পাগলি হাসে আপন মনে পাগলি কাঁদে হায়,
চুমার মত চোখের ধারা পড়ছে ধরার গায় ।

কোন মোহিনীর ওড়না সে আজ উড়িয়ে এনেছে,
পূবে হাওয়ার ঘুরিয়ে আমার অঙ্গে হেনেছে ;
চমকে দেখি চক্ষে মুখে লেগেছে একরাশ,
ঘুম-পাড়ানো কেরার রেণু, কদম ফুলের বাস !

বাদল হাওয়ার আজকে আমার পাগলি মেতেছে ;
ছিন্ন কাঁথা সূর্য্যশশীর সভায় পেতেছে !
আপন মনে গান গাহে সে নাই কিছু দৃকপাত,
মুগ্ধ জগৎ, মৌন দিবা, সংজ্ঞাহারা রাত !

তখন ও এখন

(রুচিরা)

তখন কেবল ভরিছে গগন নূতন মেখে,
কদম-কোরক ছলিছে বাদল-বাতাস লেগে ;
বনাস্তরের আসিতেছে বাস মধুর মৃদু,
ছড়ায় বাতাস বরিষা-নারীর মুখের সৌধ,—
তখন কাহার আঁচলে গোপন যুথীর মালা
মধুর মধুর ছড়াইত বাস— কে সেই বালা ?
বিপাশ হিয়ার বিনাইত কঁাস অলক রাশে,
সুদূর সুদূর স্মৃতিখানি তার হিয়ার ভাসে।
এখন বিভায় মহামহিমার আকাশ ভরা,
শরৎ এখন করিছে শাসন বিপুল ধরা ;
এখন তাহার চেনা হ'বে দায় নূতন বেশে,
তরুণ কুমার কোলে আজি তার হাসায় হেসে ;
লুকাও লুকাও লালসা-বিলাস লুকাও ত্বরা,
বাসর রাতির সাথীটি— সে আর না ছায় ধরা ;
এখন কমল মেলিতেছে দল সলিল মাঝে,
বিলোল চপল বিজুলি এখন লুকায় লাজে ।

কিশোর প্রাণের কোথা সে ফেনিল প্রেমের পাঁতি,
কোথায় গো সেই নব বয়সের নূতন সাথী ;
বিলাস-লীলায় দেখে না সে আর বারেক চাহি,
খেলার পুতুল কোথা পড়ে ?—আজ খবর নাহি !
পুতুল পরাণ পেয়েছে গো তার সোহাগ পেয়ে,
নূতন আলোক প্রকাশিছে তাই আনন ছেয়ে !
নূতন দিনের মাঝে পুরাতন লুকায় হেসে,
নূতন ছয়ার দেউলে ফুটাও নিশির শেষে ।

সিংহল

(“Young Luchinvar” এর ছন্দে)

ওই সিঙ্গুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ !
 ওই চন্দন বার অঙ্গের বাস, তাদ্বুল-বন কেশ !
 বার উত্তাল তাল-কুঞ্জের বার—মহুর নিধাস !
 আর উজ্জল বার অধর, আর উচ্ছল বার হাস !

ওই শৈশব তার রাক্ষস আর বঙ্গের বশ, হার,
 আর যৌবন তার ‘সিংহে’র বশ,—সিংহল নাম যার
 এই বঙ্গের বীজ ত্র্যগোধ প্রায় প্রান্তর তার ছায়,
 আজো বঙ্গের বীর ‘সিংহে’র নাম অন্তর তার গায় ।

ওই বঙ্গের শেষ কীর্তির দেশ সৌরভময় ধাম !
 কাঠ শকর বার বকুল-বাস, সিংহল বার নাম ।
 বার নন্দির সব গম্ভীর,—তার বিস্তার ক্রোশ দেড় ;
 বার পুষ্কর-মেঘ পুষ্করীর দশ ক্রোশ ঠিক বেড় ।

ওই ফাল্গুন আর দক্ষিণ বায়—সিংহল তার ঘর,
 হায় লুকের প্রায় সিংহল ধায় বঙ্গের অন্তর ;
 ছিল সিংহল এই বঙ্গের, হায়, পণ্যের বন্দর,
 ওগো বঙ্গের বীর সিংহল-রাজ-কণ্ঠার হয় বর ।

ওই সিংহল দ্বীপ সুন্দর, শ্রাম,—নির্মল তার রূপ,
 তার কর্ণের হার ল’ঙ্গর ফুল, কর্পূর কেশ-ধূপ ;
 আর কাঞ্চন তার গৌরব, আর মৌক্তিক তার প্রাণ,
 আর সখল তার বুদ্ধের নাম, সম্পদ নির্বাণ ।

পাগলা ঝোরা

ভোমরা কি কেউ শুনে নাগো পাগলা ঝোরার হুংগ গাথা ?

পাগল ব'লে কর্কে হেলা ? কর্কে হেলা মর্ষব্যথা ?

জন্ম আমার হিম-উরসে, কুলে আমার তুল্য নাই,

সিন্ধু নদের সোদর আমি গঙ্গাদিদির পাগল ভাই ।

বরফ-মরুর একলা জীবন ভাল আমার লাগত নারে,

লুকিয়ে উঁকি তাইতো দিতাম নীচের দিকে অন্ধকারে ;

সুড় সুড়িয়ে গুড় গুড়িয়ে বেরিয়ে এসে কৌতূহলে

গড় গড়িয়ে গড়িয়ে গেলাম,—ছড়িয়ে প'লাম শূন্যতলে !

পিছল পথে নাইক বাধা, পিছনে টান নাইক মোটে,

পাগলা ঝোরার পাগল নাটে নিত্য নূতন সঙ্গী জোটে !

লাফিয়ে প'ড়ে ধাপে ধাপে, ঝাঁপিয়ে প'ড়ে উচ্চ হ'তে

চড়চড়িয়ে পাহাড় ফেড়ে নৃত্য ক'রে মত্ত স্রোতে,—

তরল ধারায় উড়িয়ে ধূলি, জুড়িয়ে দিয়ে হাওয়ার আলা,

জটার 'পরে জড়িয়ে নিয়ে বিনি স্রতার রান্নামালা ;

একশো যুগের বনস্পতি,—বাকল-ঝাঁঝি সকল গায়,—

মড়মড়িয়ে উপড়ে ফেলে স্রোতের তালে নাচিয়ে তায়,—

গুহার তলে গুমরে কেঁদে, আলোর হঠাৎ হেসে উঠে,

ঐরাবতের বৈরী হ'য়ে, কৃষ্ণমৃগের সঙ্গে ছুটে,

স্তম্ভ বিজন যোজন জুড়ে ঝঞ্ঝা ঝড়ের শব্দ ক'রে,

অসাড় প্রাচীন জড় পাহাড়ের কানে টোহন মন্ত্র প'ড়ে,—

পরান ভ'রে নৃত্য ক'রে মত্ত ছিলাম স্বাধীন স্রুথে,

ছন্দ ছাড়া আজকে আমি বাচ্চি ম'রে মনের হুখে ;

বাচ্চি ম'রে মনের হুখে পূর্ব স্রুথে স্মরণ ক'রে ;

ঝারির মুখে ঝারার মতন শীর্ণ ধারায় পড়ছি ঝ'রে ।

চক্রী মানুষ চক্র ধ'রে ছিন্ন ক'রে আমার দেহ
 ছড়িয়ে দিলে দিগ্বিদিকে, নাইক দয়া, নাইক স্নেহ !
 আমি ছিলাম আমার মতন,—পাহাড়-কোলে নির্ঝিবাঁদে,
 মানুষ ছিল কোন্‌ স্তূপে—মাখিনি বাঁদ তাদের সাধে ;
 তবুও শিকল পরিয়ে দিলে রাখলে আমার বন্দীবেশে,
 ক্ষুদ্র মানুষ স্বল্প আয়ু, আমার কিনা বাঁধলে শেষে !
 কোশলে সে ফাঁদ ফেঁদেছে, পারিনে তার ছিঁড়তে বলে,
 শীর্ণ হ'য়ে বাচ্ছি, ক্রমে, পড়ছি গ'লে অশ্রাজলে ।

আগে আমার চিন্তা বারা বলছে শোনো—‘বার না চেনা !’
 বাজবে কবে প্রলয়-বিষাণ ?—মুখে আমার উঠছে ফেনা !
 বিকল পায়ের শিকলগুলো কতদিন সে থাকবে আরো ?
 রক্ততালে নাচ'ব কবে ? তোমরা কেহ বলতে পার ?

শূদ্র

শূদ্র মহান্‌ গুরু গরীয়ান্
 শূদ্র অতুল এ তিন লোকে,
 শূদ্র রেখেছে, সংসার, ও গো !
 শূদ্রে দেখনা বক্র চোখে ।

আদি দেবতার চরণের ধূলি
 শূদ্র,—একথা শাস্ত্রে কহে,
 আদি দেবতার পদরেণু-কণা
 সকল দেবতা মাথায় বহে ।

বিধাতার পাদ-পদ্মের রেণু

না করিবে শিরোধার্য্য কেবা ?

কে সে দর্পিত—কে সে নাস্তিক—

শূদ্রে বলে রে করিতে সেবা ?

গঙ্গার ধারা যে পদে উপজে

তাহে উপজিল শূদ্র জাতি,

পাবনী গঙ্গা,—শূদ্র পাবন

পরশ তাহার পুণ্য-সাথী ।

শূদ্র শোধন করিছে ভুবন

তাই তার ঠাই শ্রীপদমূলে,

আপনারে মানী মানিয়া সে কভু

শিয়রে হরির বসে না ভুলে ।

গুহ-সত্ত্ব পাবকের মত

জগতের গ্লানি শূদ্র দহে ;

মহামানবের গতি সে মূর্খ,

শূদ্র কখনো ক্ষুদ্র নহে ।

মেথর

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি ?

শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে ;

তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,

নহিলে শাস্ত্রব বুঝি ফিরে যেত বনে ।

শিশুজ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
যুচাইছ রাত্রি দিন সর্ব্ব ক্রেদ ঘানি !
স্বপ্নার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে ;—
হে বন্ধু ! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী ।

নির্কিঁচারে আবর্জনা বহু অহনিশ,
নির্কিঁকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল !
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীয়ে নির্কিঁম ;
আর তুমি ? তুমি তারে করেছ নির্ম্মল ।

এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কৰ্ম্ম করি' লাঞ্ছনা সহিতে ।

সাগর তর্পণ

বীরসিংহের সিংহশিশু ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
উদ্বেলিত দয়ার সাগর,—বীৰ্য্যে স্নগস্তীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্লনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিস্বাসীর হয়েছে প্রত্যয় ।

নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্বে এলে, দয়ার অবতারণ !
কোথাও তবু নোয়াওনি শির জীবনে একবার !
দয়ার স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্য মূর্তি তেজের ক্ষুণ্ণ চিত্ত-চমৎকার !

নাম্লে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ,
করলে পূরণ অনাথ আতুর অকিঞ্চনের সাধ ;
অভাজনে অন্ন দিয়ে—বিদ্যা দিয়ে আর—
অদৃষ্টের ব্যর্থ তুমি করলে বারম্বার ।

বিশ বছরে তোমার অভাব পূরল নাকো, হয়,
বিশ বছরের পুরাণো শোক নূতন আজো প্রায় ;
তাই ত আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর !

কীর্তিঘন মূর্তি তোমার জাগে প্রাণের পর ।

অরণ-চিহ্ন রাখতে পারি শক্তি তেমন নাই,

প্রাণ প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মূরং নাহি চাই ;

মানুষ খুঁজি তোমার মত,—একটি তেমন লোক,—

অরণ-চিহ্ন মূর্তি!—যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক ।

রিক্ত হাতে করবে যে জন যন্ত বিশ্বজিৎ,—

রাত্রে স্বপন চিন্তা দিনে দেশের দেশের হিত,—

বিঘ্ন বাধা তুচ্ছ ক'রে লক্ষ্য রেখে স্থির

তোমার মতন ধন্য হ'বে,—চাই সে এমন বীর ।

তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজব তবে, হয়,

ধূলায় ধূসর বাঁকা চটি ছিল যা' ওই পায় ;

সেই যে চটি উচ্ছে বাহা উঠত এক একবার

শিক্ষা দিতে অহঙ্কতে শিষ্ট ব্যবহার ।

সেই যে চটি—দেশী চটি—বুটের বাড়া ধন,

খুঁজব তারে, আনব তারে, এই আমাদের পণ ;

সোনার পিঁড়ের রাখব তারে, থাকব প্রতীক্ষায়

আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দি গায় ।

রাখব তারে স্বদেশ প্রীতির নূতন ভিতের 'পর,

নজর কারো লাগবে নাকো, অটুট হ'বে ঘর !

উঁচিয়ে মোরা রাখব তারে উচ্ছে সম্যকার,—

বিশ্বাসাগর বিমুখ হ'ত—অমর্যাদায় যার ।

শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয়-বিদারণ,

তর্ক বাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন ;

বিচার বাদের যুক্তিবিহীন অন্ধরে নির্ভর,—

মাগরের এই চটি তারা দেখুক নিরন্তর ।—

দেখুক, এবং অরণ করুক সব্যাসাচীর রণ,—

অরণ করুক বিধবাদের ছুঃখ-মোচন পণ ;

অরণ করুক পাণ্ডারূপী গুণাদিগের হার,

“বাপ্ মা বিনা দেবতা সাগর মানেই নাকো আর !”

অদ্বিতীয় বিজ্ঞাসাগর ! মৃত্যু-বিজয় নাগ,

ঐ নামে হার লোভ করেছে অনেক ব্যর্থকাম ;

নামের সঙ্গে যুক্ত আছে জীবন-ব্যাপী কাজ,

কাজ দেবে না ? নামটি নেবে ?—একি বিষম লাজ !

বাংলা দেশের দেশী নান্নব ! বিজ্ঞাসাগর ! বীর !

বীরসিংহের সিংহশিশু ! বীৰ্য্যে স্মৃগস্তীর !

সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্লনা সে নয়,

চক্ষে দেখে অবিস্বাসীর হয়েছে প্রত্যয় ।

ছেলের দল

হল্লা ক’রে ছুটির পরে ওই বে যারা যাচ্ছে পথে,—

হাঙ্কা হাসি হাসছে কেবল,—ভাসছে যেন আল্গা স্রোতে,—

কেউ বা শিষ্ট, কেউ বা চপল, কেউ বা উগ্র, কেউ বা মিঠে ;

ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ভাব্‌না বা’ সে’ ওদের পিঠে ।

ওই আমাদের চোখের মণি, ওই আমাদের বুকের বল,—

ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল,—

ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল,—

আদর্শে যে সত্য মানে—সে ওই মোদের ছেলের দল ।

ওরাই ভাল বাসতে জানে

দরদ দিয়ে সরল প্রাণে,

প্রাণের হাসি হাসতে জানে, খুলতে জানে মনের কল,—

ওই যে ছষ্ট, ওই যে চপল,—ওই আমাদের ছেলের দল

ওরাই রাখে আলিয়ে শিখা বিশ্ব-বিদ্যা-শিক্ষালয়ে,
 অন্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হ'য়ে ;
 পুরাতনে শ্রদ্ধা রাখে নূতনেরও আদর জানে
 ওই আমাদের ছেলেরা সব,—নেইক দ্বিধা ওদের প্রাণে ;
 ওই আমাদের ছেলেরা সব—ঝুঁচিয়ে অগৌরবের রব
 দেশ দেশান্তে ছুটছে আজি আন্তে দেশে জ্ঞান-বিভব ;
 মার্কিনে আর জর্মানিতে পাচ্ছে তারা তপের ফল,
 হিবাচীতে আগুন জ্বলে শিখছে ওরা কক্সাকল ;

হোমের শিখা ওরাই জ্বালে,

জ্ঞানের ঢাকা ওদের ভালে,

সকল দেশে সকল কালে উৎসাহ-তেজ অচঞ্চল,
 ওই আমাদের আশার প্রদীপ, ওই আমাদের ছেলের দল ।

মানুষ হ'য়ে ওরা সবাই অমানুষী শক্তি ধরে,
 যুগের আগে এগিয়ে চলে, হস্তমুখে গর্বভরে ;
 প্রয়োজনের ওজন-নত আয়োজন সে কর্তে পারে,
 ভগবানের আশীর্বাদে বইতে পারে সকল ভারে ।
 ওই আমাদের ছেলেরা সব,—কটি ওদের অনেক হয়,—
 মাঝে মাঝে ভুল ঘটে ঢের,—কারণ ওরা দেবতা নয় ;
 মাঝে মাঝে দাঁড়ায় বেঁকে নিন্দা শুনে অনর্গল,
 প্রশংসাতেও হয় গো কাবু,—মনের মতন দেয় না ফল ;

তবু ওরাই আশার খনি,—

সবার আগে ওদের গণি,

পদ্মকোষের বজ্রমণি ওরাই ক্রব স্তম্ভল ;
 আলাদিনের মায়ায় প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল ।

আমরা

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
 আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে ;—
 বাম হাতে বার কমলার কুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
 ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
 কোল-ভরা বার কনক ধাতু, বুকভরা বার মেহ,
 চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতার ভূষিত দেহ,
 সাগর বাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে,—
 আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে ।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
 আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি ।
 আমাদের সেনা যুদ্ধ ক'রেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
 দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে ।
 আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লড়া করিয়া জয়
 সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয় ।
 এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
 চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হ'য়েছে দিল্লীনাথে ।

জ্ঞানের নিধান আদি বিদ্বান্ কপিল সাজ্য্যকার
 এই বাঙলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার ।
 বাঙালী অতীশ লজ্জিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
 জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর ।
 কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'
 বাঙালীর ছেলে ফিরে 'এল দেশে বশের মুকুট পরি' ।
 বাঙলার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
 করেছে সুরভি সঙ্কতের কাঞ্চন-কোকনদে ।

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরের' ভিত্তি,
 শ্রাম-কান্ডোজে 'ওঙ্কার-ধাম',—মোদেরি প্রাচীন কীর্তি ।
 ধেরানের ধনে মূর্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
 বিটপাল আর ধীমান,—ষাদের নাম অবিনশ্বর ।
 আমাদেরি কোন স্থপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকার
 আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজস্রায় ।
 কীর্তনে আর বাউলের গানে আগরা দিয়েছি খুলি'
 মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল বতগুলি ।

মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,
 বাচিয়া গিয়েছি বিধির আশিষে অমৃতের টীকা পরি' ।
 দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
 আমাদেরি এই কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি ;
 ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
 বাঙালীর হিরা অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া ।
 বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,—
 বাঙালীর ভেলে ব্যাত্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয় ।

তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
 আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া ।
 বিষম ধাতুর মিলন ঘটায় বাঙালী দিয়াছে বিয়া,
 মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া ।
 বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
 বিফল নহে এ বাঙালী জনম বিফল নহে এ প্রাণ ।
 ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে,
 বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্ব্বাদে ।

বেতালের মুখে প্রশ্ন যে ছিল আমরা নিয়েছি কেড়ে,
 জবাব দিয়েছি জগতের আগে ভাবনা ও ভয় ছেড়ে ;

বাঁচিয়া গিয়েছি সত্যের লাগি' সর্ব করিয়া পণ,
 সত্যে প্রণমি' থেমেছে মনের অকারণ স্পন্দন ।
 সাধনা ফলেছে, প্রাণ পাওয়া গেছে জগৎ-প্রাণের হাতে,
 নাগরের হাওয়া নিয়ে নিশ্বাসে গম্ভীর নিশি কাটে ;
 শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী,
 তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটি ।

মণি অতুলন ছিল যে গোপন স্বজনের শতদলে,—
 ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদের করতলে ;
 অতীতে বাহার হ'য়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
 বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালীর গোরবে ।
 প্রতিভায় তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশী,
 লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দেবাদ্বেষী ;
 মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে—
 মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে ।

গান

মধুর চেয়েও আছে মধুর—

সে এই আমার দেশের মাটি,

আমার দেশের পথের ধূলা

খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি !

চন্দনেরি গন্ধ ভরা,—

শীতল-করা,—ক্লান্তি-হরা,—

যেখানে তার অঙ্গ রাখি

সেখান্টিতেই শীতল-পাটি !

শিয়রে তার স্বর্ঘ্য এসে
 সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে,
 নিদ্রমহলে জ্যোৎস্না নিতি
 বুলায় পায়ে রূপার কাঠি !
 নাগের বাঘের পাহারাতে
 হচ্ছে বদল দিনে রাতে,
 পাহাড় তারে আড়াল করে,
 সাগর সে তার ধোয়ার পা'টি ।
 মউল ফুলের মাল্য মাথায়,
 লীলার কমল গন্ধে নাতায়,
 পায়জোরে তার লবঙ্গ-ফুল
 অঙ্গে বকুল আর দোপাটি ।
 নারিকেলের গোপন কোষে
 অন্নপানী' জোগায় গো সে,
 কোলভরা তার কনক ধানে
 আটুটি শীষে বাধা আটি ।
 সে যে গো নীল-পদ্ম-আঁধি,
 সেই তো রে নীলকণ্ঠ পাখী,—
 মুক্তি-সুখের বার্তা আনে
 ঘুচায় প্রাণের কান্নাকাটি ।

সুদূরের যাত্রী

আজ আমি তোমাদের জগৎ হইতে
 চ'লে বাই, ভাই,
 জনেকের চেনা মুখ কাল যদি খোঁজ
 দেখিবে সে নাই ।

তোমরা খুঁজিবে কিনা জানি না ; সকলে
 চাহিয়াছি আমি ;
 খেলায় দি়েছি যোগ, আমি তোমাদের
 ছিন্থ অনুগামী ।
 তোমাদের মাঝে এসে অনেক ঘটেছে
 কলহ বিবাদ,
 আজ ক্ষমা চাহিতেছি, ক্ষমা কর ভাই
 মোর অপরাধ ।
 আমার একান্ত ইচ্ছা ভাল মন্দ সবে
 তুষ্ট রাখিবার,
 সে চেষ্টা বিফল হ'রে গেছে বহু বার
 অদৃষ্টে আমার ।
 আমি যদি কারো প্রাণে ব্যথা দি়ে থাকি,
 আজ ক্ষমা চাই ;
 স্বেচ্ছায় বেদনা মোরে দাও নাই কেহ,—
 আমি জানি, ভাই !
 তোমাদের কাছে বাহা পেরেছি সে মোর
 চির জনমের,
 উঠাতে চাহিলে আর উঠিবে না কভু
 চিহ্ন মরমের ।
 খেলাধূলা কতমত অশ্রুভরা স্মৃতি
 সারা জীবনের,
 মেলানেশা, ভালবাসা, কোলাহল, গীতি,
 আনন্দ মনের,—
 যেমন রয়েছে আঁকা মরমে আমার
 রবে সে তেমনি,
 যা কিছু প্রাণের মাঝে করেছি সঞ্চিত
 অমূল্য সে গণি ।

মনে থাকে মনে কোরো, আমি তোমাদের
 ভুলিব না, হায় !
 তোমাদের সঙ্গ-হারা সঙ্গী তোমাদেরি
 বিদায় ! বিদায় !

✓ নমস্কার

অনাদি অসীম অতল অপার
 আলোকে বসতি যার,—
 প্রলয়ের শেষে নিখিল-নিলয়
 সৃজিল যে বারবার,—
 অহঙ্কারের তন্ত্রী পীড়িয়া
 বাজায় যে ওঙ্কার,—
 অশেষ ছন্দ যার আনন্দ
 তাহারে নমস্কার ।

শ্রী-রূপে কমলা ছায়া সম যার
 আদরে ও অনাদরে,—
 মালা দিল বারে সরস্বতী সে
 আপনি স্বয়ম্বরে,—
 কৌস্তভ আর বন-কুল-হার
 সমতুল প্রেমে যার,—
 যার বরে তনু পেয়েছে অতনু
 তাহারে নমস্কার ।

ভাবের গঙ্গা শিরে বে ধরেছে
 ভাবনার জটাতার,—

চির-নবীনতা শিশু-শশী-রূপে
 অঙ্কিত ভালে যার,—
 জগতের গ্লানি-নিন্দা-গরল
 বাহার কর্ণহার,—
 সেই গৃহবাসী উদাসী জনের
 চরণে নমস্কার ।

সৃজন-ধারার সোনার কমল
 ধরেছে যে জন বুকে,—
 শমীতরু সন রুদ্ধ অনল
 বহিছে শান্তমুখে,—
 অনুখন যেই করিছে মথন
 অতীতের পারাবার,—
 অনাগত কোন্ অমৃতের লাগি,—
 তাহারে নমস্কার ।

আমন্ত্রণী

ফুলের ফসল লুটিয়ে যার,
 অগ্নিরীরা আয় গো আয় ;
 মৌমাছিরে বাহন ক'রে
 হাওয়ার আগে ছুটিয়ে আয় !
 পাতার আগায় শিশির-জলে
 হেথায় কত মুক্তা ফলে,
 লুতার সূতায় ছলিয়ে দোলা
 বুলন খেলা খেল্‌বি আয় !

বাসন্তিকা তন্ত্রাভরে
 লুটায় বাসর-শয্যা 'পরে,
 জ্যোৎস্না এসে মধুর হেসে
 মুখখানি তার চুমায় ছায় !
 ফুলের তুরী ফুলের ভেরী
 বাজিয়ে দে, আর কিসের দেবী,
 • ভরে দে এই মিহিন্ হাওয়া
 মোহন সুরের সুষমায় !
 বুমকো ফুলের ছত্রতলে
 জোনাক-পোকাক চুম্বকি জলে,
 সেখায় গোপন রাজ্য পেতে,
 স্বপ্ন-শানন মেলবি আয় !
 অঞ্চলে আর অঞ্জলিতে,
 মঞ্জরী নিস্ মন ছলিতে,
 ফুলের পরাগ কুঁড়ির সোহাগ
 নিস্‌রে যত পরাণ চায় ;
 আকাশ ভ'রে বাতাস ভ'রে
 গন্ধ রাখিস্ স্তরে স্তরে,
 অনল কোমল নিছনি তার
 রাখিস্ নিখর চাঁদের ভায় !
 ক্রান্ত নয়ন পড়লে তুলে,
 ঘুমাস্ কোমল শিরীষ ফুলে,
 শুক তারাটি ডুবলে, না হয়,
 ফিরবি ভোরের আব'ছায়ার !

আফিমের ফুল

আমি বিপদের রক্ত নিশান
আমি বিষ-বুদবুদ,
আমি মাতালের রক্ত চক্ষু,
ধ্বংসের আমি দূত ।
আমার পিছনে মৃত্যু-জড়িমা
আফিমের মত কালো
বিধির বিধানে যেথা সেথা তবু
মুখে থাকি, থাকি ভালো !
কমল গোলাপ যতনের ধন
অঙ্গে নরিয়া যায়,
আমি টিকে থাকি মেলি' রাঙা আখি
হেলায় কি শ্রদ্ধায় ।
গোথুরা সাপের মাথায় যে আছে
সে এই আফিম ফুল,
পদ্ম বলিয়া অজ্ঞ জনেরা
ক'রে থাকে তারে ভুল !
না ডাকিতে আমি নিজে দেখা দিই
রাঙা উকীষ প'রে,
বিস্মৃতি-কালো আতর আমার
বিকায় সে ভরি দরে !
গোলাপ কিসের গৌরব করে ?
আমার কাছে সে ফিকে ;
আমি যে রসের করেছি আধান
জীবন তাহে না টিকে !

তোড়া

দুধের মত, মধুর মত, মদের মত কূলে

বেঁধেছিলাম তোড়া,

বৃন্তগুলি জরির স্থতার মোড়া !

পরশ কারো লাগলে পরে পাপড়ি পড়ে খুলে,—

তবুও আগা গোড়া ;

চৌকী দিতে পারলে না চোখ জোড়া ;

দুধের বরণ, মধুর বরণ, মদের বরণ কূলে

বেঁধেছিলাম তোড়া !

মধুর মত, দুধের মত, মদের মত সুরে

গেয়েছিলাম গান,

প্রাণের গভীর ছন্দে বেপমান !

হাক্কা হাসির লাগলে হাওয়া বার সে'ভেঙ্গে চুরে,

তবুও কেন প্রাণ

ছড়িয়ে দিলে গোপন মধুতান !

মধুর মত, মদের মত, দুধের মত সুরে

গেয়েছিলাম গান ।

মধুর মত মদের মত অধীর-করা রূপ

বেসেছিলাম ভালো,

অরুণ অধর, ভ্রমর আঁখি কালো !

নিশাসথানি পড়লে জোরে হ'তাম গো নিশ্চূপ,—

সে প্রেমও ফুরাল !

নিবে গেল নিমেষহারী আলো !

মধুর মত, মদের মত, অধীর-করা রূপ

বেসেছিলাম ভালো ।

চম্পা

আমারে কুটিতে হ'ল বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে,
বিষয় যখন বিশ্ব নিশ্চয় গ্রীষ্মের পদানত ;
রুদ্ধ তপস্কার্যবনে আধ ত্রাসে আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হ'ল—সাহসিকা অপ্সরার মত ।

বনানী শোষণ-ক্লিষ্ট মন্দিরি' উঠিল একবার,
বারেক বিমর্ষ কুঞ্জে শোনা গেল ক্লান্ত কুহস্বর ;
জন্ম-বননিকা-প্রান্তে নেলি' নব নেত্র সুকুমার
দেখিলাম জলস্থল,—শূন্য, শুষ্ক, বিহ্বল, জর্জর ।

তবু এল বাহিরিয়া,—বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান,—
চম্পা আমি,—থর তাপে আমি কভু ধরিব না মরি' ;
উগ্র মত্ত সম রৌদ্র,—বার তেজে বিশ্ব মুহমান,—
বিধাতার অশীর্বাদে আমি তা সহজে পান করি ।

ধীরে এল বাহিরিয়া, উবার আতপ্ত কর ধরি' ;
মুছে' দেহ, মোহে মন,—মুহমূহ করি অনুভব !
সূর্য্যের বিভূতি তবু লাবণ্যে দিতেছে তনু ভরি' ;
দিনদেবে নমস্কার ! আমি চম্পা ! সূর্য্যেরি সৌরভ ।

কিশোরী

তার জলতুড়িটির স্বপন দেখে
অলস হাওয়ায় দীঘির জল,
তার অন্তা-পর্য্যাপ্তের লোভে
কুণ্ডলীয়া করায় দল !

করমচা-ডাল আঁচল ধরে,
 ভোমরা তারে পাগল করে,
 নাছ-রাঙা চায় শীকার ভুলে,
 কুহরে পিক অনর্গল ;
 তার গঙ্গাজলী ডুরের ডোরা
 বুকে আঁকে দীঘির জল ।
 তারে আস্তে দেখে ঘাটের পথে
 শিউলি ঝরে নাথে নাথে,
 জুঁয়ের বুকে নিবিড় সুখে
 প্রজাপতি কাঁপ্তে থাকে !
 জলের কোলে ঝোপের তলে
 কাঁচপোকা রং আলোক জলে,
 লুক ক'রে মুগ্ধ ক'রে
 বৌ-কথা-কও কেবল ডাকে ;
 আর হালকা-বৌটা ফুলের বুকে
 প্রজাপতি কাঁপ্তে থাকে ।
 তার সীঁথায় রাঙা সিঁদূর দেখে
 রাঙা হ'ল রঙন ফুল,
 তার সিঁদূর টিপে খয়ের টিপে
 কুঁচের শাখে জাগ'ল ভুল !
 নীলাশ্বরীর বাহার দেখে
 রঙের ভিড়ান লাগ'ল মেঘে,
 কানে জোড়া ছল দেখে তার
 ঝুমকো-জবা দোলায় ছল ;
 তার সফ সীঁথার সিঁদূর মেখে
 রাঙা হ'ল রঙন ফুল !

দে বে ঘাটে ঘট ভাসায় নিতি
 অঙ্গ ধুয়ে সাঁঝের আগে,
 সেথা পূর্ণিমা চাঁদ ডুব দিয়ে নায়,
 চাঁদ-মালা তার ভাসতে থাকে !
 জলের তলে খবর পেরে
 বেরিয়ে আসে মৃণাল মেয়ে

কল্মী-লতা বাড়ায় বাহ
 বাহুর পাশে বাঁধতে তাকে ;
 তার রূপের স্থতি জড়িয়ে বুকে
 চাঁদের আলো ভাসতে থাকে !

দে ধূপের ধোঁয়ায় চুলটি শুকায়,
 বিনি হুতার হার সে গড়ে
 দোলন চাপার নবীর গারে
 আলোর সোহাগ গড়িয়ে পড়ে !
 কানড়া ছাঁদ খোঁপা বাঁধে,
 পিঠ-কাঁপা তার লুটায় কাঁধে,

তার কাজল দিতে চক্ষে আজো
 চোখের পাতায় শিশির নড়ে ;
 সে বেগীতে দেয় বকুল মালা
 বিনি হুতার হার সে গড়ে ।

সে নামালে চোখ আকাশ ভরা
 দিনের আলো ঝিমিয়ে আসে,
 সে কাঁদলে পরে মুক্তা বারে
 হাসলে পরে মাণিক হাসে !

 কেরল কাঠের নৌকাখানি
 জানে নাকো তুফান পানি,—

কুল্কুলিয়ে ঢেউগুলি যায়
 নুইয়ে মাথা আশে পাশে ;
 যদি সোঁউতি 'পরে চরণ পড়ে
 হয় সে সোনা অনারাসে !

ওই সওদাগরের বোঝাই ডিঙা
 ফিঙার মত চলত উড়ে,
 তার পরশ-লোভে আজকে সে হয়,
 দাঁড়িয়ে আছে ঘাটটি জুড়ে !
 অরাজকের পাগ্লা হাতী
 পথে পথে ফিরছে মাতি' ;—

তারে দেখতে পেনেই করবে রাণী
 শুঁড়ে তুলে তুলবে মুড়ে !
 ওগো তারি লাগি বাজছে বাঁশী
 পরান ব্যেপে ভুবন জুড়ে !

ফুল-দোল

জগতের বৃকে লহরিয়া যায়
 হরষের হিল্লোল !
 ফুলে ফুলে দোলে পুলক-পুতলি
 ফলে ফলে ফুল-দোল !

উৎসারি' ওঠে অশেষ ধারায়
 অভিনব চন্দন ;—
 রেণুতে—রসের বাষ্প-অণুতে
 পুলকের ক্রন্দন !

সত্ত মধুতে সৌরভ ওঠে,
 বায়ু বহে উতরোল !

হলে হলে ওঠে পরাণ-পুতলি,
ফুলে ফুলে ফুল-দোল !

চাঁপার বরণ তপনের আলো,
চামেলি চাঁদের হাসি,
ফুলে ফুলে আঁধি ভরিয়া ওঠে রে,—
অশ্রু-সায়রে ভাসি !

কঠিন নাটিতে লহরিয়া বায়
হরষের হিল্লোল !
হৃদয়-দোলায় পরাণ-পুতলি,
ফুলে ফুলে ফুল-দোল !

ফুলে ফুলে সুধা-গন্ধ জাগিল !
জাগিল কী এক ভাব !
হৃদয়ের কোষে হ'ল আজি কোন্
রসের আবির্ভাব !

নয়নে নয়নে নয়ন-পুতলি
আলোকে রে দেয় কোল !
পরাণ-পুতলি পরাণে পরাণে
ফুলে ফুলে ফুল-দোল !

পারিজাত

এ পারে সে ফুটল না রে ফুটল না—
ও পারে যে গন্ধে করে মাত ;—
ও পারে যার রূপ কখনো টুটল না,—
নামটি—ও যার নামটি পারিজাত !

এ পারে তার গন্ধ আসে উচ্ছ্বসি,—
 মুগ্ধ হিয়ায় হাওয়ার মেলি হাত ;
 ও পারে তার মালা রচে উর্জী,—
 স্বপন-মাথা মৌন আঁখিপাত !

স্বর্গ-ভুবন মগ্ন গো তার স্মরণে,
 দুটেছে সে মন্দারেরি সাথ ;
 ইন্দ্র তারে বক্ষে ধরে আনন্দে,
 অনিন্দ্য সে পারে পারিজাত !

এ পারে তার হরণ ক'রে আনবে কে ?—
 মৃত্যু-সাগর করবে পারাপার ?
 তাহার লাগি' বজ্রে কুসুম মানবে কে ?—
 স্বর্গে হানা দিবে বারম্বার ?

ঐরাবতের মাথায় অসি হানবে কে ?—
 প্রিয়ায় দিতে পারিজাতের হার ?
 পারে পারিজাতের মরম জানবে কে ?
 কে বুচাবে প্রাণের হাহাকার ?

এ পারে কি কল্পনাতেই থাকবে সে !—
 নাগাল তারে পাবে না এই হাত ?
 সোনার স্বপন—মরণ শেষে ঢাকবে সে,—
 চির সাধের পারে পারিজাত !

বিদ্যাপর্ণা

অশ্রুর মৌক্তিক !

হাস্তের ক্ষুণ্ণি !

বহরের লীলা ঠিক

লাস্তের মূর্তি !

বিজুলীর আমি জ্যোতি

অতি চঞ্চল মতি

গতি বিনা আনগতি

নাই আনু মুক্তি ।

নন্দনে তাই, হার,

না পাই আনন্দ ;

পারিজাতে টুটে যায়

মোহ-মোহ গন্ধ !

কে কোথায় গায় গান,—

বিহ্বল মন প্রাণ ;

মর্ত্য-ফুলের ভ্রাণ

মোর মোহ-বন্ধ !

মর্ত্য-ফুলের বাস ;—

মৃত্যুর ছন্দ,—

আকাশে ফেলিয়া শ্বাস

রচে চারু ছন্দ !

কোথা ধরণীর তলে

কি নব সৃজন চলে,

ঘন মন্বন-বলে

ওঠে ভাল মন্দ !

কাহার হৃদয়ে হেরি
 সাগরের মত,
 অনাদি গরল ঘেরি'
 অমৃত অনন্ত !
 মোরা সাগরের মেয়ে
 মন্থন-দিন চেয়ে
 প্রাণের সাগরে নেয়ে
 হই প্রাণবন্ত ।

কে গো তুমি গাও গান
 হে কিশোর চিত্ত !
 তোমারে করিব দান
 চুষন-বিভ ।

গান্ধারে ধর সুর,—
 ধর সুর স্মধুর,
 গাও, গীত-সুখাতুর
 আমি করি নৃত্য ।

কল্লতরুর ফুল
 পড়িল কি খসিয়া,
 কী গুলকে সমাকুল
 ধ্যান-রস-রসিয়া !
 কিসের আভাস থানি
 সে কোন্ স্বপন-বাণী ?
 চেয়ে দেখ, পরী-বাণী
 ফিরে নিশ্চয়িয়া ।

আনি পরী অঙ্গরী

বিছাৎপর্ণা,—

নন্দার কেশে পরি

পারিজাত-কর্ণা ;

নেমে এলু ধরণীতে

ধূলিময় সরণীতে

কণিকের ফুল নিতে

কাঞ্চন-বর্ণা ।

মোরা খুসী নই শুধু

দেবতার অঙ্গে,

কোনো মতে রই, বধু,

স্বর্গের বর্গে ।

চির-চঞ্চল মন

ছল খোঁজে অগণন,

তাল কাটে অকারণ

থেয়ালের খড়্গে ।

জাগে নূতনের ক্ষুধা,

তাই চেয়ে বজ্রে

নেমে এলু পীত-সুধা

চকোরের চক্রে ;

এক ঠাই নাই সুখ

মন তাই উৎসুক,

নাচে হয় ভুলচুক

শাপ দেয় শক্রে ।

নাই তবু নব-শুক
 নবের দ্রষ্টা,—
 নব-ধাতা কৌশিক
 নব-লোক স্রষ্টা ;
 নাই রাজা পুরুষা,—
 তবু ধরা মনোলোভা ;—
 বেচে তাজি স্থয় সভা,—
 শাপে হই দ্রষ্টা ।

তবু যে যুবন হিয়া
 দুর্লভ-লুক
 আছে আজো শ্রামলিরা
 ধরা ধূলি-সুক ;
 নব নব প্রেরণায়
 দিশি দিশি তারা ধায়
 প্রাণ দিয়ে প্রাণ পায়
 দেখি চেয়ে মুগ্ধ !

শাপে মোরা মানি বর
 কৌতুক-চিহ্নে
 নেমে আসি ধরা পর
 সাধনার তীর্থে
 অপক্লপ এ ধরণী
 কামনা সোনার থনি
 চিরদিন এ যে ধনী
 নব-আশা বিত্তে ।

বাঁপ দিয়ে অজানায়
 তোলে মণি মর্ত্য,
 সঁপি' মন অচেনায়
 প্রেম পরিবর্ত !
 চির-উৎসুকী তাই
 মালুঘের মুখ চাই
 গোপনের তল পাই
 স্বপনের অর্থ ।

স্বপনে স্বপন বাধি
 অঙ্গুলি-পর্শে,
 আলো-ছায়ে হাসি কাঁদি
 নিব্বার-বর্ষে !
 মোরা পরী অপ্সরী
 ক্ষিতি অপ্ তেজ ভরি
 সঞ্চরি যাই সরি
 নব নব হর্ষে ।

পরশ বুলায়ে বাই
 শিশুরে যুগন্তে
 দেয়ালায় হাসে তাই
 হৃদে-ধোয়া দন্তে ।
 তরুণ আখির ভায়
 উঁকি দিই ইশারায়,
 এ হাসির বিভা ছায়
 কীর্তির পথে ।

ভাবুকের ভালে রাখি
 পরশ অদৃশ,
 মেলে সে নূতন আঁখি
 হেরে নব বিশ্ব !
 ননের মানস-রসে
 নব ভব নিশ্বসে
 নব আলো পড়ে খসে
 নরণ-অধুষ্য ।

ভাব—ভাব-কদমের
 ফুল দিনে রাত্রে
 ফুটে ওঠে জগতের
 রসঘন গাত্রে,
 নধু তার অফুরান্
 সুধা হ'তে নহে আন্
 মোরা জানি সন্ধান
 ধরি হৃদি-পাত্রে ।

মোরা উঠি পল্লবি'
 বিদ্যাপদ্য-লতিকায় ;
 নীহারিকা ছায়াছবি,—
 মোরা নাচি ঘিরি' তায় ।
 মুকুতায় অবিরাম
 করি মোরা অভিরাম,
 জড়াই কুসুম দাম
 সাগরের অতিকায় ।

আমরা বীরের লাগি'
 স-রথ স-তুর্য্য,
 বণিকের আগে জাগি'
 মণি বৈদূর্য্য,
 তাপসের তপ টুটি,
 হাওয়ায় হাওয়ায় লুটি,
 কবির হৃদয়ে ফুটি
 আলাহীন সূর্য্য ।

স্বরগে মরতে নিতি
 করি মোরা যুক্ত
 দিই প্রীতি, গাই গীতি
 চির-নিমুক্ত ।
 কল্প-পাদপ আর
 কল্পনা-লতিকার
 দিই বিয়ে, রচি তার
 বিবাহের সূক্ত ।

হানি মোরা ফিক্ ফিক্
 তট-জলে রঙ্গে,—
 বিক্মিক্ চিক্মিক্
 ভঙ্গ তরঙ্গে,—
 ফুল-বনে পরশিরা,—
 ঘোবনে সরসিরা
 চুখনে হরষিরা
 অঙ্গে অনঙ্গে ।

কাল্পনে মরতের

বুকে রচি নন্দন,

বনে বনে হরিতের

ঢালি হরি-চন্দন ;

আকাশ-প্রদীপে চাহি

মোরা কত গান গাহি,

কবি-হৃদে অবগাহি

লভি শ্লোক-বন্ধন ।

শুরু শারদ রাতে

জোছনার সিদ্ধ,

মেঘের পদ্মপাতে

মোরা মণি-বিন্দু ।

মেঘের ওপিঠে শুয়ে

ধরণীরে দেখি হুয়ে,

আঁখি জন পড়ে ভুঁয়ে

ত্বাথে চেয়ে ইন্দু ।

ভালবাসি এ ধরারে

করি চুমা বৃষ্টি

মৃত্যুর অধিকারে

অমরতা সৃষ্টি ;

সুখের কাঁদন শিখি

মরমে লিখন লিখি ;—

রোদে-জলে বিকিমিকি

হেনে বাই দৃষ্টি ।

খেলি খেলা নিশি ভোর
 সারা নিশি বঞ্চি,
 চলে যাই হাসি-চোর
 আঁখি-লোর সঞ্চি';
 শুধু এই আনাগোনা
 মনে মনে জাল বোনা,
 গোপনের জানা শোনা
 তপনে প্রবঞ্চি' ।

পিয়ে যাই মস্তুরে
 নূতনের হর্ষ,
 দাঁপে যাই অন্তরে
 বিদ্যুৎ-স্পর্শ !
 দিয়ে যাই চুষন
 চলে যাই উন্মন ;
 জীবনের স্পন্দন—
 হয় বা বিমর্ষ !

নিশে যাই ধোঁয়া-ধার
 স্বর্ণার শীকরে,
 হেসে চাই অবিবার
 জোনাকীর নিকরে,
 খেলালের মত সে
 পান করি সত সে,
 চির-অনবদ্য সে
 হাসি-রাশি ঠিকরে ।

খেয়াল মোদের প্রভু,
 দেবতা অনঙ্গ,
 আমরা সহিনা তবু
 সত্যের ভঙ্গ ;
 আমরা ভাবের লতা,
 ভালবাসি ভাবুকতা ;
 নাহি সহি নগ্নতা,—
 নিলাজের সঙ্গ ।

চির-যুবা শূর বীর
 বিজয়ীর কুঞ্জে
 স্রষ্টাদের মঞ্জীর
 মদালসে গুঞ্জে ;
 ভাবে যারা তন্ময়
 জানেনা মরণ ভয়
 তার লাগি' আনি হয়
 রণ-ধুম-পুঞ্জে ।

কুটে উঠি হাসি সম
 খড়্গের বলকে,
 মোরা করি মনোরম
 মৃত্যুরে পলকে ।
 উৎসবে দীপাবলী
 সনে মোরা নিবি জ্বলি,
 সুরা সম উচ্ছলি'
 চঞ্চল পুলকে ।

যুগে যুগে অভিনার
 করি লঘু পক্ষে,
 নাই লীলা দেবতার
 অনিমেষ চক্ষে ;
 আকাশের ছই তীর
 হ'তে নাহি দিই থির,
 টিঁকি নাকো পৃথিবীর
 সীমা-ধেরা বক্ষে ।

আকাশের ফুল মোরা,
 ছ্যতি মোরা ছ্যালোকে ;
 স্বপনের ভুল মোরা,
 ভুল-ভরা তুলোকে ।
 চরণে হাজার হিয়া
 কেঁদে মরে গুমরিয়া
 ধূলি হতে ফুল নিয়া
 মোরা পরি অলকে ।

গাও কবি ! গাও গান
 হে কিশোর-চিত্ত !
 কিশলয়ে কর দান
 চুস্মন-বিত্ত ।
 বাধ মোরে ছন্দে গো
 বাধ ভুজবন্ধে গো,
 তোমা' বিরি' ফিরি' ফিরি'
 হের করি নৃত্য ॥

সবুজ পরী

সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! সবুজ পাখা ছলিয়ে যাও,
এই ধরণীর ধূসর পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে দাও ।

তরুণ-করা সবুজ সুরে

সুর বাঁধ গো ফিরে ঘুরে,

পাগল আঁখির পরে তোমার বৃগল আঁখি ঢুলিয়ে চাও ।

বাসের শীষে সবুজ ক'রে শিশু দিয়েছ, সুন্দরী !

তাই উথলে হরিৎ মোহাগ কুঞ্জবনের বুক ভরি' !

ঘোবনে ঘোব রাজ্য

দেওয়া তোমার নিত্য কার্য,

পাঞ্জা তোমার শ্রামল পত্র নিশান তৃণ-মঞ্জরী ।

বাঁহকরের পান্না জলে তোমার হাতের আংটিতে,

হিয়ার হাসি কান্না জাগে সবুজ সুরের গানটিতে ।

কুঠাহারা তোমার হাসি,—

ভয় ভাবনা যায় যে ভাসি ;

বায় ভেসে বায় পাংগু মরণ পাতাল-মুখো গাংটিতে ।

এই ধরণীর অস্থি বুঝি সবুজ সুরের আস্থায়ী

ফিরে ঘুরে সবুজ সুরে তাই তো পরাণ লয় নাহি' ;

রবির আলোর গৈরিকেতে

সবুজ সুধা অধর পেতে

তাই তো পিয়ে তরুর তরুণ—তাই সে সবুজ সোমপায়ী ।

সবুজ হ'য়ে উঠল যারা কোথাও তাদের আওতা নেই,
চার দিকেতেই হাওয়ার খেলা আলোর মেলা চার দিকে

স্ব-তন্ত্র সে বছর মধ্যে

পান করে সে কিরণ নগ্নে ;

তরুণ বলেই ছায় সে ছায়া গহন ছায়া ছায় গো সেই ।

সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! তোমার হাতের হেম ঝারি
সঞ্চারিছে শিরায় শিরায় সবুজ সুরের সঞ্চারি !

সবুজ পাখীর বাবুই-ঝাঁকে—

দেখতে আমি পাই তোমাকে—

ছাতিম পাতার ছাতার তলে—আঁখির পাতা বিস্ফারি' ।

সব জে তোমার দোবজাখানি—আলো ছায়ার সঙ্গমে
জলে স্থলে বিশ্বতলে লুটায় বিভোল বিভ্রমে !

সবুজ শোভার সারে গামা

ছয় ধাতুতে না পায় থামা,—

শরতে সে ষড়্জে জাগে, বসন্তে সুর পঞ্চমে ।

সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! নিখিল জীবন তোমার বশ,
আলোর তুমি বুক-চেরা ধন অন্ধকারের রভস-রস ।

রাম ধনুকের রং নিঙাড়ি

রাঙাও ধরার মলিন শাড়ী ;

মরুভূমির সব্জী-বাড়ী নিত্য গাহে তোমার বশ ।

সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! নূতন সুরের উদ্গাতা,
গাঁথ তুমি জীবন-বীণায় বোবনেরি জয় গাথা,

ভরা দিনের তীব্র দাহে—

অরণ্যানী যে গান গাহে—

যে গানে হয় সবুজ বনে শ্রাগল মেঘের জাল পাতা !

পিয়ানোর গান

তুল্ তুল্ টুক্ টুক্

টুক্ টুক্ তুল্ তুল্

কোন্ ফুল তার তুল

তার তুল কোন্ ফুল ?

টুক্ টুক্ রঙ্গন

কিংসুক ফুল

নয় নয় নিশ্চয়

নয় তার তুল্য ।

টুক্ টুক্ পদ্ম

লক্ষ্মীর সঙ্গ

নয় তার ছই পা'র

আলতার মূল্য ।

টুক্ টুক্ টুক্ ঠোট

নয় শিউলীর বোট

টুক্ টুক্ তুল্ তুল্

নয় বস্রাই গুল ।

ঝিল্ মিলা্ ঝিক্ ঝিক্

ঝিক্ ঝিক্ ঝিল্ মিলা্

পুষ্পের মঞ্জীলা্

তার তন্ তার দিলা্ ।

তার তন্ তার মন

ফান্তন-ফুল-বন

কৈশোর-যৌবন

সন্ধির পত্তন ।

চোখ তার চঞ্চল ;—

এই চোখ উৎসুক

এই চোখ বিহ্বল

মুম্ব-মুম্ব স্তম্ব-স্তম্ব !

এই চোখ জল-জল

টল্ টল্ ঢল্ ঢল্

নাই তীর নাই তল,

এই চোখ ছল্ ছল্ !

জ্যোৎস্নায় নাই বাধ

এই চাঁদ উন্মাদ

এই মন উন্মান

তন্ময় এই চাঁদ ।

এই গায় কোন্ সুর

এই ধায় কোন্ দূর

কোন্ বায় ফুর ফুর

কোন্ স্বপ্নের পুর !

গান তার গুন্ গুন্

মঞ্জীর রণ্ রণ্,

বোল্ তার ফিস্ ফিস্

চুল তার মিশ্ মিশ্ ।

সেই মোর বুলবুল,—

তার পিঞ্জর,—

চঞ্চল চুলবুল্

পাখনায় নির্ভর ।

পাখ্‌নায় নাই ফাঁস
 মন তার নয় দাস,
 নীড় তার মোর বুক,—
 এই মোর এই স্থখ ।
 প্রেম তার বিশ্বাস
 প্রেম তার বিভ
 প্রেম তার নিধাস
 প্রেম তার নিত্য ।

তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
 টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
 তার তুল্ কার মুখ ?
 তার তুল্ কোন্ ফুল ?
 বিল্কুল্ তুল্ তুল্
 টুক্ টুক্ বিল্কুল্
 এল্-বসরাই গুল্ !
 দেল্-রোশনাই-ফুল !

তাজ

কবর যে খুসী বলে বলুক তোমার
আমি জানি তুমি মন্দির !
চির-নিরমল তব মূর্তির ভায়
মৃত্যু নোয়ায় নিজ শির !
প্রেমের দেউল তুমি মরণ-বেলায়,
শিরোমণি তুমি ধরণীর ।

তীর্থ তুমি গো তাজ নিখিল প্রেমীর,
মরমীর হিয়ার আরাম,
অশ্রু-সায়রে তুমি অমল-শরীর
কমল-কোরক অভিরাম !
তলু-সম্পূট তুমি চির-ঘরণীর,
মৃত্যু-বিজয় তব নাম !

যুমার তোমাতে প্রেম-পূর্ণিমা-চাঁদ,—
এমন উজ্জল তুমি তাই,
চাঁদের অগ্নিয়া পেয়ে এই আফ্লাদ
কোনো খানে কিছু মানি নাই ;
ওগো ধবলিয়া মেঘ ! আলোর প্রসাদ
ঝরে ঘিরি' তোমাতে সদাই !

যমুনা প্রেমের ধারা জানি ছুনিয়ায়,—
তীর তার ঘিরি চিরদিন
পিরীতির স্মৃতি যত জেগে আছে, হায়,
অতীত প্রেমের পদ-চিন্,
ব্রজে কিবা মথুরায় কিবা আগ্রায়
রাজা ও রাখাল প্রেমে লীন ।

প্রেম-যমুনার জল প্রেমে সে বিধুর
 কাজরী-কাফিতে উন্মাদ—
 গোকুলে সে পিয়াইল রসে পরিপূর
 পিরীতির মহয়া অগাধ ;
 শাজাহাঁ-তাজের প্রাণে সঁপিল মধুর
 দম্পতী প্রেমের সোঁরাদ !

জগতে দ্বিতীয় রুহু রাজা শাজাহান
 দেবতার মত প্রেম তার,
 দিয়ে দান আপনার অর্দ্ধেক প্রাণ
 মরণ সে ঘুচাল প্রিয়ার ।
 মরণের মাঝে পেল সুধা সন্ধান,
 মৃত প্রিয়া স্মরণে সাকার !

কী প্রেম তোমার ছিল—চির-নিরলস,
 কী মমতা হে মোগল-রাজ !
 পালিলে শোকের রোজা কত না বরষ
 ফল ভ'খি পরি' দীন সাজ !
 কৃচ্ছুর শেষে বিধি পূরাল মানস—
 উর্দাদ ইদের চাঁদ - তাজ ।

ভেবেছিলে শোকাহত হারিয়ে প্রিয়ায়
 ভেবেছিলে সব হ'ল ধূলী ;
 হে প্রেমী ! বেঁধেছে বিধি একটি তোড়ায়
 চামেলি ও আফিমের ফুল ;
 বারেছে আফিম-কুল মরণের ঝার,
 বাঁচে তবু চামেলি অতুল

টুটেছে রূপের বাসা, জেগে আছে প্রেম,
 বেঁচে আছে চামেলি অমল ;
 নরণে পুড়েছে খাদ, আছে শুধু হেম
 যাত্রীর চির-সম্বল,
 কামনা-আকুতি-হীন আছে প্রেম, ক্ষেম,
 অমলিন আছে আঁধি জল ।

রচিয়াছ রাজা-কবি ! কাহিনী প্রিয়ার,
 আঁখিজল-জমানো বরফ-
 সমতুল মর্ম্মর—কাগজ তুহার,
 ছনিয়ার মাণিক হরফ ;
 বিরহী গোঁথেছ একি মিলনের হার !
 কায়া ধরি' জাগে তব তপ !

ভালোবাসা ভেঙে যাওয়া সে যে হাহাকার,—
 তার চেয়ে ব্যথা নাই, হয় ;
 প্রেম টুটিবার আগে প্রেমের আধার
 টুটে যাওয়া ভালো বসুধায় ;
 নিরাধার প্রেমধারা ভরি সংসার
 উছলি পরশে অমরায় ।

সে প্রেম অমর করে ধরার ধূলায়,
 সে প্রেমের রূপ অপরূপ,
 সে প্রেম দেউল রচি' আকাশ-গুহায়
 জালে তার চির-পূজা-ধূপ ;
 সন্নাট ! সেই প্রেম প্রাণে তব ভায়
 মরলোকে অমৃত স-রূপ ।

সে প্রেমের ভাগ পেয়ে শিলামর্শ্বর
 মর্শ্বের ভাষা কয় আজ,
 কামিনী-পাপড়ি হেন হয় প্রস্তুত,
 হয় শিলা ফুলময় তাজ !
 চামেলি মালতি যুথীময় সুন্দর
 ছত্রে বিরাজে মনতাজ !

যে ছিল প্রেমসী, আজি দেবী সে তোমার
 তুমি তার গড়েছ দেউল,
 অঞ্জলি দেছ রাজা ! নগি-সম্ভার
 কাঞ্চন-রতনের ফুল ।
 ঢেকেছ মোতির জালে দেহ-বেদী তার
 অশ্রু-মুকুতা-সমতুল ।

সিংহলী নীলা রাজা আরবী প্রবাল
 তিব্বতী ফিরোজা পাথর,
 বৃন্দেলী হীরা রাশি, আরাকানী লাল,
 সুলেমানী নগি থরে থর,
 ইরানী গোমেদ, মরকত থাল থাল
 পোথ-রাজ, বুঁদি, গুলনর,

চার-কো পাহাড়-ভাঙা মসী-মর্শ্বর,
 চীনা তুঁতী, অমল স্ফটিক,
 যশলমীরের শোভা মিশ্র-বদর
 এনেছ ঢুঁড়িয়া সব দিক,
 মমুমৎস্বিস্ মগি ছুথিয়া পাথর
 দেউলে দেওরালী মগি-শিথ !

সাত-শো রাজার ধন মানস-নাণিক
 সাঁপেছ তা সবার উপর,
 তাই তো তাজের ভাতি আজি অনিমিত্ত,
 তাই তো সে চির সুন্দর ;
 তাই শিস্ দিয়ে ফেরে নন্দন-পিক
 গায় কানে গান ননোহর ।

তাই তব প্রেমসীর শুভ কামনায়
 ওঠে ববে প্রার্থনা-গান,
 মর্ম্মর গুহজ ভরি' ধ্বনি ধায়,—
 পরশে সে সপ্ত বিমান,
 লুফে লুফে ব্যোমচারী মুখে মুখে তায়
 দেবতায় সাঁপে সেই তান ।

সে ছিল বধু ও জারা, মাতা তনয়ের,
 তবু সে যে উর্ধ্বশী প্রায়
 চিরপ্রিয়া, চির-রাণী, নিধি হৃদয়ের,
 চির-প্রেম লুটে তার পায় ;
 চির-আরাধনা সে যে প্রেম-নিষ্ঠের
 চির-চাঁদ স্মৃতি-জ্যোৎস্নায় ।

বাদশাহী উবে গেছে, ডুবেছে বিলাস,
 ভালো বাসা জাগে শুধু আজ,
 জেগে আছে দম্পতি-প্রেম অবিনাশ,
 জেগে আছে দেহী প্রেম তাজ ;
 জগতের বুক ভরি উজলি' আকাশ
 প্রিয় স্মৃতি করিছে বিরাজ

উজল টুকরা তাজ চন্দ্রলোকের
 পড়েছে গো খসে ছুনিয়ায়,
 এ যে মহা-মৌক্তিক দিগ্‌বারণের
 মহাশোক-অঙ্কুশ-ঘায়
 এসেছে বাহিরি,—নিধি সৌন্দর্য্যের—
 প্রেমের কিরীটে শোভা পায় ।

মনো-বতনের সনে গণি-রতনের
 দিল বিয়া রাজা শাজাহান,
 পুণ্য-প্রতিমা পানে চাহিয়া তাজের
 কেটে গেল কত দিনমান,
 বিরহীর অবমান হ'ল বিরহের
 যেইক্ষিণে টুটিল পরাণ ।

সাধক পাইল ফিরে সাধনার ধন,
 প্রেমিক পাইল প্রেমিকায়,
 হৃদয় হৃদয় পেল, মন পেল মন,
 কবরে মিলিল কায়ে কায় ;
 ঘটাইল বারে বারে নিয়তি মিলন
 জীবনে,—মরণে পুনরায় ।

*

*

*

গোলাপ ফোটে না আর,—গোলাপের বাস
 হেথা তবু ঘোরে নিশিদিন,
 আকাশের কানধেছু ঢালে স্নিত হাস
 শীর্ণের ক্ষীরধারা ক্ষীণ ;
 মৌন হাওয়ায় পড়ে চাপা নিশ্বাস
 যমুনা সে শোনে তটনীন ।

মরণের কালি হেথা পায় না আমল,
 শ্মশান—ভীষণ তবু নয়,
 বিলাশ-ভূষণে তাজ নহে টল্‌টল
 রাজা হেথা প্রতাপী প্রণয় ;
 মৃত্যুর অধিকার করিয়া দখল
 জাগে প্রেম, জাগে প্রেমময় ।

আজিকে দুয়ারে নাই চাঁদির কবাট—
 মোতির কবর-পোষ আর,
 তলু-বেদী ঘিরি' নাই কাঞ্চন-ঠাট,
 বাগিচার নাহিক বাহার ;
 তবু এ অভভেদী জ্যোৎস্না জমাট
 রাজাসন প্রেম-দেবতার ।

মখমল-ঝলমল পড়ে না কানাৎ
 শাজাদীরা আসে না কেহই,
 করে না শ্রাদ্ধ-দিনে কেহ থররাৎ
 থিরনির তরুগুলি বই ;
 বাদশা ঘুমান্ হেথা বেগমের সাথ ;—
 অবাক ! চাহিয়া শুধু রই !

ঝরে গেছে মোগলের আফিমের ফুল—
 মণিময় ময়ূর-আসন,
 কবরে জেগেছে তার চামেলি-মুকুল
 মরণের না মানি শাসন ;
 অমল সে ফুলে চেয়ে যত বুলবুল
 জুড়িয়াছে পুলক-ভাষণ ।

জিত মরণের বুকে গাড়িয়া নিশান,
 জয়ী প্রেম তোলে হের শির,
 ধবল বিপুল বাহু মেলি চারিখান
 ঘোষে জয় মৌন গভীর,
 চির সুন্দর তাজ প্রেমে নিরমাণ
 শিরোমণি মরণ-ফণীর ।

কবর-ই-নূরজাহান

“বর মাজরেমা গরীবী হুঃ চেরাগে হুঃ গুলে !
 হুঃ পরে পরমানা হুজুদ হুঃ স্তাতারে বুলবুলে ॥

আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ-আলো নূরজাহান !
 সন্ধ্যা-রাতের অন্ধকার আজ জোনাক-পোকায় স্পন্দমান ।
 বাংলা থেকে দেখতে এলাম মরুভূমির গোলাপ ফুল,
 ইরান দেশের শকুন্তলা ! কই সে তোমার রূপ অতুল ?
 পাষণ-কবর-বোরকা খোলো দেখবো তোমায় সুন্দরী !
 দাঁড়াও শোভার বৈজয়ন্তী ভুবন-বিজয় রূপ ধরি ।
 জগৎ-জ্যোতা জাহান্নীরের জগৎ আজি অন্ধকার,
 জাগ তুমি জাহান্ন-নুরী আলোর ভর দিক আবার ;
 কর গো হতশ্রী ধরায় রূপের পূজা প্রবর্তন—
 কত যুগ আর চলবে অলীক পরীর রূপের শব-সাধন ?
 জাগাও তোমার রূপের শিখা, নরে মরুক পতঙ্গ ;
 রত্নির মুরতিতে জাগ, অঙ্গ লভুক অনঙ্গ ।
 রূপের গোলাপ রোজ ফোটে না বুলবুলে তা জানে গো,
 গোলাপ ঘিরে পরস্পরে তাই তারা ঠোট হানে গো ;—

তুচ্ছ রূপার তরে মানুষ করছে কত দ্রুতি,
রূপের তরে হানাহানি, তার চেয়ে কি বদ রীতি ?
খনির সোনা নিত্য মেলে হাট বাজারের দুই ধারে,
রূপের সোনা রোজ আসে না, বেচে না সে পোদারে ।

* * * *

রূপের আদর জান্ত সেলিম, রূপ-দেবতায় মান্ত সে ;
সোনার চেয়ে সোনা মুখের ঢের বেশী দাম জান্ত সে ;
বিপুল ভারত-ভূমির সোনা সঞ্চিত তার ভাণ্ডারে
তবুও কেন ভরল না মন ? হায় তুষিত চায় কারে ?
তোমার সোনা মুখটি স্মরি' পাগল-সমতুল্য সে,
রূপের ছটায় বলসেছে চোখ পুণ্য পাতক ভুল্ল সে,—
রক্ত-সাগর সাঁওরে এসে দখল পেল পদ্মটির
রূপের পাগল, রূপের মাতাল, রূপের কবি জাহাঙ্গীর ।—
টাকশালে সে হুকুম দিল তোমায় পেয়ে পূর্ণকাম
“টাকায় লেখ জাহাঙ্গীরের সঙ্কেতে নূরজাহাঁর নাম ।”
মোহরে নাম উঠল তোমার, লেখা হল তায় শ্লোকে,—
“সোনার হ'ল দাম শত গুণ নূরজাহানের নাম বোগে ।”

* * * *

মরুভূমির শুষ্ক বুকে জন্মেছিলে সুলতানা !
গরীব বাপের গরব-মণি সাপের ফণা আস্তানা ।
তোমায় ফেলে আসছিল সব, আস্তে ফেলে পারল কই ?
দৈত্য দশার নিশ্চিন্ত টুকল না ছু দণ্ড বই ।
জরী হ'ল মায়ের অশ্রু, টলে গেল বাপের মন,
ফেলে দিয়ে কুড়িয়ে নিল মেহের পুতুল বুকের ধন ।
মরুভূমির মেহেরবাণী ! তুমি মেহের-উন্নিসা !
তোমায় ঘিরে তপ্ত বায়ুর দহন চিরদিন-নিশা !

পথের প্রস্থন ! তোমার রূপে ছুনিয়তি আকৃষ্ট—
ফেলে-দেওয়া কুড়িরে-নেওয়া এই তো তোমার অদৃষ্ট !

* * *

দিনে দিনে উঠলে ফুটে পরীস্থানের জরীন্ গুল !
মলিন করে রূপ রাণীদের ফুটল তোমার রূপের ফুল ।
রূপে হ'লে অঙ্গুরী আর নৃত্যগীতে কিঙ্গুরী,
শ্লোক-রচনায় সরস্বতী ধী-শ্রীমতী সুন্দরী,
তীর ছোড়া আর ঘোড়ায় চড়ায় জুড়ি তোমার রইল না,
এমন পুরুষ ছিল না যে মুরত বুকে বইল না ।
রূপের গুণের খ্যাতি তোমার ছাইল ক্রমে সব দিশা,
নারীকুলের স্বর্ঘ্য তুমি, তুমি মেহের-উন্মিসা !
বাদশাজাদা দেখল তোমায়—দেখল প্রথম নওরোজে,
খুসী দিলের খুস্মরোজে তাঁর জীবন মরণ ছই যোঝে ।
খসল হঠাৎ বোমটা তোমার, সরম-রাঙা মুখখানি
এঁকে গেল যুবাব বুকে রূপ রাণী গো রূপ রাণী !
বাদশাজাদা চাইল তোমায়, বাদশা হ'লেন তায় বাদী ;
শের আফগানের বিবি তুমি হ'লে অনিচ্ছায় কাঁদি ।
বাঘ মারে শের শুধু হাতে তোমায় পাওয়ার হর্ষে গো,
বর্দ্ধমানের মাটি হ'ল রাঙা তোমার স্পর্শে গো ।

* * *

দিনের পরে দিন গেল ঢের ছটা ঋতুর ফুল-বোনা,
বাদশাজাদা বাদশা হ'ল তোমায় তবু ভুলল না ;
অন্তায়ের সে বৈরী চির ভুলল হঠাৎ ধর্ম-তায়
ডুবে ভেসে তলিয়ে গেল রূপের মোহের কি বতায় !
কুচক্রে তার প্রাণ হারাল সরল পাঠান মহাপ্রাণ ।
উদারচেতা সিংহ-জেতা সিংহ-তেজা শের আফগান ;
সেলিমের দ্রুপ মায়েস ছেলে সুবাদারীর তুফাতে
মারতে এসে পড়ল মারা শেরের অসি-সংঘাতে ;

তেজস্বী শের ঘণ্য কুতব পাশাপাশি ঘুমায়ে আজ
রাতের মাটি রাঙিয়ে দ্বিগুণ জাগছে জাহাঙ্গীরের লাজ !
সকল লজ্জা ভুবিয়ে তবু জাগছে নারী, তোমার জয় !—
সকল ধনের সার যে তুমি, রূপ সে তোমার তুচ্ছ নয় ।

* * * *

পাক্কী এল “আগ্রা চল”—শাহানশাহের অন্তরে,
কাছে গিয়ে দেখলে তফাৎ, আঘাত পেলে অন্তরে ।
মহলে কই বাদশা এলেন ? মোনে ব্যথা সহিলে গো,
চোদ্দ আনা রোজ খোরাকে রং-মহলে রইলে গো ।
রেশমী পটে নক্সা এঁকে, গড়ে ফুলের অলঙ্কার,
বাদী দিয়ে বিক্রী ক’রে হ’ত তোমার দিন-গুজার ;
সাদা-সিধা স্মৃতির কাপড় আপনি পরে থাকতে গো,
চাকরাণীদের রাণীর সাজে সাজিয়ে তুমি রাখতে গো ।
স্পর্শে তোমার জুঁই-বুরুজের শিলায় শিলায় ফুটল ফুল,
রূপে গুণে ছাপিয়ে গেল রং-মহলের উভয় কূল ।

* * * *

কথায় বলে মন না মতি,—সেলিমের মন ফিরল শেষ,—
হঠাৎ তোমার কক্ষে এল, দেখল তোমার মলিন বেশ ;
দেখল তোমার পুষ্প-কাস্তি, দেখল জ্যোতির পুঞ্জ চোখ,
ভুলে গেল খুনের আড়াল, ভুলল সে দুধ-ভায়ের শোক ।
বাদশা সুধান “এ বেশ কেন ? নিজের দাসীর চাইতে ম্লান !”
জবাব দিলে “আমার দাসী—সাজাই যেমন চায় পরাণ ।
তোমার দাসীর অঙ্গে থামিন্ ! তোমার খুসীর মতন সাজ ।”
বাদশা বলেন “সত্যি কথা, দিলে আমার উচিত লাজ,
আজ অবধি প্রধান বেগম তুমি মেহের ! সুন্দরী !
চল আমার খাম্‌মহলে মহল-আলো অপরী ।

সিংহাসনে আসন তোমার, আজ থেকে নাম নুরমহল,
বাদশা তোমার গোলাম, জেনো, করেছ তার দিল্‌ দখল।”

*

*

*

*

পাঁচ-হাজারের এক এক মোতি, এমনি হাজার মোতির হার
বাদশা দিলেন কণ্ঠে তোমার সাত সাগরের শোভার সার।
বাদশার উপর বাদশা হ'লে, বাদশা হ'লেন তোমার বশ,
অফুরাণ যে স্ফুর্তি তোমার, অগাধ তোমার মনের রস।
দরবারে বার দিলে তুমি রইলে নাকো পর্দাতে,
জাহাঙ্গীর সে রইল শুধু ব্যস্ত তোমার চর্চাতে।
পিতা তোমার মন্ত্রী হলেন, তুমি আসল শাহান্শা,
সেনা-নায়ক ভাইটি তোমার বোদ্ধ কবি আসফজা।
দেশে আবার শান্তি এল ভারত জুড়ে মহোৎসব—
বাড়ল ফসল শিল্প-কুশল হ'ল ফিরে শিল্পী সব।
নূতন কত শিল্প প্রচার করলে ভারত মণ্ডিতে—
ফুলের আত্মা আতর হ'ল অমর হ'ল ইঙ্গিতে !
তুমি গো সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী কশ্মে সদা উৎসাহী
জাহাঙ্গীরের পাঞ্জা নিয়ে করলে নারী বাদশাহী ;
নারীর প্রতাপ, প্রতিভা আর নারীর দেখে মন্ত্রবল
দরবারী সব চটল মনে, উঠল জলে ওমরাদল ;
বাদশাজাদা খুরম্ এবং দশহাজারী মহববৎ
বিষম হ'ল বৈরী তোমার তবুও তুমি সূর্য্যবৎ
রইলে দীপ্ত, রইলে দৃপ্ত করলে নিরোধ সব হানা
দী-শ্রী-ছটার ছত্র মাথায় ছত্রবতী সুলতানা !
বাদশা যখন নজর-বন্দী মহব্বতের ফন্দীতে
চল্লে তুমি সিংহী সম চল্লে স্বয়ং রণ দিতে ;
হাতীর পিঠে হাওদা এঁটে খিলাম-নদের তরঙ্গে
বাগ্মা তুলে লড়তে এলে মাতলে তুমি কী রঙ্গে ;

শত্রু মেরে করলে খালি তীরে-ভরা তিনটে তুণ,
 আঘাত পেয়ে কর্ণে কাঁধে যুঝলে তবু চতুর্গুণ ;
 হুম্মনেরা উঁচু ডাঙ্গায়, তুমি নদীর গর্ভে গো,
 তোমার হানায় অধীর তবু ভাবছে কি যে করবে গো ;
 হঠাৎ বঁেকে বসল হাতী বিমুখ হ'ল অস্ত্র-ঘায়
 ফিরলে তুমি বাধ্য হয়ে ক্ষুদ্র রোষের যন্ত্রণায় ।
 বন্দী স্বামীর মোচন-হেতু হ'লে এবার বন্দিনী,
 মহব্বতের মুঠা শিথিল করলে ইরান-নন্দিনী ;
 জিতে তবু হারল শত্রু, করলে তুমি কিস্তিমাং,
 তোমার অস্ত্র অমোঘ সদা, তোমার অস্ত্র সে নির্ধাত ;
 ফকীর বেশে শত্রু পালায়, তোমার হল জয় শেষে,—
 তোড়ে তোমার ঐরাবত ঐ মহব্বত-খাঁ যায় ভেসে ।

*

*

*

*

আজ লাহোরের সহরতলীর কাঁটাবনের আব'ডালে
 লুপ্ত তোমার রূপের লহর জঙ্গলে আর জঙ্গলে,
 জীর্ণ তোমার সমাধি আজ, মীনীর বাহার যায় বরি,
 আজকে তুমি নিরাভরণ চিরদিনের সুন্দরী !
 হোথা তোমার স্বামীর সমাধ বহ্নে তোমার উজ্জল ভায়
 বল্মলিছে শাহ-ডেরা রতন-মণির আল্পনায় ।
 গরীব বাপের গরীব মেয়ে তুমি আছ একলাটি,—
 সিংহাসনের শোভার নিধি পালং তোমার আজ মাটি !
 শাহ-ডেরার স্তম্ভ মালিক জেগে তোমায় ডাকছে না,
 তুমি যে আর নাইকো পাশে সে খোঁজ সে আজ রাখছে না ।
 হুম্ম সোনার হুতার বোনা নাই সে গদি তোমার হায় !
 আজকে তোমার বুক পাথর, মাথায় পাথর, পাথর পায় ।
 বিস্মরণী লতার বনে ঘুমাও মাটির বন্ধনে,
 গোৱী ! তোমার গোৱের মাটি রূপের গোপী চন্দন এ ।

সোহাগী ! তোর দেহের মাটি স্বামী-সোহাগ সিঁদূর গো,
জীর্ণ তোমার শ্রীহীন কবর বিশ্বনারীর শ্রী-দুর্গ !

* * * *

শিয়রে কি লিখন লেখা ! অশ্রুভরা করুণ শ্লোক ;—
এ যে তোমার দৈববাণী জাগায় প্রাণে দারুণ শোক ;—
হে স্থলতানা ! লিখেছ এ কী আফশোষে স্তম্ভরী !
লিখেছ তুমি “গরীব আমি” পড়তে যে চোখ যায় ভরি ।—
“গরীব-গোরে দীপ জ্বল না ফুল দিও না কেউ ভুলে—
শান পোকার না পোড়ে পাখ, দাঙ্গা না পায় বুলবুলে ।”
সত্যি তোমার কবরে আর দীপ জ্বলে না, নূরজাহান !
সত্যি কাঁটার জঙ্গলে আজ পুষ্পলতার লুপ্ত প্রাণ ।
নিঃস্ব তুমি নিরাভরণ ধূসর ধুলির অন্ধেতে,
অবহেলার গুহার তলায় ডুবছে কালের সন্ধেতে ।
ডুবছে তোমার অস্থিমাত্র—স্মৃতি তোমার ডুববে না,
রূপের স্বর্গে চিরনূতন রূপটি তোমার যায় চেনা ।
সেথায় তোমার নাম ঘিরে ফুল উঠছে ফুটে সর্বদাই,
অনুরাগের চেরাগ যত উজ্জল জ্বলে বিরাম নাই,
চিত্ত-লোকে তোমার পূজা—পূজা সকল যুগ ভরি’
মোগল-যুগের তিলোত্তমা ! চির যুগের স্তম্ভরী !

জাতির পাঁতি

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি ;
এক পৃথিবীর স্ত্রে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী ।
শীতাতপ ক্রুধা তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচা গুলি ডাঁটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি ।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাধি গো,
জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবাই সমান রাঙা ।
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র
কৃত্রিম ভেদ ধুলায় লোটে ।
রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে
আসল মানুষ প্রকট হয়,
বর্ণে বর্ণে নাইরে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময় ।
যুগে যুগে মরি কত নিশ্চোক
আমরা সবাই এসেছি ছাড়ি'
জড়তার জাড়ে থেকেছি অসাদে
উঠেছি আবার অঙ্গ ঝাড়ি' ;

উঠেছি চলেছি দলে দলে ফের

যেন মোরা হ'তে জানিনে আলা,

চলেছি গো দূর-দুর্গম পথে

রচিয়া মনের পাহাশালা ;

ফুল-দেবতার গৃহ-দেবতার

গ্রাম-দেবতার বাহিয়া সিঁড়ি

জগৎ-সবিতা বিশ্বপিতার

চরণে পরাণ যেতেছে ভিড়ি' ।

জগৎ হয়েছে হস্তামলক

জীবন তাহারে ধরেছে মুঠে

অভেদের ভেদ উঠেছে ধ্বনিয়া ;—

মৃনস-আভাস জাগিয়া উঠে !

সেই আভাসের পুণ্য আলোকে

আমরা সবাই নয়ন মাজি,

সেই অমৃতের ধারা পান করি'

অমেয় শক্তি মোদের আজি ।

আজি নিশ্চোক মোচনের দিন

নিঃশেষে ম্লানি ত্যজিতে চাহি,

আছাড়ি আকুলি আক্ষালি তাই

সারা দেহ মনে স্থিতি নাহি ।

পরিবর্তন চলে তিলে তিলে

চলে পলে পলে এমনি ক'রে,

মহাভুজঙ্গ খোলোস খুলিছে

হাজার হাজার বছর ধরে !

গোত্র-দেবতা গর্ভে পুঁতিয়া

এশিয়া মিলাল শাক্য মুণি,

আর ছুই মহাদেশের নান্নুবে

কোন্ মহাজন মিলাল শুনি !

আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন
 চারি মহাদেশ মিলিবে যবে,
 যেই দিন মহা-মানব-ধর্ম
 মনুর ধর্ম বিলীন হবে।
 তোর হ'য়ে এল আর দেবী নাই
 ভাঁটা স্রু হ'ল তিমির-স্তরে,
 জগতের বত তূর্য্য-কণ্ঠ
 মিলিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে !
 মহান্ যুদ্ধ মহান্ শান্তি
 করিছে স্মৃতি হৃদয়ে গগি,
 রক্ত-পঙ্কে পঙ্কজ-বীজ
 স্থাপিছেন চুপে পদ্মবানি।
 তোর হ'য়ে এল ওগো ! আঁখি মেল
 পূরবে ভাতিছে মুকুতাভাতি,
 প্রাণের আভাসে তিতিল আকাশ
 পাণ্ডুর হ'ল কৃষ্ণ রাত্রি।
 তরুণ যুগের অকণ প্রভাতে
 মহামানবের গাহরে জয়—
 বর্ষে বর্ষে নাহিক বিশেষ
 নিখিল ভুবন ব্রহ্ময়।
 বংশে বংশে নাহিক তফাৎ
 বনেদী কে আর গরু-বনেদী,
 ছনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ
 ছনিয়া সবারি জনন-বেদী।
 রাজপুত আর রাজা নয় আজ
 আজ তারা, শুধু রাজার ভূত,
 উগ্রতা নাই উগ্রক্ষেত্রে
 বনেদ হয়েছ অমজবুত।

নাপিতের মেয়ে মুরার ছলান
 চন্দ্রগুপ্ত রাষ্ট্রপতি,
 গোয়ালার ভাতে পুষ্ট যে কাণু
 সকল রথীর সেরা সে রথী ।
 বঙ্গে ঘরাণা কৈবর্তেরা,
 বামুন নহে গো—কায়েংও নহে,
 আজো দেশ কৈবর্ত রাজার
 বশের স্তম্ভ বঙ্গে বহে ।
 এরা হের নয়, এরা ছোট নয় ;
 হের তো কেবল তাদেরি বলি—
 গলায় পৈতা মিথ্যা সাক্ষ্যে
 পট্ট বারা করে গঙ্গাজলী ;
 তার চেয়ে ভালো গুহক টাড়াল,
 তার চেয়ে ভাল বলাই হাড়ী,—
 যে হাড়ীর মন পূজার আসন
 তারে মোরা পূজি বামুন ছাড়ি ;
 ধর্মের ধারা ধরেছে সে প্রাণে
 হাড়ীর হাড়ে ও হাড়ীর হালে
 পৈতা তো সিকি পয়সার হুতা
 পারিজাত-মালা তাহার ভালে ।
 রইদাস মুচি, সুদীন কসাই,—
 গণি শুকদেব-সনক-সাথে,
 মুচি ও কসাই আর ছোটো নাই
 হেন ছেলে আশা হয় সে জাতে ।
 চণ্ডাল সে তো বিপ্র-ভাগিনা
 ধীবর-ভাগিনা যেমন ব্যাস,
 শাস্ত্রে রয়েছে স্পষ্ট লিখন
 নহে গো এ নহে উপহাস ।

নবমাবতার বুদ্ধ-শিষ্য

ডোম আর যুগী হেলার নহে,

মগধের রাজা ডোমনি রায়ের

কাহিনী জগতে জাগিয়া রহে ।

মদের তৃষ্ণা শুঁড়িরে গড়েছে

মিছে তারে হায় গণিছ হয়,

তান্ত্রিক দেশে মদের পূজারী

তাহ'লে সবাই অপাংক্তের ।

কেউ হয় নাই, সমান সবাই,

আদি জননীর পুত্র হবে,

মিছে কোলাহল বাড়ায়ে কি ফল

জাতির তর্ক কেন গো তবে ?

বাউরী, চামার, কাওরা, তেওর,

পাটনী, কোটাল, কপালী, মালো,

বামুন, কায়েৎ, কামার, কুমোর,

তাঁতি, তিলি, মালি সমান ভালো ;

বেনে, চাষী, জেলে, ময়রার ছেলে,

তামূলী, বারুই তুচ্ছ নয় ;

মানুষে মানুষে নাহিক তফাৎ,

সকল জগৎ ব্রহ্মময় !

সেবার ব্রতে যে সবাই লেগেছে

লাগিছে—লাগিবে ছ'দিন পরে,

মহা-মানবের পূজার লাগিয়া

সবাই অর্ঘ্য চয়ন করে ।

মালাকর তার মালায় জোগায়

গন্ধবেনেরা গন্ধ আনে,

চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়,

নট তারে তোষে নৃত্যে গানে,

স্বর্ণকারেরা ভূষিছে সোনায়ে,
 গোয়ালী খাওয়ায় মাখন ননী,
 তাঁতিরা সাজায় চন্দ্রকোণায়,
 বণিকেরা তারে করিছে ধনী,
 যোদ্ধারা তারে সাঁজোয়া পরায়,
 বিদ্বান্ তার ফোটার আঁখি
 জ্ঞান-অঞ্জন নিত্য জোগায়
 কিছু যেন জানা না রয় বাকী ।
 ভাবের পস্থা ধরে সে চলেছে
 চলেছে ভবিষ্যতের ভবে,
 জাতির পঁাতির মালা সে গাঁথিয়া
 পরেছে গলায় সগৌরবে ।
 সরে দাঁড়া তোর। বচন-বাণীশ
 ভেদের মন্ত্র ভূবা রে জলে,
 সহজ সবল সরস ঐক্য
 মিলুক মানুষ অবনীতলে ।
 ডকা পড়েছে শকা টুটেছে
 দামামা কাড়ায় পড়েছে সাড়া,
 মনে কুণ্ঠার কুণ্ঠ যাদের
 তারা সব আজ সরিয়া দাঁড়া ।
 তুম্বার গলিয়া ঝোরা ছরন্ত
 চলে তুরন্ত অকূল পানে
 কল্লোল ওঠে উল্লাস ভরা
 দিকে দিগন্তে পাগল গানে ;
 গগ্নী ভাঙ্গিয়া বহুরা আসে
 মাতেরে হৃদয় পরাণ মাতে,
 গো-ত্র আঁকড়ি গরুরা থাকুক
 মানুষ মিলুক মানুষ সাথে ।

জাতির পঁাতির দিন চ'লে যায়
 সাথী জানি আজ নিখিল জনে,
 সাথী বলে জানি বুকে কোলে টানি
 বাহু বাঁধে বাহু মন সে মনে ।
 যুদ্ধের বেশে পরমা শান্তি
 এসেছে শঙ্খ চক্র হাতে,
 প্লাবন এসেছে পাবন এসেছে
 এসেছে সহসা গহন রাতে ।
 পঙ্কিল বত পরলে আজ
 শোনো কল্লোল বজ্রাজলে !
 জমা হ'য়ে ছিল বত জঞ্জাল
 গেল ভেসে গেলু শ্রোতের বলে ।
 নিবিড় ঐক্যে যায় নিলে যায়
 সকল ভাগ্য সব হৃদয়,
 মানুষে মানুষে নাই যে বিশেষ
 নিখিল ধরা যে ব্রহ্মনয় ॥

জর্দাপরী

জর্দাপরী ! জর্দাপরী ! হিরণ-জরির ওড়না গায়
 ছপু বেলার তীক্ষ্ণ রোদে পাখ'না মেলে বাও কোথায় ?
 “যাই কোথায় ?—
 হায় রে হায় !
 সূর্য্যমুখী ফুলের বনে সূর্য্যকান্ত মণির ভায় ।”

রূপবতীর রোষের মতন স্বর্ণ সাঁঝে পূর্ণিমার
লাবণ্যে কার হয় সোনালি রজত অঙ্গ চন্দ্রমার ?

“আবার কার ?—

এই আমার !—

কুসুমেরি অঙ্কে চরণ রাঙায় উৎস জ্যোৎসনার ।”

জর্দাপরী ! জর্দাপরী ! জমাট জরির বোর্কা গায়
রৌদ্রে এবং বিছাতে ছই পাখনা মেলে বাও কোথায় ?

“যাই কোথায় ?—

হায় রে হায়

দরদ দিয়ে বুঝ্তে জরদ গরদ গুটির দরদ-দায় ।”

ধনের ষড়া কক্ষে তোমার জোনাক-পোকার হার চুলে,
আলোয়া তোর চক্ষে জলে চাইলে চোখে চোখ ঢুলে !

“চোখ ঢুলে ?—

মন ভুলে ?—

কুবের-পুরীর সোনার কপাট হামির হাওয়ায় যাই খুলে ।”

দুর্গমে যে রাস্তা গেছে সেই দিকে তুই দীপ দেখাস্
দুঃসাহসে ধায় যে পিছে কেবল করিস্ তায় নিরাশ !

“বাসরে বাস্ !

সোনার চাষ—

অমনি কি হয় ? সোনার গোলাপ হঠাৎ কারেও দেয় কি বাস ।”

এগিয়ে চলিস্ হাতছানি দিস্ পাগল করিস্ আঁখির ভায়,
লাভের কাঁদন জাগিয়ে ফিরিস্ দিম্‌নে ধরা ফিরাস্ পায় ।

“ফিরাই পায় ?

হায় গো হায়—

পরশ-মণি চায় যে,—আগে সকল হরষ তার বিদায় ।”

জর্দাপরী ! জর্দাপরী ! জরির জুতা সোনার পায়
মাড়িয়ে তুমি চন্ড খালি ফুলের ডালি ডাহিন বাঁয় ।

“সোনার পায়

মাড়াই বায়

আমার স্বরস্বরের মালা আলোক-লতা তার গলায় !”

গঙ্গাহাদি-বঙ্গভূমি

ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,
মুষ্টিমন্ত মায়ের মেহ ! গঙ্গাহাদি-বঙ্গভূমি !

তুমি জগৎ-ধাত্রী-রূপা পালন কর পীযুষ দানে,

মমতা তোর মেছুর হ'ল মধুর হ'ল নবীন ধানে ।

পদ্ম তোমার পায়ের অঙ্ক ছড়িয়ে আছে জলে স্থলে,

কেদারকুলের সিংহ গন্ধ—নিশাস সে তোর,—হৃদয় বলে ।

সাগরে তোর শঙ্খ বাজে—শুনতে যে পাই স্নাত্তি দিবা,

হিমাচলের তুষার চিরে চক্র তোমার চন্ডে কিবা !

দেখছি গো রাজরাজেশ্বরী মূর্তি তোমার প্রাণের মাঝে,

বিদ্যতে তোর খড়া জলে বজে তোমার ডঙ্কা বাজে ।

* * * *

অম্বদা তুই অন্ন দিতে পিছ-পা নহিস্ বৈরীকে,

গৌরী তুমি—তৈরী তুমি গিরিরাজের গৈরিকে !

লক্ষ্মী তুমি জন্ম নিলে বঙ্গমাগর-মহুনে,

পারিজাতের ফুল তুমি গো ফুটলে ভারত-নন্দনে ;

চন্দনে তোর অঙ্গ-পরশ, হরষ নদী-কল্লোলে,
 শ্রাবণ-মেঘে পবন-বেগে তোমার কালো কেশ দোলে ।
 শিবানী তুই তুই করালী আলেয়া তোর খর্পরে !
 শত্রু-ভীতি জল্ছে চিতা, তুল্ছে ফণা সর্প রে !
 বাধিনী তুই বাঘ-বাহিনী গলায় নাগের পৈতা তোর,
 চক্ষু জলে—বাড়ব-কুণ্ড—বহ্নি প্রলয়-স্বপ্ন-ভোর ;
 অভয়া তুই ভয়ঙ্করী, কালো গো তুই আলোর নীড়,
 ভূগর্ভে তোর গর্জে কামান টনক নড়ে নাগপতির,
 ভৈরবী তুই সুন্দরী তুই কান্তিমতী রাজরাণী,
 তুই গো ভীমা, তুই গো শ্রামা অন্তরে তোর রাজধানী !

* * * *

ভাঁটফুলে তোর আঙুন ঝাঁপ্তিয়, জল-ছড়া দেয় বকুল তার,
 ভাট-শালিকে বন্দনা গায়, নকীব হেঁকে চাতক ধায়,
 নাগ-কেশরে চামর করে, কোয়েল তোষে সঙ্গীতে,
 অভিষেকের বারি ঝরে নিত্য চের-পুঞ্জিতে ।
 তোমার ঢেলী বুনবে ব'লে প্রজাপতি হয় তাঁতী,
 বিনি-পশুর পশম তোমায় জোগায় কাপাস দিন রাতি,
 পর-গাছা ওই মল্লি-আদী বিনিহতার হার গাঁথে,
 অশথ-বট আর ছাতিম-পাতার ছায়ার ছাতা তোর মাথে ।
 তুই যে মহালক্ষ্মীরূপা, তুই যে মণি-কুণ্ডলা,
 ইত-রদে কবরী তোর ছন্ন কানন-কুণ্ডলা !
 ভাঙারে তোর নাইক চাবী, বাইরে সোনা তোর বত,—
 মাটিতে তোর সোনা ফলে কে আছে বল্ তোর মত ?
 তোর সোনা স্তবর্ণরেখার রেখায় রেখায় থিতিয়ে রয়,
 ছুটবে কে পারস্য সাগর ? মুক্তা সে তোর ঝিলেই হয় ;
 ঝিলে তোমার মুক্তা ফলে, জলায় ফুলের জল্সা রোজ,
 তোমার ঝিলে মাছরাঙা আর মাণিক-জোড়ের নিত্য ভোজ ।

তুঁঘের ভিতর পীযুষ তোমার জন্মে দানা বাধছে গো,
 গাছের আগায় জল-ঝরুটি তোর পথিকজনে সাধছে গো !
 ধূপ-ছায়া তোর চেলীর আঁচল বুকে পিঠে দিছিঁস বেড়,
 গগন-নীলে ভিড়ায় ডানা সান্ত্রী তোমার গগন-ভেড় ।
 গলায় তোমার সাতনরী হার মুক্তাবুরির শতেক ডোর ;
 ব্রহ্মপুত্র বুকের নাড়ী, প্রাণের নাড়ী গঙ্গা তোর ।
 কিরীট তোমার বিরাট হীরা হিমালয়ের জিহ্মাতে ;—
 তোর কোহিনূর কাড়বে কে বল ? নাগাল না পায় কেউ হাতে ।
 তিস্তা তোমার ঝাঁপটা সঁীথি—যে দেখেছে সেই জানে,
 ডান কানে তোর বাঁকার ঝিলিক, কর্ণফুলী বাম কানে ।
 বিশ্ববাণীর মোচাকে তোর চুয়ায় যশের মাক্ষি' গো,—
 দূর অতীতের কবির গীতি তোর স্মৃদিনের মাক্ষী গো ।
 নানান ভাষা পূর্ণ আজো, বঙ্গ ! তোমার গৌরবে,
 ভার্জিল্ এবং শ্রীকালিদাস যোগ দিয়েছেন জয়-রবে ।
 কহলেন তোর শৌর্য-বাখান, বীর্য্য মহাবংশময়,
 দেশ বিদেশের কাব্যে জাগে মূর্তি তোমার মৃত্যুজয় ।
 যুঝলে তুমি বনের হাতী নদীর গতি বশ ক'রে,
 জিৎলে চতুরঙ্গ খেলায় নৌকা-গজে জোর ধ'রে ।
 শত্রুজয়ের খেল্লে গো শত্রুজ' খেলা উল্লাসে,
 কল্লোলে রাজ-তরঙ্গিনী গোড়-সেনার জয় ভাবে ।

* * * *

গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি ! ছিলে তুমি স্মৃহর্জয়,
 অঞ্জনেরি গিরি তোমার সৈন্তে সবাই করত ভয় ;
 গঙ্গাহৃদি-বঙ্গ-মুখো ফৌজ আলেকজান্দারী
 ঘরমুখো যে কেন হঠাৎ কে না জানে মূল তারি ।
 তখনো যে কেউ ভোলেনি সিংহবাহুর বাহুর বল,
 তখনো যে কীর্তি ধ্যাতি জাগ্ছে তোমার আসিংহল,

তখন যে তুই সবল স্ববশ স্বাধীন তখন স্ব-তন্ত্র
সাম্রাজ্যেরি স্বর্গ-সিঁড়ি গড়ছ তখন অতন্ত্র ।
ধ্যানে তোমার সে রূপ দেখি' গঙ্গাহদি-বঙ্গদেশ
তিতি আনন্দাশ্রু জলে, ক্ষণেক ভুলি সকল ক্লেশ ।

* * * *

কলিয়ুগের তুই অবোধ্যা, দ্বিতীয় রাম তোর বিজয়,—
স্নাতখানি যে ডিঙা নিয়ে রক্ষোপুরী করলে জয় ;
রাম যা' স্বয়ং পারেন্ নি গো, তাও যে দেখি করলে সে—
লক্ষ্যপুরীর নাম ভুলিয়ে ছত্র দণ্ড ধরলে সে ।
দীঘি, জাঙাল, দেউল, দালান গড়লে দ্বীপের রক্ষী গো,
বঙ্গ ! মহালক্ষ্মীরূপা ! জননী ! রাজলক্ষ্মী গো !
'ইচ্ছামতী' ইচ্ছা তোমার, 'অজয়' তোমার জয় ঘোষে,
'পদ্মা' হৃদয়-পদ্ম-মৃণাল সঞ্চারে বল হৃদকোষে ;
'ডাকাতে' আর 'মেঘনা' তোমায় ডাক্ছে মেঘের মন্ত্রে গো,
'ভৈরবে' আর 'দামোদরে' জপ্ছে "মার্ভৈঃ" মন্ত্রে গো ;
রাঢ়ের ময়ুরাক্ষী তুমি, বঙ্গে কপোতাক্ষী তুই,
সাপের ভীতি রমার প্রীতি ছই চোখে তুই সাধিস্ ছই ।

* * * *

উৎসাহকর চাঁদ সদাগর উৎসাহী তোর পুত্র সব,
যুচিয়ে দেছে চরিত গুণে বেনে নামের অগৌরব ;
সকল গুণে শ্রেষ্ঠ হ'য়ে শ্রেষ্ঠী নামটি কিন্লে গো,
সাধু হ'ল উপাধি—বাই সাধুস্বৈ মন জিন্লে গো ;
সিন্ধুসাগর, বিন্দুসাগর, লক্ষপতি, শ্রীমন্ত
বঙ্গে আজো জাগিয়ে রাখে লক্ষ্মী-প্রদীপ নিবন্ত ।
কামরূপা তুই, কামাখ্যা তুই, দাক্ষায়ণী দক্ষিণা,
বিশ্বরূপা ! শক্তিরূপা ! নও তুমি নও দীনহীনা ।

* * * *

চৌরাশী তোর সিদ্ধ সাধক নেপাল ভুটান তিব্বতে,
 চীন-জাপানে সিদ্ধি বিলায় লজ্জি' সাগর পর্বতে ;
 হাতে তাদের জ্ঞানের মশাল মাথায় সিদ্ধি-বর্ত্তিকা,
 সত্য ও সিদ্ধার্থ-দেবের বিলায় মৈত্রী-পত্রিকা ।
 শিষ্য সেবক ভক্ত এদের হরনিক লোপ নিঃশেষে,
 অনেক দেশের মুগ্ধ চক্ষু নিবদ্ধ সে এই দেশে ;
 বেথাই আশা আশার ভাষা জাগছে আবার সেইখানে—
 কল্পতে ফের পদ্মা জাগে জীবন-ধারার জয় গানে ।
 জাগছে স্তম্ভ জাগছে গুপ্ত জাগছে গো অক্ষয়-বটে
 কবির গানে জ্ঞানীর জ্ঞানে ধ্যান-রসিকের ধ্যানপটে ।
 অশেষ মহাপীঠ গো তোমার আজকে ভুবন উজ্জলে,
 অংশ তোমার মার্কিনে আজ, অঙ্গ তোমার ঐষ্টলে ;
 বিশ্ব-বাংলা উঠছে গ'ড়ে জাগছে প্রাণের তীর্থ গো,
 জাতির শক্তি-পীঠ জগতে গড়ছে মোদের চিত্ত গো ।
 তার পিছনে দাঁড়িয়ে তুমি মোদের স্বদেশ-মাতৃকা !
 দিচ্ছ বুদ্ধি দিচ্ছ গো বল জালিয়ে আঁখির স্থির শিখা !

* * * *

মরণ-কাঠি জীমূন্-কাঠি দেখছি গো তোর হাতেই ছই,—
 ভাঙন দিয়ে ভাঙিস আবার পড়িয়ে পলি গড়িস্ তুই ;
 নদ নদী তোর প্রাণের আবেগ, আবেগ বানের জল রাঙা,
 পলি দিয়ে পল্লী গড়িস ভাঙন তিমির দাঁত ভাঙা ;
 'গম' ধাতু তোর দেহের ধাতু গঙ্গাহৃদি নামটি গো,
 গতির ভুখে চলিস কুখে, বাংলা ! সোনার তুই মুগ ।
 গঙ্গা শুধুই গমন-ধারা তাই সে হৃদে আঁকড়েছিস,—
 বুকের সকল শিকড় দিয়ে গতির ধারা পাকড়েছিস ।
 সংহিতাতে তোমায় কভু করতে নারে সংযত,
 বোদ্ধ নহিস হিন্দু নহিস নবীন হওয়া তোর ব্রত ;

চির-যুবন-মস্ত্র জানিস চির-যুগের রঙ্গিনী,
 শিরীষ ফুলে পান-বাটা তোর ফুল কদম-অঙ্গিনী !
 হেসে কেঁদে সাধিয়ে সেধে চলিস্, মনে রাখিস্ নে,
 মনু তোর মন্দ বলে,—তা তুই গারে মাখিস্ নে ।
 কীৰ্ত্তিনাশা স্ফুৰ্ত্তি তোমার, জানিস্ নে তুই দীৰ্ঘশোক,
 অপ্ৰাজিতা কুঞ্জে নিতি হাসছে তোমার কাজল চোখ ।

* * * * *

কে বলে রে নেই কিছু তোর ? নেইক সাক্ষী গৌরবের ?
 কে বলে নেই হাওয়ায় নিশান পারিজাতের সৌরভের ?
 চোখ আছে যার দেখছে সে জন, অন্ধজনে দেখবে কি ?
 উষার আগে আলোর আভাস সকল চোখে ঠেকবে কি ?
 যে জানে সে হিয়ায় জানে, জানে আপন চিত্তে গো,
 জানে প্রাণের গভীর ধ্যানে নও যে তুমি মিথ্যে গো ।
 আছ তুমি, থাকবে তুমি, জগৎ জুড়ে জাগবে বশ,
 উথলে ফিরে উঠবে গো তোর তান-মধুর প্রাণের রস ;
 গরুড়ধ্বজে উষার নিশাস লাগছে ফিরে লাগছে গো,
 বিনতা তোর নতির নীড়ে গরুড় বুঝি জাগছে গো !
 জাগছে গানে গানের তানে প্রাণের প্রবল আনন্দে,
 জাগছে জ্ঞানে আলোর পানে মেলছে পাখা স্তম্ভে,
 জাগছে ত্যাগে জাগছে ভোগে জাগছে দানের গৌরবে,
 আশার স্তম্ভের জাগছে উষার স্বর্ণ কেশের সৌরভে ।
 ধাত্রী ! তোমায় দেখছি আমি—দেখছি জগৎ-ধাত্রী-বেশ,
 জয়-গানে তোর প্রাণ ঢেলে মোর গঙ্গাহৃদি-বঙ্গদেশ !

লাল পরী

লাল পরী গো ! লাল পরী !

ইন্দ্র-সভার সুন্দরী !

কখন আসিস্ কখন বাস্ !

কার গালে যে গাল বোলাস্ !

কার ঠোঁটে যে ঠোঁট খুলি !

কার হাতে পায় তুলতুলি—

ফোটাস্ রাঙা পদ্ম গো

জান্বে তা কোন্ মন্দ গো ।

তোর চুমাতে হয় যে লাল

খোকা খুকীর হাত পা গাল,

আঙুলগুলি কুঙ্কুমের

কিশোর কেশর তুল্য হয়,

দেয়লা তুই তার যুগের

তাই যুগে প্রফুল্ল রয় ;

লাল পরী গো ! লাল পরী !

স্বপ্ন-পুরীর অঙ্গুরী !

ইন্দ্রলোকের রীত এ কি !

লুকিয়ে যেতে আসতে হয় !

দেবতা হ'য়েও তোরা, দেখি,

লুকিয়ে ভালো বাসতে হয় !

সবুজ পরী এক-ঝাঁকা

নয় সে মোটে তোরা মতন,

তাই তো মানা আজ ঢোকা

ইন্দ্রপুরে তার এখন ;

সবুজ পরী এক ঝোঁকে
 মানুষ রাজার পুত্রকে
 বাসল ভালো কায়মনে
 মিলিতে এল তার সনে ;
 এই অপরাধ—এই তো পাপ,
 অমনি হ'ল দৈব শাপ,—
 থাকতে হবে মর্ত্যে গো
 মৃত্যু-কীটের গর্ভে গো ।

সবুজ পরী টল্‌ল না
 শাপের ভয়ে ভুল্‌ল না,
 ভালো বেসেই ধন্ত সে
 চায় না কিছু অত্ন সে ;
 যেখানে তার চিত্ত রে,
 থাকবে সেথাই নিত্য সে ;
 চায় না যেতে স্বর্গে আর
 মানুষ সে প্রেম-পাত্র তার ।
 করবে তারি দাস্ত গো—
 যে তার আজ উপাস্ত গো !
 তাই মরতের পথখানি
 সবুজ ক'রে রইল সে,
 মর্ত্যে হ'ল চাকরাণী,
 প্রেমে সবই সইল রে ।

তুমি তা নও লাল পরী !
 লুকিয়ে এস লুকিয়ে যাও,
 স্বপ্ন-সোঁতায় সঞ্চরি'
 খুকীর গালে গাল বুলাও !
 আবীর বিনা অশোক ফুল
 তোমার বরে হয় অতুল,

থোকা খুকীর হাত পা ঠোট
 হয় সে শিউলী ফুলের বোট ;
 নাই অজানা কিছু মোর
 চুমু গোলাপ-পাপড়ি তোর,
 সাঁঝের মেঘে মুখ মোছো
 উষার আলোয় কুলকুচো ;
 লুকিয়ে ফের সুন্দরী
 না দেখতে কেউ যাও সরি ।
 লাল পরী গো ! লাল পরী !
 কিশোর-লোকের অপসরী !
 কিশোর কিশলয় পরে
 তোমার পরশ সঞ্চরে,
 তোমার চুমায় লাল গুলাল
 লাল ছললী লাল ছলল,
 ছোঁয় গোপনে তোমার হাত
 সিঁদুর কোটা আলতা-পাত ।
 ফিরছ তরুণ কুন্তিতে
 ডালিম-ফুলি কুন্তিতে !
 নব বধুর আয়নাতে
 কচি ছেলের বায়নাতে
 পড়ছ ধরা পড়ছ গো
 রাঙা ঘোড়ায় চড়ছ গো,
 ফিরছ মুছ সঞ্চরি'
 লাল পরী গো । লাল পরী !

ইলশে গুঁড়ি

ইলশে গুঁড়ি !

ইলশে গুঁড়ি !

ইলিশ মাছের ডিম ।

ইলশে গুঁড়ি

ইলশে গুঁড়ি

দিনের বেলার হিম ।

কেয়াফুলে ঘুণ লেগেছে

পড়তে পরাগ মিলিয়ে গেছে,

নেষের সীমায় রোদ জেগেছে,

আলতা-পাটি শিম্ ।

ইলশে গুঁড়ি !

হিমের কুঁড়ি,

রোদু রে রিম্ রিম্ ।

হাল্কা হাওয়ায়

নেষের ছাওয়ায়

ইলশে গুঁড়ির নাচ ।

ইলশে গুঁড়ির

নাচন দেখে

নাচ্ছে ইলিশ মাছ ।

কেউ বা নাচে জলের তলায়

ল্যাজ তুলে কেউ ডিগ্বাজী খায় ;

নদীতে ভাই ! জাল নিয়ে আয়,

পুকুরে ছিপ গাছ ।

উল্লে ওঠে

মনটা, দেখে

ইলশে গুঁড়ির নাচ ।

ইলশে গুঁড়ি—

পরীর ঘুড়ি,—

কোথায় চলেছে ?

ঝুমুরো চুলে

ইলশে গুড়ি

মুক্তো ফলেছে !

বানের বনের চিংড়ি গুলো

লাফিয়ে ওঠে বাড়িয়ে নুলো ;

ব্যাঙ ডাকে ওই গলা ফুলো,

আকাশ গলেছে ;

বাঁশের পাতার

ঝিমোয় ঝিঁঝি

বাদল চলেছে ।

মেঘায় মেঘায়

সুখি ডোবে

জড়িয়ে মেঘের জাল,

ঢাকলো মেঘের

খুঁজে-পোষে

তাল-পাটালির খাল !

লিখছে ঝরা তালপাতাতে

খাগের কলম বাগিয়ে হাতে

তাল-বড়া দাও তাদের পাতে

টটকা ভাজা চাল ;

পাতার বাঁশী

তৈরী করে

দিয়ো তাদের কাল ।

খেজুর পাতার

সবুজ টিয়ে

গড়তে পারে কে ?

তালের পাতার

কানাই- ভেঁপু

না হয় তারে দে !

ইলশে গুড়ি—জলের কীকি—

ঝরছে কত,—বলব তা কী ?

ভিজতে এল বাবুই পাখী

বাইরে ঘর থেকে ;—

পড়তে পাখায় লুকানো জল
ভিজলো নাকো সে !

ইন্সে গুঁড়ি ! ইন্শে গুঁড়ি !

পরীর কানের ছল,

ইন্শে গুঁড়ি ! ইন্শে গুঁড়ি !

ঝুরো কদম ফুল ।

ইন্শে গুঁড়ির খুন্সুড়িতে

ঝাড়ছে পাখা—টুনটুনিতে,

নেবুঙ্কলের কুঞ্জটিতে

ছলছে দোহল্ ছল ;

ইন্শে গুঁড়ি ২ মেঘের খেয়াল

ঘুম-বাগানের ফুল ।

বর্ষা-নিমন্ত্ৰণ

এস তুমি বাদল-বারে ঝুলন ঝুলাবে ;
কমল-চোখে কোমল চেয়ে কুঁজন ভুলাবে ।
শীতল হাওয়া—নিতল রসে—
বনের পাখী ঘনিয়ে বসে ;
আজ আমাদের এই দোলাতেই ছ'জন কুলাবে ;
এস তুমি নুপুর পায়ে ঝুলন ঝুলাবে ।

(আজ) গহন ছায়া মেঘের মায়া গ্রহর ভুলাবে ;
অবুঝ মনে সবুজ বনে লহর ছুলাবে ।
কুঁজন-ভোলা কুঞ্জে একা
এখন শুধু বান্ধবে বৈকা ;
হাল্কা জলে ঝামর হাওয়া চামর ঢুলাবে !

(আর) গহন ছায়া মোহন মায়া গ্রহর ভুলাবে ।
এস তুমি যুথীর বনে ছকুল বুলাবে ;
কোল দিয়ে ঐ কেলি-কদম-মুকুল খুলাবে ।
বাইরে আজি মলিন ছায়া
মলিদা-রং মেঘের মায়া,
অন্তরে আজ রসের ধারা রঙীন গুলাবে !
এস তুমি মোহের হাওয়া মিহিন্ বুলাবে ।

(ওগো) এমন দিনে ঘরের কোণে শয়ন কি লাভে ?
কিসের ছখে নয়ন-জলে নয়ন ফুলাবে ?
আয় গো নিয়ে সাহস বুকে
পিছল পথে সহাস মুখে,
নূতন শাখে নূতন স্রুথে ঝুলন ঝুলাবে ;
(এস) উজল চোখে কোমল চেয়ে ভুবন ভুলাবে ।

নীল পরী

কানে স্ননীল অপ্ৰাজিতা, পাপুড়ি চুলে জাফরাণের,
পায়ে জড়ায় নুপুর হ'য়ে শেষ বাসরের রেশ গানের,
নীল সাগরে নিচোল তোমার গগন নীলে উত্তরী,
নীল পরী গো নীল পরী !

কণ্ঠেতে নীল পদ্মমালা, টিপুটি নীলা কাঁচ-পোকার,
ধূপের ধোঁয়া পাখনা তোমার, মূল কি তুমি সব ধোঁকার !
ভুলের প্রদীপ নয়নে তোর পিছুনে মেঘ-ডহরী,
নীল পরী গো নীল পরী !

চুল লাগে ওই রূপ দেখে হয় চুলের তুমি ঢল বিথার,
তন্দ্রা তোমার স্বপ্না চোখের তন্দ্রা তোমার আলতা পা'র,
নীল গাভী নীল মেঘ ছ'হে নাও তার বিজুলী শিং ধরি'
নীল পরী গো নীল পরী !

স্বপ্ন তোমার শাড়ীর আঁচল, মুচ্ছা নিচোল নীলবরণ,
যুম সে তোমার আল্গা চুমা, মরণ নিবিড় আলিঙ্গন,
বিদায়ে নীলকণ্ঠ পাখী ক্লান্ত আখির শব্দরী
নীল পরী গো নীল পরী !

চিত্র শরৎ

এই যে ছিল সোনার আলো ছড়িয়ে হেথা ইতস্তত,—
আপনি খোলা কমলা-কোয়ার কমলা-ফুলি রোরার মত,—
এক নিমেষে মিলিয়ে গেল মিশমিশে ওই মেঘের স্তরে,
গড়িয়ে যেন পড়ল মসী সোনার লেখা লিপির পরে ।
আজ সকালে অকালেরি বইছে হাওয়া, ডাকছে দেয়া,
কেওড়া জলের কোন্ সায়রে হঠাৎ নিশাস ফেললে কেয়া !
পদ্মফুলের পাপড়িগুলি আস্ছে ভেরে আলোক বিনে,
অকালে ঘুম নামল কি হয় আজকে অকাল-বোধন দিনে !
হাওয়ার তালে বৃষ্টি ধারা সাঁওতালী নাচ নাচতে নামে,
আবছায়াতে মূর্তি ধরে, হাওয়ার হেলে-ডাইনে বামে ;
শূণ্যে তারা নৃত্য করে, শূণ্যে মেঘের মৃদং বাজে,
শাল-ফুলেরি মতন ফৌটা ছড়িয়ে পড়ে পাগল নাচে ।
তাল-বাকলের রেখায় রেখায় গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা,
স্বর-বাহারের পর্দা দিয়ে গড়ায় তরল স্রবের পারা !
দিঘির জলে কোন্ পোটা আজ আঁশ ফেলে কী নক্সা দেখে,
শোল-পোনাদের তরুণ পিঠে আলপনা সে যাচ্ছে এঁকে !
ডালপালাতে বৃষ্টি পড়ে, শব্দ বাড়ে ঘড়িক্-ঘড়ি,
লক্ষ্মী দেবীর সামনে কারা হাজার হাতে খেল্ছে কড়ি !
হঠাৎ গেল বন্ধ হ'য়ে মধ্যি খানে নৃত্য খেলা,
কैसे গেল মেঘের কানাৎ উঠল জেগে আলোর মেলা ।
কালোমেঘের কোল্টি জুড়ে আলো আবার চোখ চেয়েছে !
নিশির জমী জমিয়ে ঠোটে শরৎ রাণী পান খেয়েছে !
মেশামিশি কান্নাহাসি, মরম তাহার বুঝবে বা কে !
এক চোখে সে কাঁদে যখন আরেকটি চোখ হাসতে থাকে !

সমুদ্রাফক

সিন্ধু তুমি বন্দনীয়, বিশ্ব তুমি মাহেশ্বরী,
দীপ্ত তুমি, মুক্ত তুমি, তোমায় মোরা প্রণাম করি ।
অপার তুমি, নিবিড় তুমি, অগাধ তুমি পরাণ-প্রিয় !
গহন তুমি, গভীর তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয় ।

সিন্ধু তুমি, মহৎ কবি, ছন্দ তব প্রাচীন অতি ;—
কণ্ঠে তব বিরাজ করে ‘বিরাট-রূপা-সরস্বতী’ ।
আর্য্য তুমি বীর্য্যে বিভূ, ঝঙ্কা তব উত্তরীয় ;
মল্লভাষী ইন্দু-সখা, সিন্ধু তুমি বন্দনীয় !

সিন্ধু তুমি প্রবল রাজা, অঙ্গে তব প্রবাল-ভূষা,
যত্নে হেম-নিষ্ক-মাল্য পরায় তোমা সন্ধ্যা-উষা !
স্বাধীন-চেতা মৈনাকেরে ইন্দ্র-রোষে অভয় দিয়ো ;
উপপ্নবে বন্ধু তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয় ।

মাল জিনি বরণ তব, অঙ্গে মরকতের ছাতি,
কর্ণে তব তরঙ্গিছে গঙ্গা-গোদাবরীর স্তুতি ;
নন্দ্র সখী নদীর বত অধর-সুধা হর্ষে পিয়ো ।
লাস্ত্রগতি, হান্ত্ররতি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয় ।

দিগ্গজেরা তোমার পরে নীলাজেরি ছত্র ধরে,
আচ্ছাদিত বিপুল বপু বলদেবের নীলাবরে ;
ক্ষুর চেউই লাঙল তব মুসলধারী হে ক্ষত্রিয় !
অঙ্গুরী সে অঙ্ক-শোভা ; সিন্ধু তুমি বন্দনীয় ।

উদয়-লয়ে ছন্দে গাঁথ কন্দী তুমি কন্দে হারা ;
সাগর ! ভবসাগর তুমি, তুমি অশেষ জন্মধারা ;
তোমার ধারা লম্বে যারা তাদের কাছে শুক্ক নিয়ো,
শাসন কর, পালন কর, সিন্ধু তুমি বন্দনীয় ।

মেঘের তুমি জন্মদাতা, প্রাবৃত তব প্রসাদ যাচে,
বাড়ব-শিখা তোমার ঢাকা, জগৎ ঋণী তোমার কাছে,
রত্ন ধর গর্ভে তুমি, শস্যে ভর ধরিত্রীও,
পহা—পদ-চিহ্ন-হরা ; সিদ্ধ তুমি বন্দনীয় ।

উগ্র তুমি বাহির হ'তে, ব্যগ্র তুমি অহর্নিশি,
অন্তরেতে শান্ত তুমি আত্মরতি মৌনী ঋষি ।
তোমায় কবি বর্ণিবে কি ? নও হে তুমি বর্ণনীয়,
আকাশ-গলা প্রকাশ তুমি, সিদ্ধ তুমি বন্দনীয় ।

সিদ্ধ-তাণ্ডব

(পঞ্চতানর ছন্দের অনুসরণে)

মহৎ ভয়ের মূরং সাগর
বরণ তোমার তমঃশ্রামল ;
মহেশ্বরের প্রলয়-পিনাক
শোনাও আমায় শোনাও কেবল ।
বাজাও পিনাক, বাজাও মাদল,
আকাশ পাতাল কাঁপাও হেলায়,
মেঘের ধ্বজায় সাজাও দ্ব্যলোক,
সাজাও ভুলোক ঢেউয়ের মেলায় ।
ধবল ফেনায় ফুটুক তোমার
পাগল হাসির আভাস ফেনিল,
আলাপ তোমার প্রলাপ তোমার
বিলাপ তোমার শোনাও, হে নীল !

কিসের কারণ আকাশ-ভাষণ ?

কিসের তুষায় হৃদয় অধীর ?

পরাণ তোমার জুড়ায় না হয়

অধর-সুধায় অযুত নদীর ?

বেদের অধিক প্রাচীন নিবিদ্

নিবিদ্ হ'তেও প্রাচীন ভাষায়,—

মরম তোমার নিতুই জানাও

হে সিকু ! কোন্ সুদূর আশায় ?

সুধার আধার চাঁদের শোকেই

তোমার কি এই পাগল ধরণ ?—

মথন-দিনের গভীর ব্যথায়

মরণ-সমান আধার বরণ !

গলায় তোমার নাগের নিবীত,

চেউয়ের মেলায় সাপের সাপট ;

চাঁদের তরাস রাহুর গরাস,

রাহুর তরাস তোমার দাপট ।

হাজার যোজন বিথার তোমার,

বিপুল তোমার হৃদয় বিজন ;

তোমার ক্ষোভের নিশাস মলিন

করুক প্রাবৃত মেঘের সৃজন ।

রবির কিরণ ছড়ায় তরল

গোমেদ মাণিক মনঃশিলায়,—

মুনাল পাখীর সুনীল পাখায়,

কুনাল পাখীর আখির নীলায় ।

বিষের নিধান বে নীল-লোহিত
 নিদান বিষের বিষম দহন
 তাঁহার ছায়ায় রহক নিলীন
 মায়ায় যে জন গভীর গহন ।

বাজাও মাদল, বিভোল পাগল !
 উঠুক হে জয়জয়ন্তী তান ;
 বাজের আওয়াজ তোমার কাছেই
 শিখুক নবীন মেঘের বিতান ।

চেউয়ের ঘোড়ার কে হয় সওয়ার,
 কে হয় জোয়ার-হাতীর মাহত ?
 ডাকাও সবায়, নিলাও সবায়,
 পাঠাও তোমার প্রগল্ভ দূত ।

প্রাচীন জগৎ গুঁড়াও এবং
 নূতন ভুবন গড়াও হেলায়,
 উঠুক কেবল 'ববম্' 'ববম্'
 চতুঃসীমার বেলায় বেলায় ।

জতুর পুতুল বসুন্ধরায়
 ও নীল মুঠার জানাও পেষণ !
 জানাও সোহাগ কী ভীম ভাষায় !
 প্রেমের ক্ষুধায় কী অবেষণ !

জগন্নাথের শীতল শয়ান
 তুমিই কি সেই অনন্ত নাগ ?
 ফণায় ফণায় মাণিক তোমার
 পাথার-হিয়ায় অতুল সোহাগ ।

তিমি'র পাঁজর তুফান তোমার,
 খেলার জিনিস হাঙর মকর,
 সগর-কুলের স্বখাত সলিল
 নিধির নিধান হে রত্নাকর !

ভুবন-ভ্রণের দোলার শিকল
 তুমিই দোলাও, নীলাঙ্ক-নীল !
 আকাশ একক তোমার দোসর,
 সোদর তোমার অনল অনিল !

ঝামর ঢেউয়ের ঝালর হেলায়
 অলখ্ বেতাল দিনের আলোয়,
 রভস তোমার আসব সমান
 দিবস নিশায় আলোয় কালোয় ।

বাসব যাহায় করেন পীড়ন
 সহায় শরণ তুমিই তাহার,
 রাজার রোষের আশঙ্কা নেই
 ঢেউয়ের তলায় লুকাও পাহাড় ।

আগম নিগম গোপন তোমার
 কখন কী ভাব,—বোঝায় কে সেই ?
 এসেই—“অয়ম্ অহম্ ভো”—এই
 বলেই তফাৎ রোষের বেশেই !

বিরাগ তোমার যেমন বিষম,—
 সোহাগ তেমন, তেমন শাসন ;
 ঢেউয়ের দোলেই ভুবন দোলাও,
 ভূমার কোলেই তোমার আসন ।

সুখার সাথেই গরল উগার !—

পাগল ! তোমার কী এই ধরণ ?

জগৎ-জয়ের মূৰং সাগর !

মহৎ ভয়ের মহৎ শরণ !

আভ্যুদয়িক

(রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল-প্রাইজ' পাওয়াতে)

রবির অর্ঘ্য পাঠিয়েছে আজ ধ্রুবতারার প্রতিবাসী,
প্রতিভার এই পুণ্য পূজায় সপ্ত সাগর মিল্ল আসি' ।
কোথায় শ্রামল বঙ্গভূমি,—কোথায় শুভ তুষার-পুরী,—
কি মন্তরে মিল্ল তবু অন্তরে কে টানলে ডুরি !
কোলাকুলি কালায় গোরায়ে প্রাণের ধারায় প্রাণ মেশে,
রাজার পূজা আপন রাজ্যে, কবির পূজা সব দেশে ।

* * * *

বাংলা দেশের বুকের মাঝে সহস্রদল পদ্ম ফোটে,
পবনে তার আমোদ উঠে ভুবনে তার বার্তা ছোটে,
জন্ম বাহার শান্ত জলে সপ্ত লহর স্নিগ্ধ বাতে
সাগরে তার খবর গেছে শুভদিনের সুপ্রভাতে ;
তুষারে তার রূপ ঠিকরে রং ফলায়ে মেঘের গায়,
রঙীন ক'রে প্রাণের রঙে অরুণ-রাণী অরোরায় ।

* * * *

‘রাজার পূজা আপন দেশে, কবির পূজা বিশ্বময়’—
চাণক্যের এই বাক্য প্রাচীন মিথ্যা নয় গো মিথ্যা নয় ।

পাহাড়-গলা ঢেউ উঠেছে গভীর বঙ্গমাগর থেকে,
 গল্ল এবার কঠোর তুবার দীপ্ত রবির কিরণ লেগে ;
 বাতাসে আজ রোল উঠেছে “নিঃস্ব ভারত রত্ন রাথে !”
 সপ্ত-ঘোটক-রথের রবি সপ্ত-সিদ্ধ-ঘোটক হাঁকে !

* * * *

বাহুর বলে বিশ্বতলে করিল যা’ নিপ্ননিয়া,—
 বাংলা আজি তাই করিল !—হিয়ায় ধরি’ কোন্ অমিয়া !
 মানবতার জন্মভূমি এশিয়ার সে মুখ রেখেছে,—
 মর্চে-পড়া প্রাচীন বীণার তারে আবার তান জেগেছে ।
 তান জেগেছে—প্রাণ জেগেছে—উদ্বোধিত নূতন দিন,
 ভুজঙ্গ আজ নোয়ায় মাথা, ভেদের গরল বীৰ্য্যহীন ।

* * * *

জাহুর মলুক বাংলা দেশে চকোর পাখীর আছে বাসা,
 তাহার ক্ষুধা সূধার লাগি, সূধার লাগি’ তার পিপাসা ।
 পূর্বাকাশে গান গাহে সে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি,
 আজকে তাহার গান শুনিতে জগৎ জাগে গ্রহর গণি ;
 অন্তরে সে জোয়ার আনে না জানি কোন্ মন্তরে গো
 অন্তরীক্ষে সজোজাত নূতন তারা সন্তরে গো !

* * * *

বাংলা দেশের মুখপানে আজ জগৎ তাকায় কৌতূহলী,
 বঙ্গে বারে পরীর হাতের পুণ্য-পারিজাতের কলি !
 ‘বঙ্গভূমি ! রম্য তুমি’ বলছে হোরা, শোন্ গো তোরা,
 “ধৃত্য তুমি বঙ্গ কবি পরাও প্রেমে রাখীর ডোরা ;
 বিশ্বে তুমি বক্ষে বাঁধ, শক্তি তোমার অন্ন নয়,
 ক্রবতারার পিয়ামী গো শুভ তোমার অভ্যুদয় ।”

* * * *

অন্ধকার এই ভারত উজল রবি তোমার রশ্মি মেখে,
 তাই তো তোমার অর্ঘ্য এল নৈশ রবির মলুক থেকে ;

তাই তো কুবের-পুরীর পারে দীর্ঘ উষার তুষার-পুরী
সোনার বরণ ঋণা ঝরায় গলিয়ে গুহার বরফ-ঝুরি ;
দুর্গতির এই দুর্গ মাঝে তাই পশে প্রসন্ন বায়ু,
পুষ্ট তোমার স্মৃতিতে দেশের ভাতি জাতির আয়ু ।

* * *
ধন্য কবি ! কাব্য-লোকের ছত্রপতি ! ধন্য তুমি,
ধন্য তুমি, ধন্য তোমার জননী ও জন্মভূমি ।
বঙ্গভূমি ধন্য হ'ল তোমায় ধরি' অঙ্কে কবি !
ধন্য ভারত, ধন্য জগৎ, ভাব-ভগতের নিত্য-রবি ।
পুণ্যে তব পুষ্ট আজি বান্ধীকি ও ব্যাসের ধারা,
বিশ্ব-কবি সভায় ওগো ! বাজাও বীণা হাজার-তারার !

মনীষী-মঙ্গল

(বিজ্ঞানার্চ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের
সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে রচিত)

জ্ঞানের মণি প্রদীপ নিয়ে ফিরিছ কে গো 'দুর্গমে
হেরিছ এক প্রাণের লীলা জন্তু-জড়-জঙ্গমে ।
অন্ধকারে নিত্য নব পন্থা কর আবিষ্কার,
সত্য-পথ-যাত্রী ওগো তোমায় করি নমস্কার ।

দাস্ত-কালি যাহার ভালে জন্ম তব সেই দেশে
বিশ্বেরও নমস্কার আজি প্রতিভা-বিভা-উন্মেখে ;
গুরুত্ব তুমি গগনারূঢ় বিনতা-নীড়-সমুদ্র,
দেবতা সম ললাট তব স্মুরে কী আঁখি অদ্ভুত

দরদী তুমি দরদ দিয়ে বুঝেছ তৃণলতার প্রাণ,
খনির লোহা প্রাণীর লোহ পরশে তব স্পন্দমান ;
কুহকী তুমি, মায়াবী তুমি, একি গো তব ইচ্ছাজাল
হুকুমে তব নৃত্য করে বনের তরু বন্-চাঁড়াল !

মরমী তুমি চরম-খোঁজা মরম শুধু খুঁজেছ গো,
লজ্জাবতী লতার কি যে সরম তাহা বুঝেছ গো ;
অজানা রাজপুত্র সম জড়ের দেশে একলাটি
পশিয়া নৃপ-বালার ভালে ছোঁয়ালে একি হেমক ঠাঠি ।

হিম বা ছিল তপ্ত হ'ল মেলিল আঁখি মুচ্ছিত
নূতন পরিচয়ের নব চন্দনেতে চর্চিত !
বনের পরী তুলিল হাই জাগিল হাওয়া নিশ্বাসে,
জড়েরা বলে মনের কথা তোমার প্রতি বিশ্বাসে ।

দন্দ যত জনম-শোধ চুকিয়া গেল অকস্মাৎ !
চক্ষে হেরে নিখিল লোক জীবনে জড়ে নাই তফাৎ !
ভুবন ভরি' বিরাজ করে অনন্ত অখণ্ড প্রাণ—
প্রাণেরি অচিন্ত্য লীলা জন্ত জড়ে স্পন্দমান !

জ্ঞানের মহাসিদ্ধি তুমি মিলালে যত নদনদী,
বজ্রমণি ছিদ্ৰ করে প্রতিভা তব, তীক্ষ্ণধী !
আনন্দেরি স্বর্গে তুমি জ্ঞানের সিঁড়ি নিত্য হে !
সত্য মহাসমুদ্রেতে সঙ্গমেরি তীর্থ হে !

অণুর চেয়ে ক্ষুদ্র যিনি জনক মহাসমুদ্রের
করিলে জ্ঞানগম্য তাঁরে কি বিপ্রে'র কি শূদ্রে'র ;
দন্দহারা আনন্দের করিলে পথ পরিষ্কার
সত্য-পথ-যাত্রী ওগো তোমায় করি নমস্কার ।

বৈকালী

(১)

অকূল আকাশে
অগাধ আলোক হাসে,
আমারি নয়নে
সন্ধ্যা ঘনায় আসে !
পরাণ ভরিছে ত্রাসে ।

(২)

নিশ্চিন্ত আঁখি
নিথিলে নিরখে কালি,
মনরে আমার
সাজা তুই বৈকালী,—
সন্ধ্যামণির ডালি ।

(৩)

দিন দু'পহরে
সৃষ্টি যেতেছে মুছি';
দৃষ্টির সাথে
অশ্রু কি যায় ঘুচি' ?
হায় গো কাহারে পুছি !

(৪)

একা একা আছি
রুমিয়া জানালা দ্বার,—
কাজের মাহুষ
সবাই যে ছনিয়ার,—
সঙ্গ কে দিবে আর ?

(৫)

স্মরি একা একা
পুরাণে দিনের কথা
কত হারা হাসি
কত সুখ কত ব্যথা
বুক-ভরা ব্যাকুলতা ।

(৬)

দিনেক ছ' দিনে
মোহনিয়া হ'ল বুড়া !
অব্রের ছবি
ছুঁতে ছুঁতে হ'ল গুঁড়া
ডাঁটা-সার শিথী-চুড়া ।

(৭)

স্মৃতি-ষাট্‌ঘরে
যতগুলি ছিল দ্বার
উষারি উষারি
দেখিলু বারংবার,
ভাল নাহি লাগে আর

(৮)

দিন কত পরে
পুরাণে না দিল রস,
গুণকায়ে উঠিল,—
শূন্য স্মৃধা-কলস
চিত্ত না মানেন বশ

(৯)

চিত্ত না মানে
বুক-ভরা হাহাকার
মৃত্যু-অধিক
নিবিড় অন্ধকার
সম্মুখে যে আমার !

(১০)

ফাগুনের দিনে
এ কি গো শ্রাবণী মসী
বিনা মেঘে বুঝি
বজ্র পড়িবে খনি,
নিরালয় নিঃশ্বসি ।

(১১)

সহসা আঁধারে
পেলাম পরশ কার ?—
কে এলে দোসর
ছঃথে করিতে পার ?
ঘুচাতে অন্ধকার !

(১২)

কার এ মধুর
পরশ সান্ত্বনার ?
এত দিন যারে
করেছি অস্বীকার !—
আত্মীয় আত্মীয় !

(১৩)

এলে কি গো তুমি
 এলে কি আমার চিতে ?
 পূজা যে করেনি
 বৈকালী তার নিতে ?
 এলে কি গো এ নিভূতে ?

(১৪)

দুঃখ-মথিত
 চিত্ত-সাগর-জলে
 আমার চিন্তা-
 মণির জ্যোতি কি জ্বলে !
 অতল অশ্রু-তলে !

(১৫)

দুঃখ-সাগর
 মহন-করা মণি
 অভয়-শরণ
 এসেছ চিন্তামণি !
 জনম ধন্ত গণি ।

(১৬)

বাহিরে তিমির
 ঘনাক এখন তবে
 আজ হ'তে তুমি
 রবে মোর প্রাণে রবে,—
 হবে গো দোসর হবে ।

(১৭)

বাহিরে যা' খুসী
হোক গো অতঃপর
মনের ভুবনে
তুমি ভুবনেশ্বর
নির্ভয়-নির্ভর ।

(১৮)

এমনি যদি গো
কাছে কাছে তুমি থাক
অভয় হস্ত
মস্তকে যদি রাখ
কিছু আমি ভাবিনাক ।

(১৯)

আঁখি নিয়ে যদি
কুটাও মনের আঁখি
তাই হোক ওগো
কিছুই রেখনা বাকী,
উদ্বেল চিতে ডাকি ।

(২০)

হৃদি হাত দিয়ে
ঢাক যদি ছ'নয়ন,
তবুও তোমায়
চিনে নেবে মোর মন
জীবন-সাধন-ধন !

(২১)

পদ্মের মত
নয় গো এ আঁখি নয়
তবু যদি নাও
নিতে যদি সাধ হয়
দিতে করিব না ভয় ।

(২২)

আজ আমি জানি
দিয়েও সে হব ধনী—
চোখের বদলে
পাব চক্ষের মণি
দৃষ্টি চিরন্তনী ।

(২৩)

জয় ! জয় ! জয় !
তব জয় প্রেমময় !
তোমার অভয়
হোক প্রাণে অক্ষয়
জয় ! জয় ! তব জয় !

(২৪)

প্রাণের তরাস
মরে যেন নিঃশেষে,
দাঁড়াও চিন্তে
মৃত্যু-হরণ বেশে,
দাঁড়াও মধুর হেসে ।

(২৫)

আমি ভুলে যাই
তুমি ভোলো নাকো কভু,
করুণা-নিরাশ-
জনে রূপা কর তবু
জয় ! জয় ! জয় প্রভু !

মহাসরস্বতী

বিশ্ব-মহাপদ্ম-লীনা ! চিত্রময়ী ! অগ্নি জ্যোতির্ময়ী !

মহীয়সী মহাসরস্বতী !

শক্তির বিভূতি তুমি, তুমি মহাশক্তি-সমুদ্ভবা ;

সপ্ত-স্বর্গ-বিহারিণী ! অক্ষকারে তুমি উষা-প্রভা ।

সূর্য্যো-সুপ্ত ভর্গদেব মগ্ন সদা তোমারি স্বপনে ;

সবিতৃ-সমুদ্ভবা দেবী সাবিত্রী সে আনন্দিত মনে

বন্দে ও চরণে ।

ছিন্ন-মেঘ অশ্বরের নিষ্কল চন্দ্রমা

তুমি নিরূপমা ।

উদ্ভাসিছে সত্যলোক নির্নিমেষ ও তব নয়ন ;

তপলোক করিছে চয়ন

নক্ষত্র-নুপুর-চ্যুত জ্যোতির্ময় পদরেণু তব ;

জনলোকে তোমারি সে জনম-কল্পনা নব নব

পুরাতনে নবীমান ;—নব নব সৃষ্টির উন্মেষ !

মহীয়ান মহলোক লভি তব মানস-উদ্দেশ—

ব্যাগ্ধ-পরিবেষ ।

স্বর্গলোকে স্বেচ্ছা-স্বখে জাগ' তুমি গীতে

দেবতার চিতে ।

ভুলোকে ভ্রমর-গর্ভ শুভ্র-নীল পদ্ম-বিভূষণ ;

হংসারূঢ়া—ময়ূর-আসনা !

তুমি মহাকাব্য-ধাত্রী ! মহাকবিকুলের জননী !

কখনো বাজাও বীণা, কভু দেবী ! কর শঙ্খধ্বনি,—

উচ্চকিয়া উদ্দীপিয়া ; চক্র-শূল ধর ধনুর্ধ্বাণ ;

হল-বাহী কৃষকের ধরি হল কভু গাহ গান,—

পুলকি' পরাণ !—

সর্ব-বিদ্যা-বার্তা-বিধি দেখিতে দেখিতে

গড়ি' উঠে গীতে !

মহাসঙ্গীতের রূপে গড়ি' উঠে নিত্য অপরূপ

মানবের পূর্ণ বিশ্বরূপ,—

তোমারি প্রসাদে দেবী ! তুমি যবে হও আবির্ভাব

তখনি তো লক্ষ্য-লাভ—তখনি তো মহালক্ষ্মী লাভ ।

দীপকের উদ্দীপনা নিয়ন্ত্রিত করি' রুদ্র তালে

জাগো তুমি স্বতন্তরা ! রক্ত-রশ্মি রুণ্ড তারা ভালে

যুগ-সন্ধ্যা-কালে ।

কভু ও ললাটে শোভে শুভ্র শুকতার

পুণ্য-পুঞ্জী-পারা ।

দেবাসুর-দ্বন্দ্বে দেবী ! সন্তোজাত বজ্রের গর্জনে

তব সাড়া পেয়েছি গগনে ।

সিন্ধু হতে বিন্দু ওঠে বাষ্পরূপে বিদ্যুত-সম্বল,—

বিন্দু-বিসর্গের দিনে তুমি তারে কর গো প্রবল ।

তুমি কর অকুণ্ঠিত ভার্গবের ভীষণ কুঠার ;
গোত্রনাতা মুদগলানী ঋগ্বেদ বাথানে বীৰ্য্য বার,—

ইষ্ট তুমি তার ।

স্বর্ঘ্যে রাখি' যন্ত্র' পরে ছেদিল যে জ্যোতি,—

তুমি তার মতি ।

পার্থে তুমি স্পর্ধা দিলে একাকী যুঝিতে মল্ল রণে

ধ্বংসরূপী মহেশের সনে ।

তুমি কৌশিকের তপ, দেবী ! তুমি ত্রিবিজ্ঞা-রূপিণী ;

উষরে উর্বর কর, জন্ম মৃত্যু-ব্রহ্ম-গুর্বিণী !

অগস্ত্যের বাত্রা-পথে তুমি ছিলে বর্ত্তি নির্নিমেঘ

তুমি হ্রগ্নের-স্পৃহা—হরুহ, হস্তর, হস্ত্রবেশ

সিদ্ধির উদ্দেশ্য ;

'অস্তি' নহ, 'প্রাপ্তি' নহ, তুমি স্বর্ণকোষ—

দৈবী অসন্তোষ ।

রুদ্রের-হৃহিতা দেবী ! কর মোর চিত্তে অধিষ্ঠান,

সর্ব্ব কুণ্ঠা হোক অবসান ।

বিদ্যাতেরে দূতী করি' দ্বিধা ভিন্ন করিয়া দ্যালোক

এস দ্রুত কবি-চিত্তে ; দিকে দিকে নির্ঘোষিত হোক

তব আগমন-বার্ত্তা ; কণ্ঠে মোর দাও মহাগান ;

হে জয়ন্তী ! গাহ 'জয়'—বৈজয়ন্তী উড়াও নিশান

উদ্ভাসি' বিমান ।

সর্ব্ব চেষ্টা সর্ব্ব ইচ্ছা গাঁথ ঐক্য-স্বরে

সুপ্ত চিত্তপুরে ।

হুল'ভের গৃঢ়-তৃষা দীপ্ত রাখ প্রাণের জল্লনা,

অগ্নি দেবী মহতী কল্পনা !

নক্ষত্র-অক্ষরে লেখ 'ক্ষত ত্রাণ' 'ক্ষতি অবসান'

বন্দী মোচনের হর্ষে তিন লোক হোক স্পন্দমান ।

দুর্গমের দুঃখ হর',—জগতের জড়ত্বের নাশ
কর তুমি মহাবাগী ! হোক বিশ্বের পূর্ণ পরকাশ
দীপ্ত তব হাস ।

সিদ্ধির প্রসূতি তুমি ঋদ্ধি আরাধিতা !
হে অপরাজিতা !

লক্ষ কোটি চিত্তে প্রাণে অলক্ষিতে বিহর' আপনি
বুলাইয়া দাও স্পর্শমণি ।

সমুদ্র মূর্ছনা আর হিমাদ্রি 'অচল ঠাট' বার
হে মহাভারতী দেবী ! গাহ সেই সঙ্গীত তোমার ;
এস গো সত্যের উষা ! অসত্যের প্রলয়-প্রদোষ !
বীণাধ্বনি-ঘণ্টারোলে যুক্ত হোক মূর্ত রুদ্র-রোষ
শঙ্করের নির্ঘোষ ;

পুণ্যে কর মৃত্যুজয়ী—পাপে ছন্নমতি ;
মহাসরস্বতী !

এস বিশ্ব-আরাধিতা ! বিশ্বজিত যজ্ঞে মন্ত্র তুমি,—
মনঃকুণ্ডে উঠিছে প্রধুমি' ।

এস ভব্য-অম্বকুলা ! হব্যদাতা আস্থানে তোমারে
রাক্ষস-সত্ত্বের অগ্নি বর্জিল যে হিমালয় পারে ।
ভেদ-দণ্ড তুমি পাপে, পুণ্যে দেবী ! তুমি দান-সাম ;
রাজ-রাজেশ্বরী বাণী ! চিত্তস্থ ! আত্মার আরাম ।
কর পূর্ণকাম ।

ব্রহ্ম-ছায়া তুমি অগ্নি গায়ত্রী শাস্বতী !
বিশ্ব-বিশ্ববতী !

রাত্রি বর্ণনা

ঘড়িতে বারোটা, পথে 'বরোফ্' 'বরোফ্'

লোপ !

উড়ি' উড়ি' আরম্ভলা ছায় তুড়িলাফ্ !

সাফ্ !

পালকী-আড়ায় দূরে গীত গায় উড়ে

তুড়ে !

আঁধারে হা-ডু-ডু খেলে কান করি উচা

ছুঁচা !

পাহারা'লা চুলে আলা, দিতে আসে রোঁদ

খোদ !

বেতাল মাতালগুলো খায় হান্ফিন্

কিন্ !

তন্দ্রাবশে তক্তপোষে প্রচণ্ড পণ্ডিত

চিং ।

যুৎ পেয়ে করে চুরি টিকির বিছাৎ

ভূত !

নিম্ন-গোঁফের নাকে চড়ে ইঁহর চৌ-গোঁফা

তোফা !

গণেশ কচালে আঁখি, করে স্ফুড়স্ফুড়

স্ফুড় !

স্বপ্নে ঝাঞ্চে ভক্তিভরে খুলেছে সাহেব

জ্বেব !

পূজ্য হন্ গজানন তেড়ে স্ফুড় নেড়ে

বেড়ে !

*

*

*

*

ত্রিশূতে বুলিয়া মন্ত্র জপিছে জাহ্নব,
 বাহুড় !
 ছেঁচা-বাঁচা কালপেঁচা চোঁচায় খিঁচায়,
 কি চায় ?
 সিঁধ দিয়ে বিঁধ করে মাম্দের গোর
 চোর !
 আবরি' সকল গাত্র মশা ধরে অন্তে
 দন্তে !
 জগৎ ঘুমায়ে, শুধু করে হাঁকডাক
 নাক !
 স্বপনের ভারি ভিড় দাঁত কিড়্‌মিড়্
 বিড়্‌ বিড়্‌ বিড়্‌ !

অশ্বল-সম্বর কাব্য

অশ্বলে সম্বর্য যবে দিলা শম্ভুমালা
 ওড়-কুলোদ্ভব মহামতি, বঙ্গধামে
 নিম্নশিখি গ্রামে, মধ্যাহ্ন-সময়ে আহা !
 তিস্তিড়ী পলাপু লক্ষা সঙ্গে সবতনে
 উচ্ছে আর ইক্ষু গুড় করি বিড়ম্বিত
 অপূর্ব ব্যঞ্জন, মরি, রাক্ষিয়া স্তমতি
 প্র-পঞ্চ-ফোড়ন দিলা মহা আড়ম্বরে ;
 আশা করি' পুনঃ ঢালিলা জাহ্নাটি ভরি'
 খাব বলি' ; কহ দেবী তাম্বুরা-বাদিনী !

কোন্ জাম্বুবান নৈল মুগ্ধ তার ব্রাণে
 আচম্বিতে ? জম্বুদ্বীপ হৈল হরষিত !
 কন্বুরবে অনুনিধি মহাত্মী করি'
 আইলা অম্বল-লোভে লোভী ; শম্বকেরা
 কৈল হড়াছড়ি জলতলে, জম্বকেরা
 হকা-হুয়া উঠিল ডাকিয়া দ্বিপ্রহরে
 দিবাভাগে ! জগদম্বা-হস্ত-বিলম্বিত
 গুপ্ত-নিগুপ্তের কাটা-মুণ্ডে গুপ্ত জিভে
 এল জল ; জগবম্প বাজিল দেউলে ।
 সন্ন্যাসী কম্বলাসনে চোখাইলা মুখ !
 বোম্বারের আঁঠি ফেলি বিষোষ্ঠী দৌড়িলা !
 স্বদূর সহরে হোথা চেম্বারে চেম্বারে
 হাসিল গ্রাম্ভারি বত জজ ! নম্বোদরী
 হাঁচিলা হিড়িম্বা বনে ; শম্ব দ্বারকার ।
 গোপাঙ্গনা ভুলিলা দম্বল দিতে দৈএ !
 অম্বলের গন্ধে দই জমিল আপনি !
 কম্বজা সম্বরাসুরে না করি' বম্বার্ড
 দম্বোলি নিফেপি' ইন্দ্র সে অম্বল-লোভে
 দাম্বাল উলঙ্গ ছম্বো চাম্বা-ছেলে সাজি'
 আইলা শম্বুর দ্বারদেশে ! গোষ্ঠে গাভী
 কৈল হাস্যরব । হাম্বীর ভাঁজিল গুণী
 মনোভূলে পোড়াইয়া অম্বুরী তাম্বাকু !
 কিস্বদন্তী কয়, চুম্বনে অরুচি হৈল
 নবদম্পতীর সে অম্বল-গন্ধে মুগ্ধ
 মন । হৈল ভিনিগার বোতলে শ্রাম্পেন
 ঈর্ষ্যাবশে । হিংসাভরে রম্বা হৈল নীচে ।
 কলম্বোর কুম্বকর্প জাগিল ; কবরে
 মোল্লা দোপিয়াজা দিল্লীধামে, ফুলমন

সম্বরা-সোরভে ! কৈলাসে স্বনামধন্য
 শূলী শম্ভু বাজাইলা আনন্দে ডম্বরু
 মালী শম্ভুরূত অম্বলের গন্ধামোদে
 দিগম্বর ববম্বম্ব বাজাইলা গাল !
 পুষ্পবৃষ্টি হৈল নীলাম্বরে—জগবন্ধু
 শূপকার উড়িয়ার রন্ধন-গোরবে ।
 গেরম্বারি শম্ভুমালী কিন্তু নিজ মনে
 কোনোদিকে বিন্দুমাত্র না করি দৃকপাত
 জাম্বাটি উজাড় কৈল গাবু-গাবু রবে ॥

করাধু

[দিতি ও কশ্যপের পুত্র অম্বর-সম্রাট হিরণ্য-কশিপুর পত্নী করাধু । ইনি
 জম্বাস্বরের কন্যা ও মহিষাস্বরের ভগিনী । ইহার চারি পুত্র—প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ,
 হ্লাদ ও অম্বহ্লাদ ।]

কার তরে এই শয্যা দাসী, রচিস্ আনন্দে ?
 হাতীর দাঁতের পালঙ্কে নোর দে রে আগুন দে ।
 পুত্র বাহার বন্দীশালার শিলায় শুয়ে হায়,
 যুম যাবে সে হুধের-ফেনা ফুলের-বিছানায় ?
 কুমার বাহার উচিত ক'য়ে সয় অকথ্য ক্লেশ,
 সে কি রাজার মন ভোলাতে পরবে ফুলের বেশ ?
 হুলাল বাহার শিকল-বেড়ীর নিগ্রহে জর্জর,
 জম্বলিকা ! রত্ন-মুকুট তার শিরে হুর্ভর !

পারব না আর করতে শিঙার রাখতে রাজার মন,
 জঞ্জালে ডাল্ জঞ্জাল-জাল রাণীর অভরণ !
 কণীর মত রাজার দেওয়া দংশে মণিহার,
 বম-যাতনা এখন এ মোর রম্য অলঙ্কার !
 কেয়ূর-কাঁকণ শিথ্লে দে রে, খুলে দে কুণ্ডল,
 শিথ্লে দে এই নোতির সীঁথি শচীর আঁখিজল !
 রাণীকে আর নাই রে কচি—নাই কিছুই সাধ,
 যে দিকে চাই কেবল দেখি লাজিত প্রহ্লাদ !
 যে দিকে চাই মলিন অধর, উপবাসীর চোখ,
 যে দিকে চাই গগন-ছোয়া নীরব অভিযোগ,
 যে দিকে চাই ত্রতীর মুক্তি নিগ্রহে অটল,
 সাপের সাথে শিশুর খেলা,—মন করে বিহ্বল ।
 মারণ-পটু মারছে বটু—মারছে বাছারে,
 শস্ত্রপাণি দিচ্ছে হানা বালক নাচারে,
 কাঁটায় গড়া মারছে কোড়া ছধের ছেলের গায়,
 ছাখ্ রে রাঙা দাগ্ ডাতে ছাখ্ আমার দেহ ছায় !
 প্রাণের ক্ষতে লোহর ধারা বর্ছে লক্ষ ধার,
 আর চোখে নিদ্ আন্বে ভাবিস্ পালঙ্কে রাজার ?
 গুমে গুমে পুড়ে যেন বাচ্ছে শরীর মন,
 ক্লান্ত আঁখি মুদলে দেখি কেবল কুস্বপন,
 পাহাড় থেকে আছড়ে ফেলে দিচ্ছে পাথরে—
 প্রহ্লাদ মোর ; দিচ্ছে ঠেলে সাপের চাতরে ।
 জগদলন পাষণ বুক ফেলছে তরঙ্গে,
 চোরের সাজে সাজিয়ে সাজা চোরেরি সঙ্গে !
 নির্দোষেরে খুণীর বাড়া দিচ্ছে রে দণ্ড
 কালনেমি, কবন্ধ, রাহ দৈত্য-পাষণ্ড ।
 কভু দেখি ফেলছে বাছায় পাগ্ লা হাতীর পায়,—
 বিদ্রোহীদের প্রাপ্য সে আজ নিরীহ জন পায় !

চক্ষুচোখে রক্ত বরে দারুণ সে দৃশ্যে,
মর্শচোখে কেবল দেখি...নৃসিংহ বিম্বে !

* * * *

হায় ক্ষমতার অপপ্রয়োগ !...হাহা রে আফশোস,
অপ্রযুক্ত দণ্ড এ যে,...জাগায় বিধির রোষ !
কি দোষ বাছার বুঝে নারি, অবাক চোখে চাই,
ইচ্ছা করে এ দেশ ছেড়ে অত্র কোথাও যাই—
অত্র কোথাও—অত্র কোথাও—এ রাজ্যে আর নয়,
ভাগ্যে আমার স্বর্গপুরী হ'ল ভীষণ ভয়,
চোখের আগে কেবল জাগে ছেলের মলিন মুখ,
থঞ্জে জেতা স্বর্গপুরে নাই রে স্বর্গ-সুখ ।
বুঝে নারি কী দোষ বাছার,.....ভাবি অহর্নিশ,
যণ্ড গুরুর শিক্ষা পেয়েও যণ্ডামি তার বিষ,...
এই কি কল্পের অপাপ শিশুর ? হায় রে কে জানে,
বিহ্বলতায় বিকল করে এ মোর পরাণে ।...
ফিরে এল শিক্ষা-শেষে শিশু পুলক-মন,
ভীষণ সাপের আবর্তে হায় এই সমাবর্তন !
প্রশ্ন হ'ল—“কি শিখেছ ?” রাজার সভা-মাঝে
কয় শিশু—“তঁার নাম শিখেছি রাজার রাজা যে ;
যাঁর আদি নাই, অন্তও নাই, যে-জন চিরন্তন,
সত্য-মূর্তি স্বতঃস্ফূর্তি অরূপ নিরঞ্জন,
তিন ভুবনের প্রভু যিনি, প্রভু যে চার যুগে,
শিখেছি নাম জপ্তে তাঁহার, গাইতে সে নাম মুখে ।”
ছেলের বোলে রুষ্ট রাজা দেবদ্ব-লোভী,
ছেলের দেব-প্রেমে ছাখেন বিদ্রোহ-ছবি ।
বিধির বরে দেবতা-মানুষ-পশুর অবধ্য
মাতেন পিয়ে অহঙ্কারের অপাচ্য মদ্য ।

ভাবেন মনে “হইছি অমর” অবধ্য ব’লেই !
 পরের বধ্য নয় ব’লে, হায়, মৃত্যু যেন নেই !
 দেবতা-মানুষ-পশুর বাইরে কেউ যেন নেই আর
 বলের দর্পে দণ্ড দিতে ; এমনি ব্যবহার !
 দাবী করেন দেবের প্রাপ্য যজ্ঞ-হবির ভাগ,
 ভগবানের জয়-গানে হায় বাড়ে উঁহার রাগ !
 উনিই যেন রুদ্র, মরুৎ, উনিই সূর্য্য, সোম,
 ক্ষণস্থায়ী রাজ্যমদে দণ্ডধারী বন ।
 ইন্দ্র উনি ইন্দ্রজয়ী, জয়ন্ত, জিষ্ণু,
 একলা উনি সব দেবতা, নাসত্য, বিষ্ণু ।
 ছেলের বোলে ক্রোধোন্মত্ত দৈত্য ধুরন্ধর,
 “আনার আগে শত্রে বলে ত্রিভুবনেশ্বর !
 রাজদেবী অমন ছেলে, ফল বা কি জীয়ে ?
 ডুবিয়ে দেব নির্ঘাতনের নরক সৃজিয়ে ।
 খর্ব্ব করে রাজায় যে তার রাখ’ব না মাথা,
 দণ্ডবিধান কর’ব, স্বয়ং আমিই বিধাতা ।”
 বাক্য শুনে বালক বলে বিনয় বচনে—
 “হৃদয় আমার নিরত যাঁর অর্ঘ্য-রচনে,
 পিতার পিতা মাতার মাতা রাজার রাজা সেই,
 সত্য তিনি নিত্য তিনি তাঁর তুলনা নেই ;
 পিতা গুরু,...মাগ্ন করি,...শ্রদ্ধা দিই ভূপে,...
 তাই ব’লে হায় ভুলতে নারি সত্য-স্বরূপে ।
 আত্মা...আপন বিশিষ্টতা...কর’ব না ক্ষুণ্ণ,...
 স্বরণে যার মরণ মরে,...কীৰ্ত্তনে পুণ্য,...
 সে নাম আমি ছাড়’ব নাকো, ছাড়’ব না নিশ্চয় ;
 অঙ্গে যিনি, অস্ত্রে তিনি,—শাস্তিতে কি ভয় ?”
 কথার শেষে কোটাল এসে বাঁধ’লে ক’সে তায়,
 শাস্ত শিশু হাস’ল শুধু শিষ্ট উপেক্ষায় ।

চ'লে গেল শান্তি নিতে নিরীহ প্রহ্লাদ—
 আত্মলাভের মূল্য দিতে প্রহারে সাহ্লাদ !
 মিনতি-বোল বন্ডে গেলাম দৈত্যপতিরে,...
 বিমুখ হ'য়ে,... আঁকড়ে বুকে নিলাম ক্ষতিরে,
 ছেড়ে এলাম সভা-গৃহ বাক্য-যন্ত্রণায়
 সিংহাসনের আসনে ভাগ ঠেলে এলাম পায়,
 ভাব-দেহে যাই লাগল আঘাত, হায় রে করাদু,
 স্থূল-শরীরও মরিয়া হ'ল, টিকল না যাতু ।
 চ'লে এলাম রাজ্য রাজা ডুবিয়ে উপেক্ষায়,—
 সত্য যেথা পায়না আদর চিত্ত বিমুখ তায় ।
 আসার পথে দেখে এলাম কেবল অলক্ষণ,—
 বিস্থিল মোর বিধবা-বেশ স্তম্ভ অগুণন ।
 ব্যাকুল চোখে চাইতে ফাঁকে চোখ হ'ল বন্ধ,
 মশানে স্ব-মুণ্ডে লাথি ঝাড়ে কবন্ধ !
 ক্ষিপ্ত-পারা আকাশে চাই, সেথায় দেখি হায়,
 রক্ত-স্নাত সিংহ-শীর্ষ পুরুষ অতিকায়,
 অঙ্গে তাহার লুটায় কে রে মুকুট-পরা শির,
 সিংহনখে ছিন্ন অস্ত্র চৌদিকে রুধির !
 দু' হাতে চোখ ঢেকে এলাম অন্ধ আশঙ্কায়
 ভিত্তি-পরে কপাল হুঁকে কেবল প্রতি পায় ।
 সেই অবধি শুদ্ধি কেবল অন্তরে গুরুগুরু
 বিসর্জনের বাজনা বাজায় বিপর্যয়ের সুর,
 টলছে মাটি নাগ বাসুকী অধর্মেরি ভার
 হাজার ফণা নেড়ে করে বইতে অস্বীকার ।
 যে বিধি নয় ধর্ম্য, বুঝি, তার আজি রোখ-শোধ ;
 বিধির টনক নড়ায় শিশুর শিষ্ট প্রতিরোধ ।
 বিধি-বহিষ্কৃতের বিধি মানবে না কেউ আর,
 ওই শোনা যায়, জন্তলিকা ! নৃসিংহ-হৃদয় !

রেখে দে তোর শয্যা-রচন রাণীর পালঙ্কে,
 হৃষীকেশের শাঁখ হৃদে শোন্ হর্ষে—আতঙ্কে ।
 ভীষণ মধুর রোল উঠেছে রুদ্র আনন্দে,
 স্ত্রুথের বাসায় স্ত্রুথের আশায় দে রে আগুণ দে ।
 হুঃখ বরণ করেছে মোর নির্দোষী প্রহ্লাদ,
 সেই হুখে আজ আঁকড়ে বুকে চন্ করি জয়নাদ ।
 আত্মা চাহে শিশুর রূপে প্রাপ্য বাহা তার,—
 বিদ্রোহ নয় বিপ্লবও নয় ত্রাণ্য অধিকার ।
 উচিত ব'লে দণ্ড নেবার দিন এসেছে আজ,
 উচিত ক'রে পরতে হবে চোর-ডাকাতের সাজ,
 চিত্ত-বলের লড়াই শুরু পশু-বলের সাথ,
 বত্মা-বেগের হানার মুখে কিশোর-তনুর বাঁধ !
 প্রলয়-জলে বটের পাতা ! চিত্ত-চমৎকার !
 তীর্থ হ'ল বন্দীশালা, শিকল অলঙ্কার ।
 খেদ কিছু নাই, আর না ডরাই, চিত্তে মার্ভেঃ রব !
 উচিত ব'লে বন্দী ছেলে এ মম গৌরব !
 করায়ু তোর জনম সাধু, মোছ রে চোখের জল,
 রাজ-রোষেরি রোশ্নায়ে তোর মুখ হ'ল উজ্জল !

বর্ষ-বোধন

তোমার নামে নোয়াই মাথা ওগো অনাম ! অনির্বচনীয় !

প্রণাম করি হে পূর্ণ-কল্যাণ !

প্রভাত পেলে যে প্রভা আজ, সেই প্রভা দাও প্রাণে আমার প্রিয়,

আলোয় জাগো সকল-আলোর-ধ্যান !

সন্দেহী সে ভাবছে—তোমার অব্যাহত কল্যাণেরি ধারা

বন্ধুরতায় বিফল নরলোকে,

চক্ষুচোখের আশী হ'তে দিনে দিনে যাচ্ছে ঝ'রে পারা,

এবার জ্যোতি জাগাও মনের চোখে ।

বীভৎস দৃঃস্বপ্ন-ভরে বিশ্ব-হৃদয় উঠছে মুহু কঁপে,

হাসছে যেন ভৈরবী-ভৈরবৈ ;

ভয়ের মেঘে ঝাপসা আকাশ, ভয়ের ছায়া সূর্য্যেরে রয় চেপে,

সে ভয় প্রভু ! হরো 'মা ভৈঃ' রবে ।

প্রীতি-নীতল এই পৃথিবী প্রেত-শিলা হয় বাদের উপদ্রবে,

রুদ্র-রূপে তাদের কর নত ;

দস্তাস্বরের দস্ত কাড়ো, মুখে-মধু কৈতবে—কৈটভে—

মাটির তলে পাঠাও কীটের মত ।

*

*

*

*

রাজ-বিভূতি তোমার শুধু বিশ্বধাতা ! তিন ভুবনের রাজা !

ইঙ্গিতে যার জগৎ মরে বাচে ;

মৃত্যু বাদের করবে ধূলো, বিড়ম্বনা তাদের রাজা মাজা,

পোকার-খোরাক তোমার আসন যাচে !

মানুষ সাজে বজ্রধারী, তোমার বজ্রদণ্ড নকল ক'রে,

স্পর্ধাভরে পূজার করে দাবী ।

জীৱন্-কাঠির খোঁজ রাখে না, হয় ভগবান্ মরণ-কাঠি ধ'রে,

দেবের ভোজ্যে মুখ দিয়ে খায় খাবি ।

যায় ভুলে সাম্রাজ্য-মাতাল কোথায় নিশর, কোথায় আশ্রয়িয়া,
 খান্দি, তাতার, রোম সে কোথায় আজ,
 কই বাবিলন, আরব, ইরান ? কই মাসিডন, রয় কিনা রয় জীরা
 রথ-পাখীদের জরদগবের মাজ !
 কই ভারতের বরুণ-ছত্র—দিগ্বিজয়ীর সাগর-জয়ের স্মৃতি ?
 মহাসোনা সুখত্রা আজ কার ?
 যব, শ্রীবিজয়, সমুদ্রিকা, বরুণিকা কাদের বাড়ায় প্রীতি ?
 সিংহলে কার জয়ের অহঙ্কার ?
 প'ড়ে আছে অচিন্ দ্বীপে হিম্পানীয়ার দর্প-দেহের থোলা—
 বাঁজ'রা জাহাজ তিমির পাজর হেন,
 পর্ভুগীজের সমান ভাগে গোল পৃথিবীর নিলে যে আধ-গোলা
 ফিলিপিনায় পিন্ পুঁতে ঠিক যেন ।
 কোথায় মারা-রাষ্ট্র বিপুল মাওরি-পেরু-লঙ্কা-নিশর-জোড়া ?
 ছায়ার দেশে বুঝি স্বপন-রূপে ?
 হারিয়ে গতি ধাবন-ব্রতী ময়দানবের সিদ্ধচারী ঘোড়া
 বাড়ব-শিখায় নিশাস ফেলে চুপে ।

*

*

*

*

আজ বরষের নূতন প্রাতে আলোক-পাতে প্রাণ করে প্রার্থনা—
 ওগো প্রভু ! ওগো জগৎ-স্বামী !—
 প্রণব-গানে নিখিল প্রাণে নবীন যুগের কর প্রবর্তনা,
 জ্যোতির রূপে চিত্তে এস নানি' ।
 সকল প্রাণে জাগুক রাজা ; যাক্ রাজাদের রাজাগিরির নেশা ;
 জগৎ জয়ের যাক্ থেমে তাওব,
 যুচাও হে দেব ! নিঃশেষে এই মানুষ জাতির মানুষ-পেষণ পেশা,
 চিরতরে হোক সে অসম্ভব ।
 দেশ-বিদেশে শুনছি কেবল রোজ রাজাসন পড়'ছে খালি হ'য়ে,
 সে-সব আসন দখল কর তুমি,

মালিক ! তোমার রাজধানী হোক সকল মূলুক এ বিশ্বনিলয়ে,
 সত্যি সনাথ হোক এ মর্ত্তভূমি ।
 তোমার নামে হুইয়ে মাথা, অভয়-দাতা ! দাঁড়াক জগৎ-প্রজা
 খজু হ'য়ে তোমার আশীর্বাদে,
 তোমার বারা নকল, রাজা ! তাদের সাজা আস্ছে নেমে সোজা
 যুগান্তুরি ভীষণ বজ্রনাদে ।
 অমঙ্গলের ভুজগ-কণায় মঙ্গলেরি জল্ছে মহামণি
 কয় মোরে এই বিভাত-বেলার বিভা ;
 বিভাবরীর নাই আয়ু আর, বিমল বায়ু বল্ছে মুকুল গণি'—
 কমল-বনে আস্ছে নবীন দিবা ।

বড়দিনে

তোমার শুভ জন্মদিনে প্রণাম তোমায় কর্ছে অস্থগান,
 ভগবানের ভক্ত ছেলে ! ঋষির ঋষি ! ঋষ্ট মহাপ্রাণ !
 সাত মনীষীর বন্দনীয় ওগো রাখাল ! ওগো দীনের দীন !
 জগৎ সারা চিত্ত দিয়ে স্বীকার করে তোমার কাছে ঋণ ।
 হৃদয়-লতার তন্তু দিয়ে বিশ্ব সাথে বাঁধ্লে বিধাতারে,
 পিতা ব'লে ডাক্লে তাঁরে আনন্দেরি সহজ অধিকারে ।
 চম্কে যেন উঠ্লে জগৎ নূতনতর তোমার সম্বোধনে ;
 শাস্ত্রপাঠী উঠ্লে ক্রয়ে, শয়তানেরা কন্দী আঁটে মনে ;
 টিট্কারী ঠার সন্দেহীরা, ভাবে বুঝি দাবী তোমার ফাঁকা,
 ক্রুসের পরে জীবন দিয়ে রক্তে আপন কর্লে দলীল পাকা ।

মৃত্যুপারের অন্ধকারে ফুটল আলো, উঠল যে জয় গান,
আপনি ম'রে বিশ্ব-নরে দিলে তুমি নবজীবন দান।
স্বর্গে মর্তে বাধলে সেতু, ধৃত ধরা তোমার আবির্ভাবে।
মরণজয়ী দীক্ষা তোমার জয়াজরে অটল লাভালাভে।

*

*

*

*

তাই তো তোমার জন্মদিনের নাম দিয়েছি আমরা বড়দিন,
স্মরণে যার হয় বড় প্রাণ, হয় মহীয়ান চিত্ত স্বার্থলীন ;
আমরা তোমায় ভালবাসি, ভক্তি করি আমরা অখণ্ডান,
তোমার সঙ্গে বোঁগ যে আছে এই এসিয়ার, আছে নাড়ীর টান ;
মস্ত দেশের ক্ষুদ্র মানুষ আমরা, তোমায় দেখি অবাক্ হ'য়ে,
অশেষ প্রকার অধীনতার ক্রুসের কাঁটা সারাজীবন স'য়ে।
রাষ্ট্র মোদের কাঁটার মুকুট, সমাজ মোদের কাঁটার শয্যা সে যে,
যতই ব্যথায় পাশ ফিরি হায় ততই বেঁধে, ততই ওঠে বেজে !
কাণ্ডারীহীন জীবন-যাত্রা, কুকাণ্ড তাই উঠছে কেবল বেড়ে,
বোঁগ্যতম জ্বরদস্তি ফেলছে চ'ষে জগৎটা শিং নেড়ে !
নৃশংসতার হুণ অতি হুণ টেকা দিয়ে চলছে পরস্পরে,
শয়তানি সে অটুহাসে সত্য-বাণীর কর্ত্ত চেপে ধরে !
গির্জা-ভাঙা হাউইটজারের গর্জনে হায় ধর্ম গেল তল,
মাৎ হ'য়ে যায় মনুষ্যত্ব, 'কিস্তি' হাঁকে ভব্য ঠগীর দল।
নিরীহ জন লাঞ্ছনা নয়, সে লাঞ্ছনা বাজে তোমার বুকে,
নিত্য নূতন ক্রুসের কাঠে তোমায় ওরা বিধছে পেরেক ঠুকে।

*

*

*

*

তোমার পরে জুলুম ক'রে ক্ষুণ্ণ ক'রে মনুষ্যত্ব ধারা
রোমের হুকুম-মহকুমা গুঁড়িয়ে গেল, ধুলায় হ'ল হারা।
আজ বিপরীত-বুদ্ধি-বশে ভুলছে মানুষ ভুলছে কালের বাণী,
তাদের পরে তাস সাজিয়ে ভাবছে হ'ল অটল বা রাজধানী।
মাড়িয়ে মানুষ উড়িয়ে ধুলো অন্ধ বেগে কবন্ধ রথ চলে,
ওষ্ঠবাসী খুঁট-ভক্তি ডুবছে নিতি নীটশেবাদেদের তলে !

তাকার জগৎ বাক্যহারা ইয়োরোপের মাটির ক্ষুধা দেখে,
 ভব্যতা সে ভিক্ষি গেছে ভেপ্-সে-ওঠা টাকার গোঁজের থেকে,
 উবে গেছে ভক্তিশ্রদ্ধা, শিষ্টতা আড়ষ্ট হ'য়ে আছে,
 জড়বাদের স্বন্ধে চ'ড়ে ধিঙ্গি-পারা জিঙ্গো-জুজু নাচে !
 তিন ডাকিনী নৃত্য করে ইয়োরোপের শশান-পারা বুকে—
 লড়াই-লালচ, বড়াই-লালচ, কড়ির লালচ,—নাচ্ছে বিষম রুখে ।
 ওখানে ঠাই নাই প্রভু আর, এই এসিয়ার দাঁড়াও স'রে এসে—
 বুদ্ধ-জনক-কবীর-নানক-নিমাই-নিতাই-গুরু-সনকের দেশে ;
 ভাব-সাধনার এই ভুবনে এস তোমার নূতন বাণী ল'য়ে
 বিরাজ করো ভারত-হিয়ার ভক্তমালাে নূতন মণি হ'য়ে ;
 ব্যথা-ভরা চিত্ত মোদের, খানিক ব্যথা ভুলবে তোমায় হেরি ;
 সত্য-সাধন-নিষ্ঠা শিখাও, বাজাও গভীর উদ্বোধনের ভেরী ;
 ধৈর্য্যগূঢ় বীর্য্য তোমার জাগুক, প্রাণের সব ভীকতা দহি',
 সহিষ্ণুতায় জিষ্ণু করো, মহামহিম আদিম সত্যাগ্রহী !
 নিগ্রহে কি নির্য্যাতনে ফুরিয়ে যেন না যায় মনের বল ।
 নিত্য-জীবন-লাভের পথে জাগুক তোমার মুক্তি অচঞ্চল !
 পরের মরম বুঝতে শিখাও, হে প্রেমগুরু, চিন্তে এস নেমে,
 কুষ্ঠ-ক্লেদের মাঝখানে ভার দাও হে সেবার সর্বসহা প্রেমে ;
 মন নিতে চায় ওই আদর্শ, নাগাল না পাই, হাত ধ'রে নাও তুমি,
 ম'রে অমর হবার মতন দাও শক্তি দীনের শরণভূমি !
 সবল কর পঙ্গু ইচ্ছা, পরশ বুলাও মনের পক্ষাঘাতে,
 হাত ধ'রে নাও, পৌছিয়ে দাও সত্যি-বাঁচার নিত্য-সুপ্রভাতে !
 বিশ্বাসে যে বল অমিত সেই অমৃতের দরজা দাও খুলে,
 অভয়-দাতা ! পৌছিয়ে দাও পরম-অমরদাতার চরণ-মূলে !
 ব্যথার বিবে মন ঝিনালে স্মরি যেন তোমার মশান-গীতা—
 “না গো আমার ত্যাগ করো না, ত্যাগ করো না,
 পিতা ! আমার পিতা !”

চরকার গান

ভোম্ৰায় গান গায় চরকার, শোন, ভাই !
খেই নাও, পাজ দাও, আমরাও গান গাই !
ঘর-বা'র করবার দরকার নেই আর,
মন দাও চরকার আপ্নার আপ্নার !
চরকার বর্ষর পড়'শীর ঘর ঘর !
ঘর-ঘর ক্ষীর-সর,—আপনায় নির্ভর !
পড়'শীর কণ্ঠে জাগ'ল সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !

* * * *

বরকার বু'বু'বু'র ফুর'ফুর' বইছে !
চরকার বু'বু'ল্ কোন্ বোল্ কইছে ?—
কোন্ ধন দরকার চরকার আজ গো ?—
ঝিউড়ির খেই আর বউড়ির পাজ গো !
চরকার বর্ষর পল্লীর ঘর-ঘর !
ঘর-ঘর ঘি'র-দীপ,—আপ্নায় নির্ভর !
পল্লীর উল্লাস জাগ'ল সাড়া,—
দাঁড়া আপ্নার পায়ে দাঁড়া !

* * * *

আর নয় আইটাই চিম্-চিম্ দিন-ভর,
শোন্ বিশ্বকর্মার বিশ্বয়-মন্তর !
চরকার চর্য্যার সন্তোষ মন্টায়,
রোজ্‌গার রোজ্‌দিন বণ্টায় বণ্টায় ।

চরকার ঘরঘর বস্তির ঘর-ঘর !

ঘর-ঘর মঙ্গল,—আপ্নায় নির্ভর !

বন্দর-পত্তন-গঞ্জে সাড়া,—

দাঁড়া আপ্নার পায়ে দাঁড়া !

* * * *

চরকার সম্পদ, চরকায় অন্ন,
বাংলার চরকায় কলকায় স্বর্ণ !
বাংলার মন্‌লিন্ বোগ্‌দাদ্ রোম চীন
কাঞ্চন-তোলেই কিন্তেন একদিন !

চরকার ঘরঘর শ্রেষ্ঠীর ঘর-ঘর !

ঘর-ঘর সম্পদ,—আপ্নায় নির্ভর !

সুপ্তের রাজ্যে দৈবের সাড়া,—

দাঁড়া আপ্নার পায়ে দাঁড়া !

* * * *

চরকাই লজ্জার সজ্জার বস্ত্র !
চরকাই দৈত্বের সংহার-অস্ত্র !
চরকাই সন্তান ! চরকাই সম্মান !
চরকায় হুঃখীর হুঃখের শেষ ত্রাণ !

চরকার ঘরঘর বঙ্গের ঘর-ঘর !

ঘর-ঘর সম্ভ্রম—আপ্নায় নির্ভর !

প্রত্যাশ ছাড়্‌বার জাগ্‌ল সাড়া,—

দাঁড়া আপ্নার পায়ে দাঁড়া !

* * * *

কুরস্বৎ সার্থক করবার ভেল্কি !

উস্খুস্ হাত ! বিশ্বকর্মার খেল্ কি !

তন্দ্রার হৃদেয় একলার দোকলা !

চরকাই একজাই পয়সার টোকলা !

চরকার ঘর্ঘর হিন্দের ঘর-ঘর !

ঘর-ঘর হিক্‌নৎ,—আপনায় নির্ভর !

লাথ লাথ চিতে জাগ্‌ল সাড়া,—

দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !

* * * *

নিঃশ্বের মূলধন, রিক্তের সঞ্চয়,

বন্ধের স্বস্তিক চরকার গাও জয় !

চরকায় দৌলৎ । চরকায় ইজ্জৎ !

চরকায় উজ্জল লক্ষ্মীর লজ্জৎ !

চরকার ঘর্ঘর গোড়ের ঘর-ঘর !

ঘর-ঘর গৌরব,—আপনায় নির্ভর !

গঙ্গায় মেঘনায় তিস্তায় সাড়া,—

দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !

* * * *

চন্দের চরকায় জ্যোৎস্নার স্রষ্টি !

সূর্য্যের কাটুনায় কাঞ্চন বৃষ্টি !

ইন্দের চরকায় মেঘ জল থান থান !

হিন্দের চরকায় ইজ্জৎ সম্মান !

ঘর-ঘর দৌলত ! ইজ্জৎ ঘর-ঘর !

ঘর-ঘর হিন্‌নৎ,—আপনায় নির্ভর !

গুজরাট-পাঞ্জাব-বাংলার সাড়া—

দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !

সেবা-সাম

আলগ্ হ'য়ে আলগোছে কে আছি জগতে—
 জগন্নাথের ডাক এসেছে আবার মরতে !
 তফাৎ হ'য়ে তফাৎ ক'রে নাইক মহত্ব,
 দশের সেবায় শূদ্র হওয়াই পরম দ্বিজত্ব !
 পিছিয়ে যারা পড়ছে তাদের ধ'রে নে ভাই হাত,
 মিলিয়ে নেব কণ্ঠ আবার চল্ সাথে সাথ,
 জগন্নাথের রথ চলেছে, জগতে জয় জয়,—
 একটি কণ্ঠ থাকলে নীরব অঙ্গহানি হয় ;
 সাথের সাথী পিছিয়ে রবে,—কাঁদবে নাকি মন ?
 এমন শোভাযাত্রা যে হয় ঠেকবে অশোভন ।

* * *

চিত্তময়ী তিলোত্তমা ভাবান্ধিকা মোর,
 মর্ন্তে এস নন্দনেরি নিয়ে স্বপন-ঘোর ;
 তোমার আঁখির অমল আভায় ফুটাও অন্ধ চোখ,
 আদর্শেরি দর্শনেতে জনম সফল হোক ।
 জাগ কবির মানসরূপে বিশ্ব-মনস্কাম,—
 সর্বভূতে আত্মবোধে মহান্ সেবাসাম ।

* * *

এক অরূপের অঙ্গ মোরা লিপ্ত পরস্পর,—
 নাড়ীর বোগে যুক্ত আছি নইক স্বতন্তর ;
 একটু কোথাও বাজলে বেদন বাজে সকল গায়,
 পায়ের নখের ব্যথায় মাথার টনক ন'ড়ে যায় ;
 ভিন্ন হ'য়ে থাক্ কি, হয়, মন মানে না বুঝ,—
 ছিন্ন হ'য়ে বাঁচতে নারি,—নই রে পুরুভুজ ।

* * *

তফাৎ থেকে হিতের সাধন মোদের ধারা নয়,
 ভিক্ষা দেওয়ার মতন দেওয়ার ভরবে না হৃদয়,
 অনুগ্রহের পায়সে কেউ ঘেঁসবে না গন্ধে,
 আপন জেনে ক্ষুদ্র কুড়া দাও থাকে আনন্দে ।
 পরকে আপন জানতে হবে, ভুলতে আপন পর,—
 অগাধ স্নেহ অসীম ধৈর্য্য অটুট নিরন্তর ।
 পিতার দৃঢ় ধৈর্য্য, মাতার গভীর মমতা
 প্রত্যেকেরি মধ্যে মোদের পায় গো সমতা ;
 পিতার ধৈর্য্যে মানব-সেবা করব প্রতিদিন,
 মাতার স্নেহ বিশেষ দিয়ে শুধু মাতৃঋণ ।

* * *

দীপ্তিহারী দীপ নিয়ে কে ?—মুখটি মলিন গো !
 চক্ৰমকি কার হাতে আছে ?—জাগাও ফুলিঙ্গ,—
 জাগাও শিখা—সঙ্গীরা সব মশাল জ্বলে নিক্,
 এক প্রদীপের প্রবর্তনায় হোক আলো দশদিক্ ।
 এক প্রদীপে দিকে দিকে সোনা ফলাবে,
 একটি ধারা মরু-ভূমির মরম গলাবে ।

* * *

সত্য সাধক ! এগিয়ে এস জ্ঞানের পূজারী,
 অজ্ঞমনের অন্ধ গুহায় আলোক বিথারি' ।
 শিল্পী ! কবি ! স্নন্দরেরি জাগাও স্রবমা,—
 অশোভনের আভাস—হ'তে দিও না জমা ।
 কন্ঠী ! আনো স্রধার কলস সিদ্ধ মথিয়া,
 হুঃস্থ জনে স্রস্থ কর আনন্দ দিয়া ।
 স্রথী ! তোমার স্রথের ছবি পূর্ণ হ'তে দাও,
 হ্রথী-হিয়ার হুঃখ হর হরষ যদি চাও ।
 নইলে মিছে শ্মশানে আর বাজিয়ে না বাঁশী,
 হেস না ঐ অর্থবিহীন বীভৎস হাসি ।

এস ওঝা ! ভূতের বোঝা নামাও এবারে,
নিজের রুগ্ন অঙ্গ জেনে রোগীর সেবা রে !
জীবনে হোক সফল নব ত্রিবিজ্ঞা-সাধন,—
সহজ সেবা, সরল প্রীতি, চিন্ত-প্রসাধন ।

* * *

বিশ্বদেবের বিরাট দেহে আমরা করি বাস,—
তপন-তারার নয়ন-তারার একটি নীলাকাশ ।
এক বিনা ছই জানে নাকো একের উপাসক,
সবাই সফল না হ'লে তাই হব না সার্থক ।
নিখিল-প্রাণের সঙ্গে মোদের ঐক্য-সাধনা,
হিয়ার মাঝে বিশ্ব-হিয়ার অমৃত-কণা ।
সবার সাথে যুক্ত আছি চিন্তে জেনেছি,
প্রীতির রঙে সেবার রাখী রাঙিয়ে এনেছি—
কাজ পেয়েছি, লাজ গিয়েছে, মেতেছে আজ প্রাণ,
চিন্তে ওঠে চিরদিনের চির নূতন গান ।
বেঁচে ম'রে থাকব না আর আলগ—আলগোছে ;
লগ্ন শুভ, রাখব না আজ শঙ্কা-সঙ্কোচে ।
বাড়িয়ে বাছ ধরব বুকে, রাখব মমত্ব,
মোদের তপে দগ্ধ হ'বে শুদ্ধ মহত্ব ।
মোদের তপে কোঁকড়া কুঁড়ির কুণ্ঠা হ'বে দূর,—
শতদলের সকল দলের ক্ষুণ্ণ্তি পরিপূর ।
জগন্নাথের রথ চলিল,—উঠেছে জয় রব,
উদ্বোধিত চিত্ত,—আজি সেবা-মহোৎসব ।

দূরের পাল্লা

ছিপ্থান্ তিন্-দাঁড়—

তিনজন্ মাল্লা

চোপর দিন-ভোর

থায় দূর-পাল্লা ।

পাড়ময় বোপঝাড়

জঙ্গল,—জঞ্জাল,

জলময় শৈবাল

পাল্লার টাঁকশাল ।

কক্ষির তীর-ঘর

ঐ চর জাগছে,

বন-হাঁস ডিম তার

শ্রাওলায় ঢাকছে ।

চুপ চুপ—ওই ডুব

থায় পান্‌কোট্টি,

থায় ডুব টুপ টুপ

ঘোমটার বউটি ।

বাক্‌বাক্ কলসীর

বক্‌বক্ শোন্ গো,

ঘোমটার ফাঁক বয়

মন উন্নন্ গো ।

তিন-দাঁড় ছিপ্থান্

মহুর যাচ্ছে,

তিন জন মাল্লায়

কোন্ গান গাচ্ছে ?

*

*

*

রূপশালি ধান বুঝি
এই দেশে সৃষ্টি,
ধূপছায়া বার শাড়ী
তার হাসি মিষ্টি ।

মুখখানি মিষ্টি রে
চোখছটি ভোমরা
ভাব-কদমের—ভরা
রূপ ছাথো তোমরা ।

ময়নামতীর জুটি
ওর নামই টগরী,
ওর পায়ে চেউ ভেঙে
জল হল গোখরী !

ডাক-পাখী ওর লাগি'
ডাক্ ডেকে হৃদ,
ওর তরে সোঁত-জলে
ফুল ফোটে পদ্ম ।

ওর তরে মহুরে
নদ হেথা চলছে,
জলপিপি ওর মৃদু
বোল বুঝি বোলছে ।

ছই তীরে গ্রামগুলি
ওর জয়ই গাইছে,
গঞ্জে যে নৌকো সে
ওর মুখই চাইছে ।

আটকেছে বেই ডিঙা
চাইছে সে পর্শ,
সকটে শক্তি ও
সংসারে হর্ষ ।

পান বিনে ঠোট রাঙা
চোখ কালো ভোম্বা,
রূপশালি-ধান-ভান
রূপ আখো তোমরা ।

* * *

পান সুপারি ! পান সুপারি !

এই খানেতে শঙ্কা ভারি,
পাঁচ পীরেরই শীর্ণি মেনে
চল্ রে টেনে বৈঠা হেনে ;
বাঁক সমুখে, সাম্নে বুকে
বাঁয় বাঁচিয়ে ডাইনে রুখে
বুক দে টানো, বইঠা হানো—

সাত সতেরো কোপ কোপানো ।

হাড়-বেকুনো খেজুরগুলো
ডাইনী যেন ঝামর-চুলো
নাচ তেছিল সন্ধ্যাগমে
লোক দেখে কি থমকে গেল ।
জম্জমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এল রাত্রি এল ।

ঝাপসা আলোয় চরের ভিতে
ফিরছে কারা মাছের পাছে,
পীর বদরের কুদ্রতিতে
নোকো বাঁধা হিজল-গাছে ।

* * *

আর জোর দেড় ক্রোশ—
জোর দেড় ঘণ্টা,
টান্ ভাই টান্ সব—
নেই উৎকণ্ঠা ।

চাপ্ চাপ্ শ্রাওনার
দ্বীপ সব সার সার,—
বৈঠার ঘায় সেই
দ্বীপ সব নড়ছে,
ভিন্ভিলে হাঁস তায়
জল-গায় চড়ছে ।

ওই মেঘ জম্ছে,
চল্ ভাই সম্বে,
গাও গান, দাও শিশ,—
বক্শিশ্! বক্শিশ্!

খুব জোর ডুব-জল,
বয় শ্রোত্ বিন্ঝির,
নেই ঢেউ কল্লোল,
নয় দূর নয় তীর ।

নেই নেই শঙ্কা,
চল্ সব ফুঁটি,—
বক্শিশ টকা,
বক্শিশ ফুঁটি ।

ঘোর-ঘোর সন্ধ্যায়,
ঝাউ-গাছ ঢুলছে,
ঢোল-কল্মীর ফুল
তন্ধ্যায় ঢুলছে ।

লকলক শর-বন
বক্ তায় মগ্ন,
চুপ্চাপ চারদিক্—
সন্ধ্যার লগ্ন ।

চারদিক্ নিঃসাড়,
ঘোর-ঘোর রাত্রি,
ছিপ-খান তিন্-দাঁড়,
চারজন যাত্রী ।

* * *

জড়ায় ঝাঁঝি দাঁড়ের মুখে,
ঝাড়ুয়ের বীথি হাওয়ায় ঝুঁকে
ঝিমায় ঝুঝি ঝিঁঝিঁর গানে—
স্বপন পানে পরাণ টানে ।

তারায় ভরা আকাশ ওকি
ভুলোয় পেয়ে ধুলোর পরে
লুটিয়ে প'ল আচম্বিতে
কুহক-মোহ-মন্ত্র-ভরে !

* * *

কেবল তারা ! কেবল তারা !
শেষের শিরে মাণিক পারা,
হিসাব নাহি সংখ্যা নাহি
কেবল তারা যেথায় চাহি

কোথায় এল নৌকোখানা
তারার ঝড়ে হই রে কাণা,
পথ ভুলে কি এই তিমিরে
নৌকো চলে আকাশ চিরে !

জলছে তারা, নিবছে তারা—
 মন্দাকিনীর মন্দ সোঁতায়,
 যাচ্ছে ভেসে যাচ্ছে কোথায়
 জোনাক যেন পহা-হারা ।

তারায় আজি বামর হাওয়া—
 বামর আজি আঁধার রাত্তি,
 অগুন্তি অফুরান্ তারা
 জালায় যেন জোনাক-বাতি ।

কালো নদীর দুই কিনারে
 কল্লতরুর কুঞ্জ কি রে ?—
 ফুল ফুটেছে ভারে ভারে—
 ফুল ফুটেছে মাণিক হীরে ।

বিনা হাওয়ায় ঝিল্মিলিয়ে
 পাপড়ি মেলে মাণিক-মালা ;
 বিনি নাড়ায় ফুল ঝরিছে
 ফুল পড়িছে জোনাক-জালা ।

চোখে কেমন লাগছে ধাঁধা—
 লাগছে যেন কেমন পারা,
 তারাগুলোই জোনাক হল
 কিম্বা জোনাক হল তারা ।

নিথর জলে নিজের ছায়া
 দেখছে আকাশ-ভরা তারায়,
 ছায়া-জোনাক আলিঙ্গিতে
 জলে জোনাক দিশে হারায় ।

দিশে হারায়, যায় ভেসে যায়
 শ্রোতের টানে কোন্ দেশে রে ?—
 মরা গাঙ আর সুর-সরিৎ
 এক হয়ে যেথায় মেশে রে !

কোথায় তারা ফুরিয়েছে, আর
 জোনাক কোথা হয় সুরু যে
 নেই কিছুরই ঠিক ঠিকানা
 চোখ যে আলা রতন উঁছে।

* * *

আলোয়ালো দপ্‌দপিয়ে
 জ্বলছে নিবে, নিব্‌ছে জ্বলে,
 উক্কোমুখী জিব মেলিয়ে
 চাটছে বাতাস আকাশ-কোলে !

আলোয়া-হেন ডাক-পেয়াদা
 আলোয়া হতে ধায় জেয়াদা,
 একলা ছোটে বন বাদাড়ে
 ল্যাম্পো-হাতে লকড়ি-ঘাড়ে ;

সাপ মানে না, বাঘ জানে না,
 ভূতগুলো তার সবাই চেনা,
 ছুটছে চিঠি পত্র নিয়ে
 রন্থনিয়ে হন্থনিয়ে।

বাঁশের বোপে জাগ্‌ছে সাড়া,
 কোন্-কুঁজো বাঁশ হচ্ছে খাড়া,
 জাগ্‌ছে হাওয়া জলের ধারে,
 টান ওঠেনি আজ আঁধারে।

শুক্ তারাটি আজ নিশীথে
 দিচ্ছে আলো পিচ্‌কিরিতে,
 রাস্তা এঁকে সেই আলোতে
 ছিপ্‌ চলেছে নিঝুম স্রোতে ।

ফিরছে হাওয়া গায় ফুঁ-দেওয়া
 মাল্লা মাঝি পড়্‌ছে থ'কে ;
 রাঙা আলোর লোভ দেখিয়ে
 ধরছে কারা মাছগুলোকে ।

চল্‌ছে তরী চল্‌ছে তরী—

আর কত পথ ? আর ক' ঘড়ি ?
 এই যে ভিড়াই, ওই যে বাড়ী,
 ওই যে অন্ধকারের কাঁড়ি—

ওই বাধা-বট ওর পিছনে
 দেখ্‌ছ আলো ? ঐ তো কুঠি,
 ঐখানেতে পৌছে দিলেই
 রাতের মতন আজ্‌কে ছুটি ।

ঝপ্‌ ঝপ্‌, তিনথান্
 দাঁড় জোর চল্‌ছে,
 তিনজন মাল্লার
 হাত সব জলছে

গুরুগুরু মেঘ সব
 গায় মেঘ-মাল্লার
 দূর-পাল্লার শেষ
 হাল্লাক্‌ মাল্লার ।

গিরিরাণী

আঁধার ঘরে বরষ পরে উমা আমার আসে,
 চোখের জলে তবু এমন চোখ কেন গো ভাসে ?
 শরৎ-চাঁদের অমল আলোয় হাসে উমার হাসি,
 জাগায় মনে উমার পরশ শিউলি-ফুলের রাশি ;
 উমার গায়ের আভা দেখি সকাল-বেলার রোদে,
 দেখতে দেখতে সারা আকাশ নয়ন কেন মোদে !
 উৎসুকী মন হঠাৎ কেন উদাস হয়ে পড়ে,
 শরৎ-আলোর প্রাণ উড়ে যায় অকাল মেঘের ঝড়ে ।
 বরণ-ডালার আলোর মালার সকল শিখা কাঁপে ;
 রোদন-ভরা বোধন-বেলা ; বুক যে ব্যথায় চাপে ।
 উদাস হাওয়া হঠাৎ আমার মন টানে কার পানে,
 হাসির আভায় যায় ডুবে হায় নয়ন-জলের বানে ।
 বছর পরে আসছে উমা বাজল না মোর শাঁখ,
 উমা এল ; হায় গিরিবর, কই এল মৈনাক ?

* * *

কই এল বীরপুত্র আমার, কই সে অভয়ব্রতী,
 অত্যাচারের মিথ্যাচারের শত্রু উদারমতি ;
 কাটতে পাখা পারেনি যার বজ্র তীক্ষ্ণধার,
 পাখনা মেলে মায়ের কোলে আসবে না সে আর ?
 বিধির দত্ত বিভূতি যে রাখলে অটুট একা,—
 নির্বাসনে করলে বরণ,—পাব না তার দেখা ?
 সে বিনা, হায়, শূন্য হৃদয়, শূন্য এ মোর ঘর,
 ছিন্নপাখা শৈলকূলের কই সে পক্ষধর ?

আজকে সে হয় লুকিয়ে বেড়ায় কোন্ সাগরের তলে,
 মাথার পরে আঁট পহরে কী তার তুফান চলে !
 হারিয়েছে সে স্বৈরগতি, অব্যাহতি নাই,
 স্বভাব-স্বাধীন কাটায় যে দিন বন্ধনে একটাই ।
 কত্যা দিয়ে দেব-তা-জামাই বেঁধেছিলাম আমি,
 কি ফল হ'ল ? চোখের জলে কাটাই দিবসযামী ।
 'দেবাদিদেব' কয় লোকে তায়, কেউ বলে তায় 'শিব',—
 তাঁর বরে হয় হ'ল মোদের ব্যথাই চিরঞ্জীব !
 যম-যাতনা হ'ল স্থায়ী শিবকে জামাই পেয়ে,
 সোঁৎ বছরে তিনটি দিনের অতিথি হ'ল মেয়ে ;
 ছেলে হ'ল পর-চেয়ে দূর—এ দুখ কারে কই ?
 হারিয়ে ছেলে হারিয়ে মেয়ে শূন্য ঘরে রই ।
 উনার বিয়ের রাত থেকে আর সোয়াস্তি নেই মনে,
 রাত্রি দিনে জল না শুকায় এ মোর ছ'নয়নে ।

* * *

মৈনাকেরি মৌন শোকে মন যে ত্রিয়মাণ ;
 বোধন-বেলার শানাই বাজে,—কাঁদে আমার প্রাণ ।
 কতদিনের কত কথা মনের আগে আসে,
 জলে-ছাওয়া ঝাপসা চোখে স্বপ্ন-সমান ভাসে ।
 মনে পড়ে মোর আঙিনায় বর-বিদায়ের রথ,
 সার দিয়ে খান 'সু-কৃতি' ভোজ তিন কোটি পুরুত ।
 ভোজের শেষে হঠাৎ এসে খবর দিল চরে,—
 'হেম-সুমেরুর হৈমচূড়া ইন্দ্র হরণ করে !'
 উঠল রুষে বজ্রললট শৈল কুলাচল,
 পড়ল ডঙ্কা যুদ্ধ লাগি, তিন কোটি চঞ্চল !
 বিদায় ক'রে গৌরী হয়ে মজ্জণা সব করে
 বাদল-ঘেরা মেঘের ডেরা মেঘ-মণ্ডল ঘরে ।

“বিধাতারে জানাও নালিশ,” স্থাবর গিরি কয়,
 কেউ বলে “বৈকুণ্ঠে জানাও” লাথ বলে “নয়, নয়,
 কাঁদতে মানের কান্না যেতে চাইনে কারু কাছে,
 ইজ্জতে ভাই রাখতে বজায় বল বাহুতেই আছে।
 করব যুদ্ধ, নৈক শ্রদ্ধা আর বাসবের পরে,
 পাশব বলে বলী বাসব বুঝেছি অন্তরে।”
 হঠাৎ শুনি নারদ মুনি আসেন দ্রুত পায়,
 যুদ্ধ সূসাব্যস্ত হ’ল মুনির মন্ত্ৰণায় !

* * *

আজো যেন শুন্ছি কানে হাজার গলার মধ্যে থেকে,
 মৈনাকেরি কিশোর কণ্ঠ ছাপিয়ে সবায় উঠছে জেগে ;
 বলছে তেজী “কিসের শান্তি ? চাইনে শান্তি স্পষ্ট কহি,
 দেবতা হলে দম্ভ্য কি চোর আমরা হব দেবদোহী ।
 স্নমেক কোন্ দোষের দোষী ? সৰ্ব্বভূতের হিতৈষী সে ।
 ইন্দ্র যে তার নিলেন সোনা—গ্রায় আচরণ বলব কিসে ?
 দেবতা হলেও চোর অমরেশ, হরণ তিনি করেন ছলে,
 ‘বৃহৎ চৌর্য্য প্রায় সে শৌর্য্য’—এমন কথা চোরেই বলে,
 কিস্বা বলে তারাই যারা বিভীষিকায় ভক্তি করে—
 চোর সে যদি হয় জোরালো তারেই পূজে শ্রদ্ধা-ভরে ।
 শ্রদ্ধেয় যে নয়কো জানি আমরা শ্রদ্ধা করব না তায়,
 স্বৰ্গপতির বজ্রভয়ে মাথা নত করব না পায় ;
 হেম-স্নমেকর হত সোনা দেবো নাকো হজম হ’তে,
 পাহাড় মোরা তিন কোটি ভাই করব লড়াই বিধিমতে ।”

* * *

আকাশ জুড়ে বিপুলবপু উড়ল পাহাড় ক্রোর—
 ধরার উপগ্রহের মালা উদ্ধা হেন ঘোর !

অন্ধ ক'রে সূর্য্য ওড়ে বিদ্য বহুমান,
 ধবল-গিরির ধবলিমায় চন্দ্রমা সে স্নান ;
 তীর-বেগে ধায় ক্রৌঞ্চ পাহাড় ক্রৌঞ্চ-কুলের সাধ,
 নীল-গিরির নীলকাস্তমণির নিশ্চিত ঠিক চাঁদ ;
 উদয়গিরি অন্তগিরি উড়ল একত্তর,
 মালাবান্ আর মলয়গিরি ছায় নভ-চত্বর ;
 চন্দ্রশেখর সঙ্গে মহা-মহেন্দ্র পর্ব্বত—
 লোমকূপে লাখ ঋষি নিয়ে উড়ল যুগপৎ !
 সবার আগে চল বেগে শৈল যুবরাজ
 মৈনাক মোর ;—ফেলতে মুছে শৈলকুলের লাজ ।

* * *

আজ্ঞো আমি দেখছি যেন দেখছি চোখে 'পর
 দিকে দিকে দিকপালেরা লড়ছে ভয়ঙ্কর !
 মেঘের বরণ মহিষ-বাহন যুদ্ধ করেন যম,
 অগ্নি যোবোন রক্তচক্ষু নিঃস্নেহ নিশ্চয় ।
 চোরাই সোনার কুমীর হোথা লড়েন কুবের বীর—
 সাজোয়া সোনার, সোনার খাঁড়া, সোনার ধনুক তীর ।
 পবন লড়েন উড়িয়ে ধুলো অন্ধ ক'রে চোখ,
 নিষ্কৃতি নীল বিষ প্রাবনে ধ্বংসিয়ে তিন লোক ।
 সৃষ্টিনাশ যুদ্ধ চলে, আর্ন্ত চরাচর,
 আচম্বিতে দিগ্‌বারণে আসেন পুরন্দর ।
 হেঁকে বলে বজ্রকণ্ঠে মাহত মালতি—
 “প্রলয়-বাদী তোমরা পাহাড় নেহাৎ বাতুলই ।
 বিধির সৃষ্টি করবে নষ্ট ? এই কি মনের আশ ?
 বিপ্লবে সব ডুবিয়ে দেবে ? করবে সর্ব্বনাশ ?
 ইন্দ্র-দেবের শাসন-প্রার্থার করবে অমাত্য ?—
 প্রতিষ্ঠা যার বজ্রে,—ও যা পরম প্রামাণ্য ?”

কষ্টভাষে কয় আকাশে মহেন্দ্র পর্বত,—

“চোরের উকীল ! আমরা মন্দ, তোমরা সবাই সং !

লোভাক ওই ইন্দ্র তোমার হরেন পরের ধন,

পরের সোনা হজম ক’রে করেন আশ্চর্যজন ।

বৃহৎ চোরের আশ্চর্যনে টলছে না পাহাড়,

ধর্ম্মনাশা ধর্ম্ম শোনায়ে যায় অ’লে যায় হাড় !

পরস্ব নিশ্চিন্ত মনে, ইন্দ্র, কর ভোগ,

তার প্রতিবাদ করলে রোষো—এ যে বিষম রোগ !

যার ধন তার ভারি কসুর, ফিরিয়ে নিতে চায়,

বিপ্লবের আর বাকী কিসে ?—বজ্র হানা যায় ।

আর তবে বিলম্ব কেন ? বজ্র হানো, বীর !

তাড়সে সাম্রাজ্য-পদের গর্বে বঁকা শির !

বিধান-কর্তা ! বিধান ভাঙো, জানাও আবার রোষ !

তোমার কসুর নয় সে কিছুই, পরের বেলাই দোষ ।

নেই মোটে ত্রায়ধর্ম্ম কিছুই, ছল আছে আর জোর,

বলছি স্পষ্ট, ইন্দ্র নষ্ট, ইন্দ্র সবল চোর !”

* * *

হঠাৎ গ’জ্জে উঠল বজ্র বাল্‌সিয়ে ব্যোমপথ,

পড়ল মর্ত্যে ছিন্নপাথা মহেন্দ্র-পর্বত ।

পড়ল বিক্ষয় যোজন জুড়ে, পড়ল গোবর্দ্ধন,

হারিয়ে গতি পশু পাহাড় পড়ল অগণন,

গ্রহ তারার মতন যারা ফিরত গো স্বাধীন

গরুড় সম অসঙ্কোচে ফিরত নিশিদিন

অচল হ’তে দেখল তাদের, আমার দু’নয়ন ;

দেখার বাকী ছিল তবু, তাই হ’ল দর্শন—

হর্ষ-বিষাদ-মাথা ছবি—বীরস্ব পুত্রের—

উত্তত বজ্রাগ্নি আগে দীপ্তি সেই মুখের ।

ঐরাবতে মাথায় হেনে পাষণ করবাল
 ঞ্চেনের বেগে ডুবল জলে আমার সে ছলাল !
 বজ্র নাগাল পেলেন না তার,—মিলিয়ে গেল কোথা,
 মূর্ছা-শেষে দেখে কেবল বয় সাগরের সোঁতা !

* * *

সেই অবধি চোখের আড়াল, চোখের মণি পর ;
 পাখীনা ছোটো যায়নি কাটা এই বা স্তম্ভবর ।
 ত্যায়-ধরমের মর্যাদা মান রাখতে গেল যারা
 হার মেনে হায় লাঞ্ছনা নয়, হেঁটমুখে রয় তারা !
 ইন্দ্র নিলেন পরের সোনা—সেই করমের ফলে
 আমার মাণিক হারিয়ে গেল অতল সিঁদুজলে ।
 কুক্ষণে কার হয় কুমতি রোয় সে বিবেক লতা,
 ফল খেয়ে তার পান্থপাখী লোটার যথাতথা ।
 কোথায় পাপের স্ত্র হ'ল—উঠল ঝোড়ো হাওয়া,—
 দিন-মজুরের উড়ল কুঁড়ে বুকের বলে ছাওয়া ।
 কোথায় লোভের বৃণ্য শোলুই জন্মাল কার মনে,—
 সাপ হ'য়ে সে জড়িয়ে দিল লোকসানে কোন্ জনে !
 ডুবে গেলাম, ডুবে গেলাম, ডুবে গেলাম আমি,
 নয়নজলের তুল-পাথারে তলিয়ে দিবস-যামী ।

* * *

সবে আমার একটি মেয়ে, শশানে তার ঘর ;
 ছেলেও আমার একটি সবে, তাও সে দেশান্তর,
 লুকিয়ে বেড়ায় চোরের মতন বড় চোরের ভয়ে ।
 কেমন আছে ? কে দেবে তার খবর আমার ক'য়ে ?
 হাওয়ার মুখেও বার্তা না পাই ইন্দ্রদেবের দাপে ;
 পাখী বলো, পবন বলো, সবাই ভয়ে কাঁপে ।

যুগের পরে যুগ চ'লে যায় পাইনে সমাচার,
 আছ'ড়ে কাঁদে পাষণ হিয়া, হয় না সে চুর্মার ।
 ভাবনাতে তার হায় গিরি সব চুল যে তোমার সাদা,
 উমার আগমনেও হৃদয় শূন্য যে রয় আধা ।
 প্রবোধ কারা ছায় আমারে আগমনীর গানে ?
 যে এলো না তারি কথাই কাঁদায় আমার প্রাণে ।

* * *

যুগের পরে যুগ চ'লে যায় কঙ্কালে কাল শিকল গাঁথে,
 চোরাই সোনার তৈরী পুরী ভোগ করে রাক্ষসের জাতে !
 রক্ষকুলে উদয় হ'ল ইন্দ্রজয়ী দারুণ ছেলে
 তাও দেখেছি চক্ষে, তবু সাস্তনা হায় কই সে মেলে ;
 দেখেছি মেঘনাদের শৌর্য—হেঁট বাসবের উচ্চ মাথা !
 হারিয়ে পূজা শত্রু ধরেন শাক্যমুনির মাথায় ছাতা !
 লেখা আছে এই পাষণীর পাষণ-হিয়ার পটে সবই,
 হয়নি তবু দেখার অন্ত দেখ'ব বুঝি আরেক ছবি ।—
 ব'সে আছি শৈল-গেহে একলা আমার বিজন বাসে
 জাগিয়ে এ মোর মাতৃহিয়া ইন্দ্রপাতের স্মদুর আশে ।
 ব্যর্থ কভু হবে না এই আর্ন্ত হিয়ার তীব্র শাপ—
 তার তুষানল—মনস্তাপে, ছায় যে বুধা মনস্তাপ ।
 মাতৃহিয়ায় হৃৎথ দিলে জলতে হবে—জলতে হবে,
 স্বর্গে মর্ত্যে রাজা হলেও আসন 'পরে টলতে হবে ।
 অভিষাপের ভস্ম-পুতুল বিরাজ কর সিংহাসনে,
 নিম্বাসেরও সহবে না ভর, মিশবে হঠাৎ স্বপ্নসনে ॥

ঝর্ণা

ঝর্ণা ! ঝর্ণা ! সুন্দরী ঝর্ণা !
তরলিত চন্দ্রিকা ! চন্দন-ঝর্ণা !
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে,
গিরি-মল্লিকা দোলে কুস্তলে কর্ণে,
তত্ত্ব ভরি' যৌবন, তাপসী অপর্ণা !
ঝর্ণা !

পাষাণের স্নেহধারা ! তুষারের বিন্দু !
ডাকে তোরে চিত-লোল উতরোল সিদ্ধ ।
মেঘ হানে জুঁইফুলী বৃষ্টি ও-অঙ্গে,
চুমা-চুম্বকীর হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে,
ধূলা-ভরা ছায় ধরা তোর লাগি ঝর্ণা !
ঝর্ণা !

এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্তে—
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্তে,
ধূসরের উষরের কর তুমি অন্তে,
শ্রামলিয়া ও-পরশে কর গো শ্রীমন্তে ;
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসায় ঝর্ণা ;
ঝর্ণা !

শৈলের পৈঠায় এস তনুগাত্রী !
পাহাড়ের বুক-চেরা এস প্রেমদাত্রী !
পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো,
হরিচরণ-চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো,
স্বর্ণের স্রুধা আনো মর্ত্যে সুপর্ণা !
ঝর্ণা !

মঞ্জুল ও-হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে
ওলো চঞ্চলা ! তোর পথ হ'ল ছাওয়া যে !
মোতিয়া মতির কুঁড়ি মূরছে ও অলকে ;
মেথলায়, মরি মরি, রামধনু বলকে !
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা !
বর্ণা !

জ্যৈষ্ঠী-মধু

আহা, ঠুকরিয়ে মধু কুলকুলি
পালিয়ে গিয়েছে বুলবুলি ;—
টুলটুলে তাজা ফলের নিটোলে
টাটকা ফুটিয়ে ঘুলঘুলি !

হের, ফুল ফুল ফুল বাস-ভরা
স্বরূ হ'য়ে গেছে রস বরা,
ভোম্রার ভিড়ে ভীমরুলগুলো
মউ খুঁজে ফেরে বিলকুলই !

তারা বাক বেধে ফেরে চাক ছেড়ে
ছপ্পরের সুরে ডাক ছেড়ে,
আঙ্রা-বোলানো বাতাসের কোলে
ফেরে ঘোরে খালি চুলবুলি' ।

- কত বোলতা সোনেলা রোদ পিয়ে
বুঁদ হ'য়ে ফেরে রোঁদ দিয়ে ;
ফল্‌সা বনের জল্‌সা ফুরলো,
মৌমাছি এলো রোল ভুলি' !
- ওই নিঝুম নিথর রোদ খাঁ খাঁ
শিরীষ-ফুলের ফাগ-মাথা,
তুলতুলে কার চোখ দুটি কালো
রাঙা ছুটি হাতে লাচ্‌ রুলি !
- আজ ঝড়ে হানা ডাঁটো ফজলী সে
মেশে কাঁচা-মিঠে মজলিসে ;
'রং-চোরা ফলে রস কি জোগালো'—
কুহ কুহ পুছে কার বুলি !
- ওগো, কে চলেছে ঢেলা-বন ঠেলে
বুলবুলি-খোঁজা চোখ মেলে,
জামরুলি-মিঠে ঠোঁট দুটি কাঁপে,
তাপে কাঁপে তনু জুইফুলী !
- মরি, ভোমরা ছুটেছে তার পাকে
হাওয়া ক'রে দুটো পাখনাকে,—
ফলের মধুর মরুম্ম যাপে
ফুলের মধুর দিন ভুলি' !

সিংহবাহিনী

মরত-লোকে এলোকেশে ও কে এল তোরা যা দেখে ।

বিজুলি-ছটা ! বহিজটা সিংহ পরে পা রেখে !

নিখিল পাপ নিধন তরে

মৃণাল করে কৃপাণ ধরে,

ঈষৎ হাসে শঙ্কা হরে, চিনিতে ওরে পারে কে !

তরুণ-ভান্ন-অরুণ-ঘটা নয়ন-তট ভুষিছে !

দন্ত-দূর দৈত্যাসুর ভাগ্য নিজ হুষিছে !

শান্ত-জন-শঙ্কা-হরা

অভয়-করা খড়্গ-ধরা

আবিভূতা সিংহ-রথে মাতৈঃ বাণী ঘোষিছে !

দমন হয় শমন নামে শমিত যম-যন্ত্রণা !

ইন্দ্র বায়ু চন্দ্র রবি চরণ করে বন্দনা !

ইন্দ্ৰিতে যে সৃষ্টি করে,

গগনে তারা রুষ্টি করে,

প্রলয়-মাঝে মন্ত্র রূপা ! মৃত্যুজয়ী মন্ত্রণা !

শকতিহীনে শক্তিরূপা সিদ্ধিরূপা সাধনে !

ঋদ্ধিরূপা বিত্তহীন-হৃদয়-উন্মাদনে !

আত্মা ! আদি-রাত্রি-রূপা !

অমর-নর-ধাত্রী-রূপা !

অশেষরূপা ! বিদ্যাজ্ঞো আজি সিংহবর-বাহনে !

মূর্তি-মেথলা

বিশ্বদেবের দেউল ঘিরিয়া

মূর্তি-মেথলা রাজে—

কত ভঙ্গীতে কত না লীলায়

কত রূপে কত সাজে,

দিকে দিকে আছে পাপড়ি খুলিয়া

সোনার মুণাল মাঝে !

বিশ্বরাজের শত ঝরোথায়

আলোর শতেক ধারা,

শতেক রঙের অঙ্গে ও কাঁচে

রঙীন হয়েছে তারা,

গর্ভগৃহেতে শুভ্র আলোক

জ্বলিছে সূর্য-পারা ।

বিশ্ববীজের বিপুল আকাশ

আকাশ-পাতাল জুড়ি’

অনাদি কালের অক্ষয়-বটে

কত ফুল কত কুঁড়ি,

উর্দ্ধে উঠেছে লাথ লাথ শাখা

নিম্নে নেমেছে বুরি ।

বিশ্ববীণার শত তার তবু

একটি রাগিণী বাজে,

একটি প্রেরণা করিছে যোজনা

শত বিচিত্র কাজে,

বিশ্বরূপের মন্দির ঘিরি’

মূর্তি-মেথলা রাজে ।

প্রণাম

অতনু আকাশে যার বিহার,
যার প্রকাশ চিত্তে ভায়,
সবিতা বারতা বয় যাহার,
আজ প্রণাম তাঁর হু'পায় ।

মাগরে সরিতে মুচ্ছনায়
হয় নিতুই যার বোধন,—
প্রভাতে প্রদোবে রোজ জোগায়
অর্ঘ্য যার পুষ্পবন ;—

দেহে দেহে যিনি প্রাণ প্রবল,—
প্রাণ-পুটের প্রেম অনুরূপ ;—
প্রেমে প্রেমে যিনি হন উজ্জল,—
রূপ যাহার বাক্ অরূপ ;—

ভারতী আরতি-হেমপ্রদীপ,
যার পূজায় নিত্য দিন,
মানসে যিনি আনন্দ-নীপ
বন্দি তাঁয় জাগ্ রে, দীন !

জাগিয়া, মাগিয়া লও আশিস্,
গাও নবীন ছন্দে গান,
নব সুরে ওরে ! আজ বাধিস্
তোর তানেই বিশ্বপ্রাণ ।

তাজা তাজা আজি ফুল ফোটার
এই আলোয় এই হাওয়ায় !
কচি কিসলয়ে কুঞ্জ ছায়—
সব তরুণ আজ ধরায় !

তরুণী আশারে সঙ্গী কর
আজ আবার, মন রে মন !
চির নূতনেরি যেই নিব্বার
ব্যক্ত আজ সেই গোপন ।

প্রাণে প্রাণে শুধু য়ার প্রকাশ,
য়ার আভাষ মন্-পবন,
গানে গানে নিতি য়ার বিলাস
বন্দি আজ তাঁর চরণ ।

ভোরাই

ভোর হ'ল রে, ফসাঁ হ'ল, ছল্ল উষার ফুল-দোলা !
আনু কোঁ আলোয় যায় ছাখা ওই পদ্মকলির হাই-তোলা !
জাগ'ল সাড়া নিদ্রমহলে, অ-থই নিথর পাথার-জলে—
আল্পনা ছায় আলতো বাতাস, ভোরাই স্বরে মন্ ভোলা ।
ধানের ক্ষেতের সব্জে কে আজ সোহাগ দিয়ে ছুপিয়েছে !
সেই সোহাগের একটু পরাগ টোপর-পানায় টুপিয়েছে ।
আলোয় মাঠের কোল ভরেছে, অপরাজিতায় রং ধরেছে—
নীল-কাজলের কাজল-লতা আসমানে চোখু ডুবিয়ে যে ।

কল্পনা আজ চলছে উড়ে হাল্কা হাওয়ায় খেল্ খেলে !
 পাপ্‌ড়ি-ওজন পান্সি কাদের সেই হাওয়াতেই পাল পেলে !
 মোতিয়া মেঘের চামর পিঁজে পায়রা ফেরে আলোয় ভিজে
 পদ্মফুলের অঞ্জলি যে আকাশ-গাঙে যায় ঢেলে !
 পূব্‌ গগনে থির নীলিমা ভুলিয়েছে মন ভুলিয়েছে !
 পশ্চিমে মেঘ মেলছে জটা—সিংহ কেশর ফুলিয়েছে !
 হাঁস চলেছে আকাশ-পথে, হাসছে কারা পুষ্প-রথে,—
 রামধনু-রং অঁচ'লা তাদের আলো-পাথার ছুলিয়েছে !
 শিশির-কণায় মাণিক ঘনায়, দুর্বাদলে দীপ জ্বলে !
 শীতল শিথিল শিউলী-বোঁটার স্তম্ভ শিশুর ঘুম টলে !
 আলোর জোয়ার উঠছে বেড়ে গন্ধ-ফুলের স্বপন কেড়ে,
 বন্ধ চোখের আগুন ঠেলে রঙের ঝিলিক্‌ ঝলমলে !
 নীলের বিথার নীলার পাথার দরাজ এ যে দিল্‌-খোলা !
 আজ কি উচিত ডঙ্কা দিয়ে বাঙা নিয়ে ঝড় তোলা ?
 ফিরছে ফিঙে ছলিয়ে ফিতে, বোল ধরেছে বুলবুলিতে !
 গুঞ্জনে আর কুঞ্জন-গীতে হর্ষে ভুবন হরবোলা !

রাজা-কারিগর

(গান)

রাজা কারিগর বিশ্বকর্মা !

ছনিয়ার আদি মিস্তিরি !

তোমার হকুমে হাতুড়ি হাঁকাই,

করাতের দাঁতে শাল চিরি !

ঘাঁটা-পড়া কড়া লাখে হাতে তুমি

গড়িছ কত কি কৌশলে !

কামার-শালের গন্যগনে রাঙা

আঙুনে তোমার চোখ জ্বলে !

হাপরে তোমার নিশ্বাস পড়ে

খুব জানি মোরা খুব চিনি,

মাকু-ইঁহরের গণেশ তুমি হে

ছুটোছুটি চৌপর দিনই !

সিদ্ধি তোমার হাতে-হাতিয়ারে,

সোনা করে তুমি থাক নিয়ে,

ছনিয়ার সমৃদ্ধি, তোমার

গলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে !

*

*

*

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্মা

ছনিয়ার সেরা মিস্তিরি !

তোমার হকুমে লোহা হ'ল নিম্ন

পদানত যত গজ্জগিরি ।

*

*

*

ইন্দের তুমি বজ্র গড়েছ
 দধীচির দৃঢ় হাড় কুঁদে,
 গ্রহ তারা তুমি গড়েছ ফুঁ দিয়ে
 ফুলিয়ে আগুন-বুদুদে !
 অগ্নির তুমি জন্ম দিয়েছ
 কাঠে কাঠে ঠুকে চক্ৰমকি,
 সূর্য্যের শান-বস্ত্রে চড়িয়ে
 গড়িলে বিষ্ণুচক্র কি !
 ছিন্ন-ভালুর জ্বালার মালায়
 গড়িলে শিবের শূল তুমি,
 যমের জাঙাল গড়িতে গড়িতে
 রেখে দিলে কেন মূলতুবি !
 তারার থিয়ান রয়েছে যে তার
 আধখানা আসমান জুড়ে,
 কীর্ত্তি তোমার উজ্জ্বল জাগে
 অনাদি অন্ধকার ফুঁড়ে !

*

*

*

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্মা !
 স্বর্গলোকের মিত্তিরি !
 তোমার হুকুমে যত কারিগরে
 ঘরে ঘরে নব ঝায় ছিরি !

*

*

*

পথ গড় তুমি, রথ গড় তুমি,
 নথ-দর্পণে শিল্প-বেদ,
 সকল কর্মে সিদ্ধহস্ত
 যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বমেধ ।

অষ্টবসুর কুলের ছালাল
 ছনর তোমার সাত বুড়ি,

হাজার হাতের হাতুড়ি তোমার

তুড়-তুড়া-তুড়্‌ তায় তুড়ি !

তুরপুন্ হ'ল তানপুরা তব,—

নেহাইএ নেহাইএ দাও তেহাই,

উল্লাস-ভরে হলোড় কভু,

গুন্-গুন্ গান গুন্তে পাই ।

তোমার ভক্ত সেবক যে তার

বুকে পিঠে যেন ঢাল বাঁধা,

দরকচা-মারা জোয়ান্ চেহারা

কৌচ-কানো ভুরু, মন শাদা !

* * *

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্মা !

স্বর্গে মর্ত্যে মিস্তিরি !

তোমার প্রসাদে শ্রমেও আমোদ,

ধমনীতে ছোটো পিচ্কিরি ।

* * *

তোমার হুকুমে হাতিয়ার ধরি

আমরা বিশ্ব-বাংলাতে ;

থলথলে মাটি, ঠনঠনে লোহা

অনায়াসে পারি সামলাতে ।

যগি-কাঞ্চনে আমরা মিলাই,

মগি-মালঞ্চে হার গাঁথি,

বন-কাপাসীর হাসি কুড়াইয়া

টানা দিই তাঁতে দিন রাতি ।

কুখো শুখো কাঠে ফুল যে ফোটাই

বাটালির ঘায়ে বশ করি,

কর্ণিক, ছেনি, হাতুড়ি ঢালাই,

তুরপুন্ মাকু বা'শ ধরি ।

তোমার প্রসাদে শ্রমে অকাতর
 মোরা দড় বিশ কশ্মেতে,
 দীক্ষা নিয়েছি তোমারি হুকুমে
 পরিশ্রমের ধর্ম্মেতে ।

* * *

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্মা !
 সকল কাজের মিস্তিরি !
 তোমার হুকুমে হীরা কাটি মোরা ;
 অনারাসে ইম্পাত চিরি ।

* * *

তোমার প্রসাদে স্রোত বাঁধি মোরা,
 পুল বেঁধে করি জয় জলে,
 হাওয়া করি জয় গরুড়-যন্ত্রে
 কালিকা-প্রয়োগ-কোশলে ।

বিদ্যতে বাঁধি তামার বেড়ীতে
 দস্তার দিয়ে হাত কড়ি,
 বে-চপ্ বে-গোছ বে-গোড় মাটিতে
 প্রাসাদ দেউল দেব গড়ি,
 অষ্টবসুর যজমান মোরা,
 তুষ্টি ঋষির সন্ততি ;
 লঙ্কর মোরা সূর্য্যদেবের ;
 স্বাস্থ্য মোদের সঙ্গতি ।

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্মা !
 বুনিয়াদি আদি-মিস্তিরি !
 তোমার আশিসে হাতিয়ার হাতে
 হাসি-মুখে জিভুবন ফিরি ।

সাঁঝাই

সাঁঝে আজ কিসের আলো,
ভুলালো মন ভুলালো ।
ফাগুয়ার ফাগ মিলালো
শরতের মেঘের মেলায় ।

আলোতে ডুবিয়ে আঁখি
পুলকে ডুবতে থাকি ।
হুবহু সোনার ফাঁকি
বুরুবুরু হাওয়ার খেলায় ।

মরি, কার পরশ-মণি
গগনে ফলার সোনা ।
হৃদয়ে নুপুর-ধ্বনি—
অজানার আনাগোনায়ে ।

সোনালি জর্দা চেলি
দিয়ে কে শূন্যে মেলি'
নিথরের পর্দা ঠেলি'
উদাসে আঁচল হেলায় ।

ধ'রে রূপ জর্দা আলোর
ঝরে কার রূপের আতর ।
নয়নের কার্কা যে মোর
ছাপিয়ে ঢেউ খেলে যায় ।

নলিনীর ক্লান্ত ঠোঁটে
অবেলায় হাসি ফোটে ।
গহনে স্বপন-কোটে
সেফালি চোখ মেলে চায় ।

অলকার রত্নাগারে
তুকেছি হঠাৎ যেন ।
ভূবে যাই চমৎকারে !
সায়রে শিশির হেন ;

আঙুলে হিঙুল নিয়ে
ফেরে কে মেঘ রাঙিয়ে ।
গোপনের কিনার দিয়ে
পারিজাত-ফুল ফেলে যায় ।

বলি, ও স্বর্গনদী !
বিলালে স্বর্ণ যদি,
তবে কি এই অবধি ?
এসো আর একটু নেমে ;

থেক না আধেক পথে,
এস গো এই মরতে,
অতসীর এই জগতে
প্রতিমার কপোল যেমে ।

মরতের কুঞ্জগেহে
ঝরে যে যায় গো চাঁপা,
তারায় রয় তোমার দেহে,
সে বরণ রয় কি ছাঁপা ?

রঙী সাজ্জল ক'নে
যে আলোর সূচন্দনে
সে আলোর আলোক-লতা
থেকনা শূন্তে থেমে ।

ফুলেরা তোমায় সাধে,
স্ববাসের শোলোক বাঁধে,
নিরালায় উশীর কাঁদে,
থেকনা বধির হ'য়ে,

এসগো অরূপ হ'তে
মূর্তির এই মরতে,
ছাথা দাও আলোর রথে,—
ডাকে প্রাণ অধীর হ'য়ে ।

থেকনা আব্ছায়াতে
কিরণের হিরণ-মায়া ?
প্রদোষের পদ্মপাতে
থেকনা লুকিয়ে কায়া,

তোমারি মুক আরতির
কাঁপে দীপ প্রজাপতির,
ছ্যালোকের মৌন ছ'তীর
উঠেছে মদির হ'য়ে ।

যুক্তবেণী

হিল্লোলে হেথা দোলে লাষণ্য পান্নার !
বিভূতির বিভা ছায় সারা গায় হোথা কার !
কার রূপে পায় রূপ নিশীথের নিদালি !
কার বুকে ভস্মে ও চন্দনে মিতালি !
ললিত-গমনা কে গো তরঙ্গভঙ্গা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

থর রবি মুরছায় কার শ্রাম অঙ্গে !
তোড়ে পাড় তোলপাড় কার গতি-রঙ্গে !
নীল মাগিকের মালা শোভে কার বেণীতে !
কে সেজেছে ফেনময় ধুতুরার শ্রেণীতে !
মাধব-বধূটী কে গো হর-অরধঙ্গা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

কালীয় নাগের কালো নিশ্চোক পরে কে !
হর-জটা ভুজগেরে ভুজতে ধরে কে !
আঁখি হায় কে ভুলায় তরলিত তন্দ্রা !
সাগরের বোল বলে কে ও ভাল-চন্দ্রা !
শরীরিণী স্বপ্ন এ, সরণি ও সংজ্ঞা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

ছায়া-ঘন দেহে কার স্নেহ আর শান্তি !
 কে চলেছে ধুয়ে ধুয়ে ধরণীর ক্লাস্তি !
 এ যে আঁখি ঢুলাবার—ভুলাবার মূর্তি !
 ও যে চির-উতরোল কল্লোল-ক্ষুণ্ণি !
 স্নেহে এ যে মোহ পায় ও বাজায় ডঙ্কা !
 জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

বাহুপাশে বাঁধা বাহু গৌরী ও কৃষ্ণা !
 কোলাকুলি করে একি তৃপ্তি ও তৃষ্ণা !
 কালোচূলে পিঙ্গলে একি বেণীবন্ধ !
 যুচে গেল কালো-গায় গোরা-গায় দ্বন্দ্ব !
 সখী-স্নেহে মুখে মুখে ছুঁই নিঃসঙ্গা !
 জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

খুলে যায় মুহু আজ অন্তর-দৃষ্টি !
 অবচন একি শ্লোক ! অপরূপ সৃষ্টি !
 সান্যের একি সাম ! পূত হ'ল চিত্ত !
 নিত্যের ইঙ্গিত—এ মিলন-তীর্থ !
 টুটে ভেদ-নিষেধের শিলাময় জঙ্ঘা !
 জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

বিধি-কৃত সংহিতা ! হের ত্যাগ নেত্র
 আর্ধ্য অনার্যের সঙ্গম-ক্ষেত্র !
 গলাগলি কোলাকুলি আলো আর আঁধারে !
 ঢেউএ ঢেউ গঁথে গঁথে চলে মেতে পাথারে !
 আঙুলে আঙুল বাঁধা ভেদ-বাঁধা-লজ্জা !
 জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

দেহ প্রাণ একতান গাহে গান বিশ্ব !
 অমা চুমে পূর্ণিমা ! অপরূপ দৃশ্য !
 চুয়া মিলে চন্দনে ! বর্ণ ও গন্ধ !
 চির চুপে চাপে বুকে শতরূপা-ছন্দ !
 অঞ্জন-ধারা সাথে চলে অকলঙ্কা !
 জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

অপরূপ ! অপরূপ ! আনন্দ-মল্লী !
 অপরাজিতার হারে পারিজাত-বল্লী !
 দ্রবময় দর্পণে হরিহর-মুরতি !
 অপরূপ ! দ্রব-ধূপ দ্রব-দীপে আরতি !
 মন হরে ! জয় করে সঙ্কোচ শঙ্কা !
 জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

ছন্দ-হিন্দোল

মেঘ-লা থম্‌থম্‌, সূর্য্য ইন্দু
 ডুবল বাদলায়, ছলল সিন্ধু !
 হেম-কদম্বে তৃণ-স্তম্বে
 ফুটল হর্ষের অশ্রু-বিন্দু !

মৌন নৃত্যে মগ্ন খঞ্জন,
 মেঘ-সমুদ্রে চলছে মহান !
 দগ্ধ-দৃষ্টি বিশ্ব-সৃষ্টির
 মুগ্ধ নেত্রে নিগ্ধ অঞ্জন ।

গ্রীষ্ম নিঃশেষ ! জাগ্ছে আশ্বাস !
 লাগ্ছে গায়—কার গৈবী নিঃশ্বাস !
 চিত্ত-নন্দন দৈবী চন্দন
 বরছে, বিশ্বের ভাস্ছে দিশ্-পাশ !

ভাস্ছে বিল থান্ ভাস্ছে বিন্ফুল !
 বাপ্-সা বাপ্-টায় হাস্ছে জঁইফুল !
 ধাত শীষ্-তার কর্ছে বিস্তার—
 তলিয়ে বতায় জাগ্ছে জুল্জুল !

বাজ্ছে শূত্রে অভ-কষু ;
 কাঁপ্ছে অঘর কাঁপ্ছে অম্বু ;
 লক্ষ বর্ণায় উঠ্ছে বঙ্কার
 “ওম্ স্বয়ম্ভু !” “ওম্ স্বয়ম্ভু !”

বরছে বারবর, বরছে বম্‌বম্,
 বজ্জ গৰ্জ্জায়, বঙ্গা গম্‌গম্,
 লিখ্ছে বিদ্যুৎ মস্ত্র অদ্ভুত,
 বল্ছে তিন লোক “বম্‌ ববম্‌ বম্‌”!

‘বম্‌ ববম্‌ বম্‌’ শব্দ গম্ভীর !
 বৃন্তে ছম্‌ছম্‌ স্তব্ধ জয়ীর !
 মেঘ-মৃদঙ্গে প্রাণ সারঙ্গে
 স্বপ্ন-মল্লার, স্বপ্ন হাসীর !

সান্নি বর্ষণ হর্ষ কল্লোল !
 বিল্লী-গুঞ্জন মঞ্জু হিল্লোল !
 মুচ্ছে বীণ্‌ আর মুচ্ছে বীণ্‌-কার—
 মুচ্ছে বর্ষার ছন্দ-হিন্দোল !

বুদ্ধ-পূর্ণিমা

মৈত্র-করণার মন্ত্র দিতে দান

জাগ হে মহীয়ান্ ! মরতে মহিমায ;

সৃজিছে অভিচার নিষ্ঠুর অবিচার

রোদন-হাহাকার গগন-মহী ছায় ।

নিরীহ মরালের শোণিতে অহরহ

ভাসিছে সংসার, হৃদয় মোহ পায়,

হে বোধিসত্ত্ব হে ! মাগিছে মর্ত্য যে

ও পদ-পঙ্কজে শরণ পুনরায় ॥

মনন-ময় তব শরীর চির নব

বিরাজে বাণীরূপে অমর দ্যুতিমান্ ;

তবুও দেহ ধরি' এস হে অবতরি'

হিংসা-নাগিনীরে কর হে হতমান ।

জগত ব্যথা-ভরে জাগিছে জোড়-করে

এ মহা-কোজাগরে কে দিবে বরদান,

এস হে এস শ্রেয় ! এস হে মৈত্রেয় !

ক্রুরতা-মূঢ়তার কর হে অবসান ॥

হে রাজ-সন্ন্যাসী ! বিমল তব হাসি

ঘুচাক্ গ্লানি তাপ কলুষ সমুদায় ;

ক্রোধে অক্রোধে জ্বিনিতে দাও বল,

চিত যে বিচলিত,—চরণে রাখ তায়;

নিখিলে নিরবধি বিতর 'সম্বোধি'

মরমী হোক লোক তোমারি করুণায় ;

ভুবন-সায়রের হে মহা-শতদল !

জাগ হে ভারতের মৃণালে গরিমায় ॥

চাঁদের করে গড়া করভ স্নকুমার,

ভুবন-মরুভূমে মূরতি চারুতার ;

বিরাজো চারু হাতে অমিত জোছনাতে

জুড়াতে জগতের পিয়াসা অমিয়ার !

তোমারি অনুরাগে অযুত তারা জাগে,

তুষিত আঁখি মাগে দরশ আর-বার,

ভারত-ভারতীর সারথি চির, ধীর,

তোমারি পায়ে ধায় আকুতি বহুধার ॥

মুনির শিরোমণি ! হৃদয়-ধনে ধনী !

চিন্তা-মণি-মালা তোমারে ঘিরি ভার,

বসিয়া ধ্যান-লোকে নিখিল-ভরা শোকে

আজো কি শতধারা কমল-আঁখি ছায় ?

মমতাময় ছবি ! তোমারে কোলে লভি'

ভূষিত হ'ল ধরা স্বরগ-সুখমায়,

করুণা-সিন্ধু হে ! ভুবন-ইন্দু হে !

ভিখারী জগজয়ী ! প্রণতি তব পায় ॥

নমস্কার

নমস্কার ! করি নমস্কার !

কবিতা-কমল-কুঞ্জ-উল্লসিত আবির্ভাবে যার,
আনন্দের ইন্দ্রধনু মোহে মন যাহার ইন্দ্রিতে,
আত্মার সৌরভে যার স্বর্গনদী রহে তরঙ্গিতে,
কুঞ্জে গুঞ্জে গানে মর্ত্ত হ'ল স্ফু-ক্তি-পারাবার,
অন্তরের মূর্ত্তিমন্ত ঋতুরাজ বসন্ত সাকার,—

নমস্কার ! করি নমস্কার !

ফটিক জলের তৃষ্ণা যে চাতক জাগাইল প্রাণে,
অমর করিল বঙ্গে মৃত্যু-হরা মৃত্যু-হারা তানে ;
ছাতারে-মুখর যুগে গাহিল যে চকোরের গান,—
করিল যে করা'ল যে জনে জনে চন্দ্র-সুধা পান ;
তব্বের নিথরে যেবা বিথারিল রসের পাথার,—

নমস্কার ! করি নমস্কার !

চন্দন-তরুর বনে বাঁধিল যে বাণীর বসতি,
হুল'ভ চন্দন-কাঠে কুঁড়ে বাঁধা শিখেছে সম্প্রতি—
অকিঞ্চন কবিজন গোরে বঙ্গে আশীর্ব্বাদে যার,
বেণু বীণা জিনি মিঠা বাণী যার থনি সুষমার,
চিত্তপ্রসাধনী পরী দিল যারে নিজ কর্ণহার,—

নমস্কার ! করি নমস্কার !

প্রতিভা-প্রভায় যার ভিন্ন-তমঃ অভিচার-নিশি,
 আবেদনে-আস্থাহীন, 'আত্মশক্তি'-মস্ত-দ্রষ্টা ধ্বনি,
 ভীকৃতার চিরশত্রু, ভিক্ষুতার আজন্ম-অরাতি,
 শোণিত-নিষেক-শূন্য নৈযুজ্যের নিত্য-পক্ষপাতী,
 বঙ্গের মাথার মণি, ভারতের বৈজয়ন্ত হার,—

নমস্কার ! করি নমস্কার !

রুদ্ধ-কণ্ঠ পাঞ্জাবের লাঞ্ছনার মৌনী-অমারাতে
 নির্ভয়ে দাঁড়াল একা বাণী যার পাঞ্চজন্ম হাতে
 ঘোষিল আত্মার জয় কামানের গর্জন ছাপায়ে
 অতিচারী ফিরিঙ্গীর ঘাঁটা-পড়া কলিজা কাঁপায়ে
 তুচ্ছ করি' রাজ-রোষ উপরাজে দিল-যে ধিকার,—

নমস্কার ! করি নমস্কার !

দাঁড়ায়ে প্রতীচ্য ভূমে যে ঘোষে অপ্রিয় সত্য কথা,—
 “জঘন্য জন্তুর যোগ্য পশ্চিমের দস্তুর সভ্যতা !”
 ছিন্নমস্তা ইয়োরোপা শোনে বাণী স্বপ্নাহত-পারা—
 ছিন্নমুণ্ডে শিবনেত্র, দেখে নিজ রক্তের ফোয়ারা—
 শিহরি' কবন্ধ মাগে যার আশে শান্তিবারি-ধার—

নমস্কার ! তারে নমস্কার !

স্বদেশে যে সর্বপূজ্য, বিদেশে যে রাজারও অধিক,
 মুথরিত যার গানে সপ্ত সিদ্ধ আর দশদিক্,—
 বিশ্বকবি-ছত্রপতি, ছন্দরথী, নিত্য-বন্দনীয়,
 বিতরে যে বিখে বোধি,—বিশ্ববোধিসত্ত্ব জগৎপ্রিয়,
 নিত্য তারুণ্যের টীকা ভালে যার, চিত্ত-চমৎকার,—

নমস্কার ! তারে নমস্কার !

যাটের পাটনে এসে দেশে দেশে বরযাত্রা যার,
 নিশীথে মশাল জ্বলে যার আগে নাচে দিনেমার,
 ওলন্দাজ খুলি' তাজ যার লাগি কাতারে কাতার
 শীতে হিমে রাজপথে দাঁড়াইয়া ছবি প্রতীকার,
 দ্বন্দ্ব ভুলি' 'হুণ' 'গল্' যার লাগি রচে অর্থ্যভার,
 নমস্কার ! তারে নমস্কার !

নয়নে শান্তির কান্তি, হাশ্ব যার স্বর্গের মন্দির,
 পঙ্ককেশে যে লভিল বরমাণ্য রম্যা অরোরার ;
 বুদ্ধের মতন যার 'আনন্দ' সে নিত্য-সহচর,
 সর্ব্ব ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে মেলে পাখা বাহার অন্তর,
 বিশ্বযোগে যুক্ত যে গো "বাণীমূর্ত্তি স্বদেশ-আত্মার"—
 বারম্বার তারে নমস্কার !

চারি মহাদেশ যার ভক্ত, করে ভক্তিনিবেদন,
 গুরু বলি' শ্রদ্ধা সঁপে উদ্বোধিত আত্মা অগণন,
 ভাবের ভুবনে যার চারি যুগে আসন অক্ষয়,
 যার দেহে মূর্ত্তি ধরে ঋষিদের অমূর্ত্ত অভয়,
 অমৃতের সন্ধানী যে ধ্যানী যে নিব্বন্দ্ব-সাধনার—
 নমস্কার ! নমস্কার ! বারম্বার তারে নমস্কার !

গান্ধিজী

দিনে দ্বীপ জালি' ওরে ও খেয়ালী ! কি লিখিস্ হিজিবিজি ?
 নগরের পথে রোল ওঠে শোন 'গান্ধিজী !' 'গান্ধিজী !'
 বাতায়নে ছাখ্ কিসের কিরণ ! নব জ্যোতিষ্ক জাগে !
 জন-সমুদ্রে ওঠে ঢেউ, কোন্ চন্দ্রের অনুরাগে !
 জগন্নাথের রথের সারথি কে রে ও নিশান-ধারী,
 পথ চায় কার কাতারে কাতার উৎসুক নরনারী !
 কৃষাণের বেশে কেও কৃশ-তনু—কৃশাণু পুণ্যছবি,—
 জগতের যাগে সত্যাগ্রহে ঢালিছে প্রাণের হবি !
 কৌশলি-কুলি করে কোলাকুলি কার সে পতাকা ঘেরি,
 কার মুছবাণী ছাপাইয়া ওঠে গর্বী গোয়ার ভেরী !
 ক্রোর টাকা কার ভিক্ষা-ঝুলিতে, অপকৃপ অবদান,
 আগুলিয়া কারে ফেরে কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান !
 আত্মার বলে কে পশু-বলের মগজে ডাকায় ঝিঁঝিঁ
 কেরে ও থরস্ সর্বপূজ্য ?—'গান্ধিজী !' 'গান্ধিজী !'

মহাজীবনের ছন্দে যে-জন ভরিল কুলিরও হিয়া,
 ধনী-নিধনে এক ক'রে নিল প্রেমের তিলক দিয়া ;
 আচরণ যার কোটি কবিতার নিখ'র মনোরম,
 কন্ঠে যে মহাকাব্য মূর্ত, চরিতে যে অল্পপম ;
 দেশ-ভাই যার গরীব বলিয়া সকল বিলাস ছাড়ি'
 'গড়া' যে পরে গো, ফেরে খালি পায়ে, শোয় কঞ্চল পাড়ি' ;
 তপস্তা যার দেশাত্মবোধ ছোটরও ছোটর মাথে,
 দিন-রজুরের খোরাকে যে খুসী তিন আনা পয়সাতে ;

স্বৈচ্ছায় নিয়ে দৈন্ত যে, কাছে টানিল গরীব লোকে,
 ভালো যে বাসিল লক্ষ কবির ঘন অনুভূতি-যোগে,
 অহিংসা যার পরম সাধনা হিংসা-সেবিত বাসে,
 আসন যাহার বুদ্ধের কোলে, টলষ্টয়ের পাশে,
 দীনতম জনে যে শিখায় গুট আত্মার মর্যাদা,
 চিন্তের বলে লজ্জিয়া চলে পাহাড়-প্রমাণ বাধা,
 বীর-বৈষ্ণব—বিষ্ণু-তেজেতে উজল যে-জন ভিজি'
 ওই সেই লোক ভারত-পুলক, ওই সেই গান্ধিজী !

*

*

*

কাক্সির ভিটা আফ্রিকা-ভূমে প্রিটোরিয়া-নগরীতে,
 বারে বারে ক্লেশ সহিল যে ধীর স্বদেশবাসীর প্রীতে,
 উপনিবেশের অপহৃজুরের না মানি' জিজিয়া-কর,
 মুদি-মাকালিরে আত্মার বলে শিখাল যে নির্ভর,
 বারণ যাদের ওঠা ফুটপাথে তাদেরি স্বজাতি হ'য়ে
 ফুটপাথে হাঁটা পণ যে করিল গোৱার চাবুক স'য়ে
 মার খেয়ে পথে মুর্ছা গিয়েছে, পণ যে ছাড়েনি তবু,
 বারে বারে যারে জরিমানা ক'রে হার মেনে গোৱা প্রভু
 রদ ক'রে বদ আইন চরমে রেহাই পেয়েছে তবে !
 ধীরতায় বীর সেরা পৃথিবীর, নাই জোড়া নাই ভবে !
 প্রেগের প্লাবনে কুলি-পল্লীতে নিল যে সেবা-ব্রত,
 বুয়ার-লড়াইয়ে জুলুর যুদ্ধে জখমী বহিল কত,
 কৌশলি-কুলি-মুদি-মহাজনে পল্টন গ'ড়ে নিয়ে
 উপনিবেশীর কথা-বিশ্বাসে খাটিল যে প্রাণ দিয়ে,
 কাজের বেলায় ইংরেজ যারে মেনেছিল কাজী ব'লে,
 কাজ ফুরাইলে পাজী হ'ল হায় বর্ণ-বাধার গোলে !

কথা রাখিল না যবে হীন-মনা কথার কাপ্তেনেরা,
 কায়ম রাখিল বকেয়া যুগের জিজিয়া—ক্ষোভের ডেরা,
 তখন যে-জুন কুলির ধাতুতে বৈষ্ণবী সেনা সৃজি'
 ধৈর্য্য-বীৰ্য্যে মোহিল জগৎ, এই সেই গান্ধিজী !

*

*

*

সাগরের পারে স্বদেশের মান রাখিল যে প্রাণপণে,
 গোরা-চাষা-দেশে নিগ্রহ সহি' নিগ্রো-কুলের মনে,
 বিদেশে স্বদেশী বটের চারায় রোপিয়া যে নিজ-হাতে
 বিশ্বাস-বারি সেচনে বাঁচাল বাওবাব-আওতাত্তে,
 ভারত-প্রজারে চোরের মতন থানায় থানায় গিয়ে
 নাম লেখাইতে হবে শুনে, হায়, আঙুলের টিপ্ দিয়ে,
 যে বিধি অবিধি তারে নিশ্চুল করিবারে বিধি ঠেলে
 দেশ-আত্মায় অপমান হ'তে বাঁচাতে যে গেল জেলে,
 গেল চ'লে জেলে জালাইয়া রেখে পুণ্য-জ্যোতির জালা
 ভয়-তরণের সূক্ষ্ম-ক্ষরণের উদাহরণের মালা !
 ধায় দেশী কুলি দেশী কুঠিয়াল না শোনে কাহারো মানা,
 দেখিতে দেখিতে উঠিল ভরিয়া যত ছিল জেলখানা,
 মর্দে-মেয়েতে চলিল কয়েদে দলে দলে অগণন,
 স্বেচ্ছায় ধনী হ'ল দেউলিয়া, তবু ছাড়িল না পণ !
 ক্ষুধিত শিশুরে বক্ষে চাপিয়া দেশ-প্রেমী কুলি-মেয়ে
 ইঙ্গিতে যার কষ্টের কারা বরণ করেছে ধৈর্য,
 দীক্ষায় যার নিরক্ষরেও সাঁতারে হুঃখ-নদী,
 বুকে আঁকড়িয়া সদ্য-লব্ধ মর্যাদা-সম্বোধি !
 তামিল-যুবক মরিয়া অমর যে পরশ-মণি ছুঁয়ে,
 চিরপদানত মাথা তোলে যার মস্ত-গর্ভ ফুঁয়ে,
 প্লকে পোলক্ মিতালি করিল যার চারিত্র্য-গুণে,
 ভারতে বিলাতে আগুন জলিল যার সে দীপক শুনে,

বাঁধিল যাহারে প্রীতি-বন্ধনে বিদেশীরও রাখী-স্বতা—
 ভেত যারে দিল প্রেমী অ্যান্‌ ড্রুজ্‌ অবাচিত বন্ধুতা,
 আপনার জন বলি' যারে জানে ট্রান্স্‌ভাল্‌ হ'তে ফিজি,
 জীর্ণ খাঁচার গরুড় মহান্‌—এই সেই গান্ধিজী !

*

*

*

এশিয়া যে নয় কুলিরই আলয় প্রমাণ করিল যেবা,
 কুলিতে জাগারে মহামানবতা নর-নারায়ণ-সেবা,—
 ধৈর্য্যে ও প্রেমে শিখাল যে সবে কায়-মনে হ'তে খাঁটি,
 সত্য পালিতে খেল যে সরল পাঠান-চেলায় লাঠি,
 বিশ্বধাতার বহে যে পতাকা উজ্জল জিনিয়া হেম,
 “সত্য” যাহার এক-পিঠে লেখা আর-পিঠে “জীবে প্রেম,”
 সত্যাগ্রহে দহিয়া সহিয়া হয়েছে যে খাঁটি সোনা,
 দেশের নেবার সাথে চলে যার সত্যের আরাধনা,
 অযুত কাজের মাঝারে যে পারে বসিতে মৌন ধরি'
 শবরমতীর বরণীয় তীরে ধ্যানের আসন করি',
 অর্জন যার ব্রহ্মচর্য্য তপের বুদ্ধি কাজে
 উজ্জল যার প্রাণের প্রদীপ তর্ক-আঁধার-মাঝে,
 মেথরের মেয়ে কুড়িয়ে যে পোষে, অশুচি না মানে কিছু,
 চাকরের সেবা না লয় কিছুতে, নরে সে যে করা নীচু,
 ক্ষুদ্রে মহতে যে দেখেছে মরি আত্মার চির-জ্যোতি ;
 দাস হ'তে, দাস রাখিতে যে মানে চিন্তের অধোগতি,
 প্রেমময় কোবে বসে যে দেশের, শক্তি-বীজের বীজী,
 অন্তরে বৈকুণ্ঠ যাহার,—এই সেই গান্ধিজী !

*

*

*

দর্পীতাপন ভারত-পাবন এই সে বেনের ছেলে,
 শুচি মহিমায় দ্বিজকুলে ম্লান করিল যে অবহেলে,—

কুণ্ঠা-রহিত বৈকুণ্ঠের জ্যোতি জাগে যার মনে,
 সাজা নিতে নয় কুণ্ঠিত কর্তব্যের আবাহনে,
 নীলকর আর চা-কর-চক্রে কুলির কান্না শুনি'
 ফেরে কামরূপে চম্পারণ্যে অশ্রু-মুকুতা চুনি,'
 কায়রা-আকালে শাসনের কলে শেখালে যে মর্ষিতা,
 নিজে বু'কি নিয়া খাজনা রুখিয়া রায়তের চির মিতা ;
 রাজা-গিরি নয় কেবলি হকুম কেবলি ডিক্রিজারি,
 হাল গোরু ক্রোক আকালেরও কালে করিতে মালগুজারি,
 এ যে অনাচার এর ঠাই আর নাই নাই ভূভারতে,
 রাজায় প্রজায় একথা প্রথম বুঝাল যে বিধিমতে,
 সাতশত গাঁয়ে বাজায় অমোঘ সত্যাগ্রহ-ভেরী,
 প্রজার নালিশ বোঝাতে রাজারে হ'ল নাকো যার দেবী,
 অভয়-ব্রতের ব্রতী যে, সকল শঙ্কা যে-জন হবে,
 বিশ্বপ্রেমের পঞ্চপ্রদীপে কুলির আরতি করে ;
 আদর্শ যার সুধরা আর প্রহ্লাদ মহীয়ান,
 পিতারও হকুমে করে নাই যারা আত্মার অপমান,
 পূজনীয়া যার বৈষ্ণবী মীরা চিতোরের বীণাপাণি,—
 রাজারও হকুমে সত্যের পূজা ছাড়েনি যে রাজরাণী ;
 জুপমালে যার সারা ছনিয়ার সত্য-প্রেমীর মেল,
 গ্রীসের শহীদ সক্রিটিস্ আর ইহুদীর দানিয়েল,
 যার আলাপনে বন্দী মনের বন্ধন হয় ফর,
 তার আগমনী গাও কবি আজ, গাও গান্ধির জয় ।

*

*

*

এসিয়ার হক্, হারুণের স্মৃতি, ইসলাম-সম্মান,—
 মর্শ্ব-বীণার তিন তারে যার পীড়িয়া কাঁদাল প্রাণ,
 দরাজ বুকেতে সারা এসিয়ার ব্যথার স্পন্দ বহি,
 সব হিন্দুর হ'য়ে যে, খোলসা খেলাফতে দিল সহি,

চিত্ত-বলের চিত্র দেখায়ে পেল যে পূর্ণ সাড়া,
 সত্যাগ্রহ-ছন্দে বাঁধিল বাঁড়ে ছন্দ-ছাড়া,
 প্রীতির রাথী যে বেঁধে দিল দুহু হিন্দু-মুসলমানে,
 পঞ্চনদের জালিয়াঁর জ্বালা সদা জাগে বার প্রাণে,
 ভারত-জনের প্রাণ-হরণের হরিবারে অধিকার
 নৈযুক্ত্যের হ'ল সেনাপতি যে রথী ছর্নিবার,
 বিধাতার দেওয়া ধর্ম্য রোষের তলোয়ার বার হাতে
 সোনা হ'য়ে গেছে সত্যাগ্রহ-রসায়ন-সম্পাতে ;
 ঘোষি' স্বাতন্ত্র্য শাসন-যন্ত্র আম্লা তন্ত্র সহ
 অভয়-মন্ত্র দিয়ে দেশে দেশে ফিরিছে যে অহরহ ;
 মহাবাগী বার শক্তি-আধার, অম্বদার কভু নহে,
 লুকানো ছাপানো কিছু নাই বার, হাটের মাঝে যে কহে—
 “স্বরাজপ্রয়াসী জাগো দেশবাসী, স্বরাজ স্থাপিতে হবে,
 ত্যাগের মূল্যে কিনিব সে ধন, কায়ম করিব তপে ।
 যা' কিছু স্ববশে সেই তো স্বরাজ, সেই তো স্বথের খনি,
 আপনার কাজ আপান যে করে,—পেয়েছে স্বরাজ গণি ;
 স্বপাকে স্বরাজ, স্বরাজ—স্বকরে নিজের বসন বোনা,
 স্বরাজ—স্বদেশী শিল্প পোষণে স্বাধিকারে আনাগোনা,
 স্বরাজ—আপন ভাষা-আলাপনে, স্বরাজ—স্ব-রীতে চলা,
 স্বরাজ—যা' কিছু অশুভ তাহারে নিজের দু'পায়ে দলা ;
 স্বরাজ—স্বয়ং ভুল ক'রে তারে শোধ্রানো নিজ হাতে,
 স্বরাজ—প্রাণীর প্রাণে অধিকার বিধাতার ছনিয়াতে ।
 সেই অধিকারে তার যারা হাত প্রেঙ্টিজ-অজুহাতে,—
 স্বরাজ—সে নৈযুক্ত্য তেমন আম্লা-তন্ত্র সাথে ।
 হাতে হাতিয়ারে শিক্ষা স্বরাজ, স্বপ্রকাশের পথে,
 স্বরাজ—সে নিজ বিচার নিজের স্বদেশী পঞ্চায়তে,
 চারিত্র্য-বলে আনে যে দখলে এই স্বরাজের মালা,
 কর-গত তার সারা ছনিয়ার সব দৌলৎশালা,

হাতেরি নাগালে আছে এর চাবী, আয়াস যে করে লভে,
অক্ষম ভেবে আপনারে ভুল কোরো না ।” কহে যে সবে ;
আত্ম-অবিশ্বাসের যে অরি, মূর্ত্ত যে প্রত্যয়,
পরাজয় আজো জানেনি যে, সেই গান্ধির গাহ জয় ।

* * * *

হেস না হেস না হৃষদৃষ্টি, হেস না বিস্ত হাসি,
মূর্ত্ত তপেরে শেখ বিশ্বাস করিতে অবিশ্বাসী,
অবিশ্বাসের বিশ্ব-নিশ্বাসে হয় যে প্রাণের ক্ষয়,
বিশ্বাসে হয় বিশ্ববিজয়, বিজ্ঞপে কভু নয় ।
ব্যঙ্গমা ! তোর ব্যঙ্গ এবং বঙ্গ বাথান রাখ,
গুঞ্জনে শোন্ ভরি' ভরি' ওঠে ভারতের মোচাক,
ভীমরুলও হ'ল মোমাছি আজ যার পুণ্যের বলে
তার কথা কিছু জানিস্ তো বন্, মন দোলে কুতূহলে,
জানিস্ তো বন্ মোহনদাসেরে মহাছব্ মন গণি'
কি ফিকির আঁটে সুরা-রাক্ষসী পুতনা বোতল-স্তনী,
বোতল কাড়িয়া মাতালের, গেল কোন তেলি কারাগারে,
কোন লাট ঢাকে অশোকের লাট মদের ইস্তাহারে !
জানিস্ তো বন্ কি যে হ'ল ফল আব্-কারী-যুদ্ধের,
মঘ-জাতকের অভিনয় সুরু হ'ল কি মগধে ফের !
ওরে মুঢ় তুই আজকে কেবল ফিরিস্নে ছল খুঁজে,
খুঁটিনাটি বোল কবে কি বলেছে তাহারি উত্তোর যুঝে,
গোকুল শ্রেয় কি শ্রেয় খানাকুল—সে কলহ আজ রেখে
ভারত জুড়ে যে জীবন-জোয়ার নে রে তুই তাই দেখে ।
পারিস্ যদি তো শুচি হ'রে নে রে নান ক'রে ওই ভলে,
চিনে নে চিনে নে নহান্-আত্মা মহাত্মা কারে বলে ।
এতখানি বড় আত্মা কখনো দেখেছিস্ কোন দিন ?
দেশ যার আত্মীয় প্রিয়—তবু বিশ্বাসহীন ?

দূরবীন ক'সে বিজ্ঞেরা ঘোষে, "স্বর্গের বৃকে গিঠে
 আছে মসী-লেখা !" আলোর তাহে কি হয় কমি এক ছিটে ?
 সেই মসী নিয়ে হাশ্বে তপন বিশ্ব ভরিছে নিতি,
 রশ্মির ঋণ বাড়ায় শশীর, ফুলে ফুলে দিয়ে প্রীতি ।
 কুটিরে কুটিরে মহাজীবনের জ্বলেছে যে হোমশিখা,
 দিন-মজুরের জনে জনে সঁপি' মর্যাদা-শুচি টাকা,
 পৌছে দেছে যে পৌরুষ নব চাবাদের ঘরে ঘরে,
 যার বরে ফিরে শিল্পীর গেহ কাজের পুলকে ভরে,
 যার আত্মানে সাড়া দিয়েছে রে তিরিশ কোটির মন,
 দেশের থতেনে যশের অঙ্ক লেখে সাধারণ জন,
 আত্মবিলোপী কর্ম্মী-সজ্জ যার বাণী শিরে ধরি'
 নীরবে করিছে ব্রতের পালন ছঃসহ ছুথ বরি' ;
 ছাত্রের ত্যাগে স্বার্থের ত্যাগে পুলকিয়া বহে হাওয়া,
 রাজ-ভূত্যের বৃত্তির ত্যাগে রাজপথ হ'ল ছাওয়া,
 যারে মাঝে পেয়ে কাজিয়া থামিয়ে হিন্দু ও মোসলেম,
 'আত্মদমন স্বরাজ' সমঝি ভুঞ্জে পরম প্রেম,
 মহম্মদের ধর্ম্ম্য-শৌর্য্য বাহার জীবন-মাঝে
 বুদ্ধদেবের মৈত্রীতে মিলি' স্ফুরিছে নবীন সাজে ;
 সারাটা জীবন ঋষ্টদেবের ক্রুশ যে বহিছে কাঁধে,
 বিক্ষত-পদে কণ্টক-পথে 'সত্য'-ব্রত যে সাধে ;
 যার কল্যাণে কুড়ি মি পালার প্রণমিয়া চরকারে,
 ভরে ভারতের পল্লী-নগরী কবীরের 'কাল্‌চারে' ;
 বাহার পরশে খুলে গেছে যত নিদ্রমহলের খিল,
 পূরা হ'য়ে গেছে যার আগমনে তিরিশ কোটির দিল,
 তার আগমনী গা রে ও খেয়ালী ! গোড়বঙ্গময়
 গাও মহাত্মা পুরুষোত্তম গান্ধির গাহ জয় ।

শ্রদ্ধা-হোম

(কবিগুরু-প্রশস্তি । গোষ্ঠী গায়ত্রী ছন্দ)

জয় কবি ! জয় জগৎপ্রিয়
বরেণ্য হে বন্দনীয় !
অগম শ্রুতির শ্রোত্রিয় ! জয় ! জয় !
প্রাণ-প্রণবের দ্রষ্টা-নব !
গান সে অসপত্র তব,—
অমৃত-সমুদ্ভব ! জয় ! জয় !
যুবন্ প্রাণের গাও আরতি,—
যে প্রাণ বনে বনস্পতি,
নবীন সবনের ব্রতী ! জয় ! জয় !
বাক্ তব বিশ্বস্তবা সে,—
নৃত্যে মাতায় বিশ্ব-রাসে,—
চিত্তে দোলায় উল্লাসে ! জয় ! জয় !
পাবনী-বাগ্‌দেবীর কবি !
পাবীয়বীর গায়ন রবি !
পুণ্য পাবকচ্ছবি ! জয় ! জয় !
জয় কবি ! জয় হৃদয়-জ্যোতি !
দিগ্বিজয়ীদিগের নেতা !
চিদ-রসায়ন প্রচেতা ! জয় ! জয় !
শ্রদ্ধা-হোমের লও আহুতি,—
মানস-হবি এই আকুতি ;
কবি ! সবিতা-দ্যুতি ! জয় ! জয় !
প্রাণের কাঙাল, মানের নহ,
মান ঠেলে পায় কুলির সহ
অসম্মানের ভাগ লহ ! জয় ! জয় !

তোমায় দেখে প্রাণ উথলে,
 হাসি-উজল চোখের জলে
 অফুট বোলে দেশ বলে—‘জয় ! জয় !’
 তোমার স্তব্ধাঙ্গা বাণী
 তারার ফুলের মালাখানি
 কণ্ঠে কবি ছান্‌ আনি ! জয় ! জয় ।

আখেরী

বকেয়া হিসাব চুকিয়ে দেরে বছর-শেষের শেষ দিনেতে,
 মজ্জাগত গোলাম-সমর শেষ ক’রে দে, শেষ ক’রে দে ।
 কেউ কারো দাস নয় ছনিয়ায়, এই কথা আজ বলব জোরে ;
 মিথ্যা দলিল তাদের, যারা জীবকে ছাথে তুচ্ছ ক’রে ।
 দলিল তাদের বাতিল, যারা মানুষকে চায় কর্ত্তে খাটো,
 হাম্বড়াইএর সংহিতা কোড্‌ বেবাক কাটো, বেবাক কাটো ।
 সবাই সমান এই জগতে—কেউ ছোটো নয় কারোই চেয়ে,
 কার কাছে তুই নোয়াস্‌ মাথা, ত্রুট চোখে কম্পদেহে ?
 সবাই সমান আঁতুড় ঘরে, বলের দেমাক মিছাই করা,
 সবাই সমান শ্মশান-ধূলে, বড়াই-ধুয়া মিছাই ধরা ।
 মিথ্যা গরব গোত্র-কুলের, মিথ্যা গরব রঙ বা চঙের,
 ভেদের তিলক-তক্‌মাতে লোক সংখ্যা বাড়ায় কেবল সঙের ।
 মরদ ব’লেই গরব যাদের, চায় নারীদের দল্‌তে পায়,
 তৈমুরও যার স্ত্রে মানুষ মরদ সে কি ? আয় স্ত্রধারে ।

চেঙ্গিজও যার পীযুষ-কাণ্ডাল পুরুষ সে কি ? জিজ্ঞাসা কর ;
মাংসপেশীর পেষণ-বলে হয়না মহৎ হয়না ডাগর ।

* * * *

কংস জরাসন্ধ রাবণ সেকেন্দার ও মিহিরকুলে
দেখে নে তুই কল্পনাতে প্রসব-ঘরে শ্মশান-ধূলে ।
মিছের ঝুলে আকাশ জুড়ে জাল প'ড়ে যে জম্ছে কালি,
পুড়িয়ে দে তুই সেই লুতাজাল ছই হাতে ছই মশাল জালি' ।
পুড়িয়ে দে তুই স্বর্গ নরক, পুণ্য পাতক ছাই ক'রে দে,
লোভের চিঠা ভয়ের রোকা জালিয়ে দে একসঙ্গে বেঁধে ;
মেকীর উকীল মেকলে আর ভারত-মন্য মন্থর পুঁথি
স্বার্থ-ক্লিন্ন যে শ্লোক ঘৃণ্য বহুকুণ্ডে দে আহতি ।
আর্ধ্যামি আর জিহ্মোপনায় ছাই দিয়ে দে, কিসের ধেরী,
ছাই হ'য়ে যাক মর্দ-গরব, আজ আখেরী—আজ আখেরী ।
প্রণাম দাবী করছে কারা মুনি-ঋষির দোহাই পেড়ে ?
স্পষ্ট বলি পৈতাম্বলায় ও-লোভ দিতে হচ্ছে ছেড়ে ।
থাউকো দরে আদর ক'রে অমানুষের দল বেড়েছে,
থাক-বাঁধা জাত মিছার আবাদ, বিচার-বুদ্ধি দেশ ছেড়েছে ।
হাজার হাজার বছর পরে দেশছাড়া ফের ফিরছে দেশে,
ভয় ভেগেছে উষার আগেই, দেশ জেগেছে স্বপ্ন-শেষে !
দেশ জেগেছে অবিচারের বহ্নিতে বাঁধ দেবার আশে,
পাইকারী প্রেম থাউকো ভক্তি উড়িয়ে দেব অট্টহাসে ।
প্রণাম কারো একচেটে নয়, শ্রদ্ধেয় যে শ্রদ্ধা পাবে,
দধীচ মুনি মহৎ ব'লে অর্ঘ্য ভবানন্দ থাকে ?
যুগ থেয়ে যে ডুবিয়ে দিলে সোনার বাঙলা অন্ধকারে,
বামুন ব'লেই পূজ্ব কি সেই ঘরের কুমীর মজুনারে ?
বামুন ব'লেই করব ভক্তি চাঁদ-কেদারের পুরোহিতে,—
অন্নদাতার কণ্ঠকে যে মুদলমানে পারলে দিতে ?

বামুন ব'লেই করব খাতির স্তনঃশেপের ঘৃণ্য পিতায়—
 হাড়কাটে যে নিজের ছেলে বাঁধতে রাজী, ধন যদি পায় !
 ঘুষের রাস্তা বন্ধ দেখে রাজায় ডেকে যজ্ঞশালে
 পুত্র বলির যুক্তি যে চায় পূজ্ব কি সেই খণ্ডহালে ?
 বামুন ব'লেই পূজ্বে হিন্দু ভুগুকুলের মত্ত হাতী ?
 কৃষ্ণপ্রেমিক পূজ্বে তাদের কৃষ্ণে যারা ছাধায় লাথি ?
 ভিক্ষু শ্রমণ চাইতে কিছু দক্ষিণা কম মিলল ব'লে
 হর্ষেরে খুন করতে যে যায়, অলোভ তাদের কই কি ছলে ?
 গুজ্জরাটেতে আব্রু নিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে পরস্পরে
 স্বদেশ যে জন পরকে দিলে পূজ্ব কি সেই বিপ্রবরে ?
 রাজপুতনার গড় ঘিরে যে, মুসলমানের অভিযানে,
 বাঁধতে গরু যুক্তি দিলে পূজ্ব কি সেই বুদ্ধিমান ?
 “হুর্গপথে তুলসী ছড়াও, মাড়াতে তার নারবে মোগল”
 এমন যুক্তি যাদের তারাই ভক্তিতাজন ? হায়রে পাগল !
 হিন্দুছড়া নন্দকুমার—যে পরালে তাঁরেও কঁাসি
 গলায় দ'ড়ে রাম-কঁাসুড়ে তারেও দেব অর্ঘ্যরাশি ?
 তুড়ুঙে যার শানলোনাকো, আন্তে হ'ল গিলোটীনে
 মদ্র হ'তে বঙ্গভূমে, সেও বেঁধেছে বিপ্র-ধাণে ?
 পুলিশ টাউট নেশায় আউট গঙ্গাজলী-সাক্ষ্য দড়
 বিট বিদূষক ভেড়ুয়া পাচক বামুন ব'লেই মান্ব বড় ?
 কালিদাসের কাব্য অমর, তাঁর গুণে দেশ আছেই কেনা,
 তাই ব'লে পাউরুটিওলার পায়ের ধুলো কেউ নেবে না ।

* * * *

জাতের খাতায় সাফ স্মৃতি দেখিয়ে শুধুই মস্ত হবে ?
 হুঙ্কতি যে দেউলে' ক'রে খায় তলিয়ে অগোরবে ;—
 তারো হিসাব চাইছে জগৎ, দাখিল করো নাইক দেরী,
 প্রণাম দাবী ছাড়'তে হবে নাইক দেরী, আজ আখেরী ।

শ্রদ্ধা-ভাজন সত্যি যে জন তারেই মানুষ শ্রদ্ধা দেবে,
 রাহাজানি করলে ভক্তি বিশ্বমানব হিসাব নেবে ।
 পাইকারীতে তরার না আর জাতের টিকিট মাথায় এঁটে,
 সে যুগ গেছে, সে দিন গেছে, সে কুয়াসা যাচ্ছে কেটে ।
 সেন্সপীয়ারের স্বজাত ব'লে পুছবে না কেউ কিপ্লিঙেরে,
 চৌচাপটে ভক্তি করার রোগটা ক্রমে আসছে সেরে ।
 বার্ক-সেরিডান মহৎ ব'লে ইম্পে-ক্লাইব পূজবে কেবা ?
 হেয়ার-বেথুন স্মরণ ক'রে হোঁৎকা গোরার চরণ-সেবা ?
 কর্জনেরে কেউ দেবে না লর্ড ক্যানিঙের প্রাপ্য কভু,—
 লঙ্ সাহেবের মর্যাদা কি লুটবে জিন্দো পাদরী প্রভু ?
 হৈমবতী উমার অর্ঘ্য কাড়বে ওলাই-চণ্ডী কি হায় ?
 বেসার্ট্ সে নৈবেদ্য নেবে অর্পিত যা' নিবেদিতায় ?
 রং দেখিয়েই ভড়কে দেবে ? তেমন শিশু নাই ছনিয়া,
 ভিক্টোরিয়ার প্রাপ্য নেবে ডায়ার প্রেমী হিষ্টরিয়া ?
 মন্দ ভালো গুলিয়ে দেবে এমন কি মাহাত্ম্য স্বকে ?
 ফর্দা ব'লেই করব খাতির চন্দ-গুট মহস্বকে ?
 দোকানী যে রেজ্‌কী কুড়ায়, নাক তুলে রাজ-কাহ্না করে,
 তারেও কি রাজভক্তি দেব ? রাখব কী ধন রাজার তরে ?
 অভদ্র যে রেলগাড়ীতে, অভব্য যে খেলার মাঠে,
 তারেও নাকি করব খাতির অকথ্য যে রাস্তাঘাটে ?
 নিশীথে যার হরিণ শিকার, ফকির শিকার দিন ছপরে,
 যার পরশে কুলির প্লীহা বিক্ষুরকের মতন ক্ষুরে,
 রাস্তাতে যে বুকে হাঁটায়, নিরস্ত্রে যে খাওয়ার খাবি,
 ঘোমটা খুলে ছায় যে থুতু রাজপুত্র সেই করবে দাবী ?
 সাহেব ব'লেই করব সেলাম ? মন্দ ভালো বাছব নাকো ?
 অজ্ঞায়ে যে করবে কায়েম বলব তারে স্মৃতি থাকো ?

খুনীরে যে দেয় খোলসা আইন গ'ড়ে রাতারাতি
 প্রশস্তি তার পড়'ব কি হায়, প্রকাশ ক'রে দন্তপাতি ?
 গোরা ব'লেই গোরবে কি দিতে হবে শ্রীবট মুড়ে ?
 বামুন ব'লেই নাহক প্রণাম করতে হবে হস্ত জুড়ে ?
 মরদ ব'লেই মর্দানি কি সহবে নীরব মাতৃজাতি ?
 আত্মালাভের প্রসাদ-পবন জাগছে রে ছাখ্ নাইক রাতি ।
 সঙ্কুচিত চিত্ত জাগে—দেখিস্ কি আর চিতার ঢেরি,
 হিসাব নিকাশ করতে হবে, আজ আখেরী, আজ আখেরী ।

*

*

*

*

বুঝ'-সময়ের বইছে হাওয়া, গোলাম-সমঝ' যাচ্ছে টুটে,
 সাবালকীর করছে দাবী সব ছনিয়া দাঁড়িয়ে উঠে ।
 মুকুবিদের করছে তলব, চাইছে হিসাব, চাইছে চারি,
 মানুষ ব'লেই সকল মানুষ ইজ্জতেরি করছে দাবী ।
 তাবৎ জীবে শিব যে আছেন রুদ্র তিনি অবজ্ঞাতে,
 নিখিল লয়ে রন্ নারায়ণ পুণ্য পাঞ্চজন্ত হাতে ।
 তাঁর সাড়া আজ সকল প্রাণে বর্ণ-জাতি-নির্কির্শেষে ।
 বিশ্বে নিকাশ-আখেরী আজ নূতন যুগে যুগের শেষে ।
 চিনি ব'লে চুণ যে খাওয়ায় চলবে না তার সওদাগরী,
 নিখুঁত হিসাব তৈরী করো—রেখোনা ভুল খাতায় ভরি' ।
 খাদ ক'ষে দাম চুকিয়ে দেবার দিন এসেছে এবার দেশে,
 মদের গেলস আছড়ে ভাঙো, মুকুবিদের ওড়াও হেসে ।
 মন খুলে বল মনের কথা, জমতে বুকে দিস্ না ঘৃণা,
 মন্দকে বল মন্দ সোজা, পালিস্ বিনা—রসান্ বিনা ।
 দাম-নিরূপণ পাল্টিয়ে কর—রদি যে 'তায় ফেল্‌রে ছুঁড়ে,
 মধুফলে মিললে পোকা ঠাই হবে তার আঁস্তাকুড়ে ।
 সত্য কথা বল খোলসা—করিস্‌নে ভয় নিন্দা গালি,
 মিথ্যাবাদী নাম যারা ছায় তাদের মুখে দে চুনকালি ।

পাওনা দেনা ঠিক দিয়ে নে—দিল্-গোলামীর নিকাশ ক'রে,
 মানুষ আবার মানুষ হবে বিশ্বে বিশ্বনাথের বরে ।
 রুজু দিয়ে পাতায় পাতায় খরচ জমা তৈরী রাখে—
 জান্দা, হুজুর ভয় কোরো না, ঠিক দিয়ে ঠিক তৈরী থাকো ।
 নতুন খাতার বেদাগ পাতায় স্বস্তিকে কে সিঁদূর দেবে,—
 তৈরী থাকো ; অরুণ উষায় নতুন জীবন আসবে নেবে ।

বিদ্যুৎ-বিলাস

(শাদ্দুল-বিক্রীড়িত ছন্দের অনুসরণে)

সিন্ধুর রোল

মেঘে ভিড়ল আজ,

গরজে বাজ,

বিদ্যুৎ বিলোল—

রক্ত চোখ !

বাঙ্কার দোল

সারা সৃষ্টিময়,—

জাগে প্রলয় ;

তাণ্ডব্ বিভোল্—

ছায় ছ্যালোক ।

বৃষ্টির স্রোত

করে বিশ্ব লোপ ;

নিষেছে খোপ—

নিশ্চুপ কপোত

নিশ্চপল ;

পর্জন্তের

চলে শূন্তে রথ,—

ধ্বনি মহৎ ;

নির্জন্ নীপের

কুঞ্জতল ।

সূর্য্যের নাম

হল শব্দ-শেষ,

প্রতি নিমেঘ—

তন্দ্রার ত্রিযাম

অন্ধকার !

মেঘ-মল্লার

শত ঝিল্লি গায়,

যুধি-লতার

চুম্বন বিধার

অপ্সরার !

দেব-বাণীর

জলে জন্মা আজ

ধরনী-মাঝ,

কিম্বদন্তীর

উঠছে তান ;

অঙ্গন-মেঘ

চলে ঐরাবৎ

জুড়ি' জগৎ,

ঝঞ্ঝার আবেগ

ছায় পরাণ !

ইন্দ্রের ধন

হের পৃথ্বীছায়—

সোনা বিছায়,

বর্ষার সৃজন

দিব্ ছাপায় !

অন্ধুর তার

ত্যজে গর্ভবাস

ফেলে নিশাস—

ভূঁই-ভাগ আবার

ভূঁইটাপায় ।

বাপুসার রূপ

শুধু পষ্ট আজ

ভুলাল কাজ

মোনের অরূপ

মুচ্ছনায় ;

শব্দের গান

ভ'রে তুলছে মন

সারাটি ক্ষণ

বাপের বিতান

রস ঘনায় ।

বিদ্যুৎ-চৌকি

হানে ধূম-চূড়

ঝড়-গরুড়,

পাখি-সাঁট আঁচোট

বন লোটার ;

গর্জন, গান,

মেশে হর্ষ, খেদ,—

পাশরি ভেদ;

বজ্রের বিধান

ফুল

বজ্রের বীজ

ফেরে রাত্রি দিন

করে নবীন,

মৃত্যুর কিরীচ

প্রাণ বিলায় !

বিশ্বয়, ভয়,

মেশে হর্ষে, আজ,

রাজাধিরাজ

কুদ্রের সদয়

দান-লীলায়

অনুবাদ

মাস্তলিক

ঐ গৃহে শাস্তি করুক বিবাজ মন্ত্র-বচন-বলে,
পরম ঐক্যে থাকুক সকলে, ঘৃণা থাকে দূরে চ'লে ;
পুত্রে পিতায়, মাতা ক্রুহিতায় বিরোধ হউক দূর,
পত্নী পতির মধুর মিলন হোক আরো স্নমধুর ;
ভা'য়ে ভা'য়ে যদি দ্বন্দ্ব থাকে তা' হোক আজি অবমান,
ভগিনী যেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা না করে দান ;
জনে জনে যেন কশ্মে বচনে তোষে সকলের প্রাণ,
নানা যন্ত্রের আওয়াজ মিলিয়া উঠুক একটি গান ।

অথর্ব-বেদ

শিশু-কন্দর্পের শাস্তি

প্রেমের ক্ষুদ্র দেবতাটি হায় দেখিলেন একদিন,
রাঙা গোলাপের বুকেতে একটি ভ্রমর রয়েছে লীন !
জন্তুটি কি যে ভাবিয়া না পান,
অঙ্গুলি তা'র পাখায় চাপান
সে অমনি ফিরে অঙ্গুলি চিরে রাখিল হলের চিন্ !
অমনি আঙুল উঠিল জলিয়া,
নয়নের জল পড়িল গলিয়া,
কাঁদিয়া কাঁপিয়া চলিল ছুটিয়া শঙ্কায় বিমলিন ;

জননী তাহার ছিলেন যেথায়
 লুটায় সেথায় পড়িল ব্যথায়,
 “আই—আই—মাগো মরেছি, মরেছি” কাঁদিয়া কহিল দীন,
 “ওগো মা মরেছি, মরেছি, মরেছি,
 ওগো মা সাপের বিষেতে জ্বরেছি,
 পাথনা-গজানো সর্প-শিশুর গরলে হইলু ক্ষীণ !”
 জননী হাসিয়া কহেন “বালক !
 মধুপের হল যদি ভয়ানক,
 তবে যারে তারে ব্যথা কেন দাও বাণ হানি’ নিশি দিন ?”

আনাক্রিয়ন

যৌবন-মুক্তা

যখন আমি ঘোমটা তুলি নয়ন ‘পরে,
 পাণ্ডুর হয় গোলাপগুলি জঁষ্যা ভরে ;
 বিদ্ধ তাদের বক্ষ হ’তে ক্ষণে ক্ষণে,
 ক্রন্দনেরি ছলে মধুর গন্ধ করে !
 কিম্বা, যদি স্নগন্ধি কেশ আচম্বিতে
 এলায়ে দিই মন্দ বায়ে আনন্দেতে,
 চামেলি ফুল নালিশ করে ক্ষুণ্ণ মনে,
 গন্ধটি তা’র লুকায় চুলের স্নগন্ধিতে !
 যখন আমি দাঁড়াই একা মোহন সাজে,
 এমনি শোভা হয় যে, তখন অমনি বাজে,
 শতেক শ্রামা পান্থীর কণ্ঠে কলসনে
 বন্দনা গান, ‘স্পন্দন তুলি’ কুঞ্জমাঝে !

জেরুসিলা

পথের পথিক

পথের পথিক ! তুমি জানিলে না কি আকুল চোখে আমি চাই ;
তোমারেই বুঝি ধুঁজেছি স্বপনে, এতদিন তাহা বুঝি নাই !
কবে এক সাথে কাটায়েছি কোথা নিশ্চয় মোরা ছুটিতে,
মুখ দেখে আজ মনে প'ড়ে গেল পথের মাঝারে ছুটিতে !
সাথে খেয়ে শুয়ে মানুষ যেন গো, পুরানো যেন এ পরিচয়,
ও তনু কেবল তোমারি নহেক এ তনু শুধুই আমারি নয় !
চোখের মুখের সব অঙ্গের মাধুরী আবার আমারে দিয়ে,
আমার বাহুর বুকের পরশ চকিতের মত যাও গো নিয়ে ।
কথা ত कहিতে পারিব না আমি মুরতি তোমার ভাবিব একা,
পথ'পরে আঁখি রাখিব আমার ফিরে যত দিন না পাই দেখা ।
আশায় রহিব আবার মিলিব তা'তে সন্দেহ হৃদয় নাই,
দৃষ্টি রাখিব নিশিদিন যেন আর তোমা' ধনে না হারাই ।

হুইটম্যান

বালিকার অনুরাগ

- (তার) রূপ দেখে হায় ঘরের কোণে মন কি রাখা যায় ?
(সে যে) পথের ধারে দাঁড়িয়েছিল আমার প্রতীক্ষায় !
(সে যে) মিথ্যা এসে ফিরে গেল তাই ভাবি গো হায় ।

- পথের আনাগোনার মাঝে কতই মানুষ যায়,
(আমি) কথ'খনো ত' চক্ষে অমন রূপ দেখিনি, হায় ;
(তারে) দেখতে পেয়েও আজ কেন হায় যাইনি জানালায় ।

ওড়নাথানি উড়িয়ে দেব অঙ্গরাথার 'পর,
তোমরা সবাই জেনে থাক, আসবে আমার বর !

(আমি) বরের ঘোড়ায় চড়ে যাব কর্তে বরের ঘর ।

ওড়নাথানি উড়ছে আমার বসন্ত হাওয়ার,
ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ গো ওই দূরে শোনা যায়,

(আমি) পরের ঘরে কর্ব আপন, আন্মায় দাও বিদায় ।

চীনদেশের 'শী-কিং' গ্রন্থ

গোপিকার গান

ছি ছি, কি লাজ, রাখাল ! রাখাল !

লজ্জা সরম নাই ;

চুমা দিয়ে পার্লিয়ে যাবে

ছইছি যখন গাই ।

গোলাপ কত ফুটছে আবার,

বকুল হেসে লুটছে আবার,

তুমি এসে চুমা দিলে ছইছি যখন গাই !

রাখাল এসে পিছন থেকে

চুমা দিয়েই পালাল ভাই,

ধরব তা'রে কেমন ক'রে

ছইতে ছইতে গাই ;

পায়রা কত উড়ছে আবার,

কোকিলে গান জুড়ছে আবার,

রাখাল এসে চুমা দিলে ছইছি যখন গাই ।

এস ফিরে রাখাল ! রাখাল !

চুমা দিয়ে যাওনা ভাই,

এড়ানো কি যায় কখনো

দুইতে দুইতে গাই ;

পাপিয়া গানে মগন আবার,

আজকে যে গো মিলন সবার,

পিছন হ'তে চুমা দে যাও, দুইতে দুইতে গাই !

টেনিসন

প্রেমের ইন্দ্রজাল

নীবীবন্ধন আপনি খসিছে, স্মুরিছে ওষ্ঠাধর,

মনে মায়াবীজ বপন ক'রেছে ;—সখী, সেকি বাহুকর ?

যখনি আমার মদন-গোপালে নয়নে দেখেছি, হায়,

তখনি পড়েছি ইন্দ্রজালেতে,—সখী লো ঠেকেছি দায় !

শুকপাখী এসে চলে গেছে, হায়, মোরে করি' উদ্ভাস্ত,

এ যদি কুহক নহে তবে আর কুহক কি তাই জান্ ত' ।

কাল নিশি হ'তে ঘুম আসি' চোখে কেবল পাগল করে ;

স্বপনে সে আসে, জাগিলে লুকায়, মর্শ্ব বিদরে ওরে !

সখীরে সে শুধু চুষন দিতে চেয়েছিল এ অধরে,

তোদের দেখিয়া মদন-গোপাল চ'লে গেছে রোষভরে ;

খেলা ছলে এসে ভালবাসা সে যে ঢেলে দিয়ে গেছে প্রাণে,

হায় সখি, মোর মদন-গোপাল না জানি কি গুণ জানে !

তামিল কবিতা

জোবেদীর প্রতি হুমায়ুন

গোলাপে ফুটাও তুমি সৌন্দর্য তোমার,
জ্যোতি তব উষার কিরণে ;

পাপিয়ার কলস্বনে তোমারি মাধুরী,
মরালের শুভ্রতা বরণে !

জাগরণে স্বপ্ন সম সঙ্গে তুমি মোর,
চন্দ্র সম নিশীথে তন্দ্রায় ;

আর্দ্র কর, স্নিগ্ধ কর, মৃগনাভি সম,
মুগ্ধ কর রাগিণীর প্রায় ।

তবু যদি সাধি তোমা' ভিখারীর মত
দেখা মোরে দিতে করুণায় ;

বল তুমি "রহি অবশুষ্ঠনের মাঝে,
এ রূপ দেখাতে নারি হয় !"

তৃষা আর তৃপ্তি মাঝে র'বে ব্যবধান—
অর্থহীন এ অবশুষ্ঠন ?

আমার আনন্দ হ'তে সৌন্দর্য তোমার
দূরে রাখে কোন্ আবরণ ?

একি গো সমর-দীলা তোমায় আমায় ?
ক্ষমা দাও, মাগি পরিহার ;

মরমের (ও) মর্শ্ব বাহা তাই তুমি মোর,
জীবনের জীবন আমার !

সরোজিনী নাইডু

মিলন-সঙ্কেত

তোমারি স্বপন-স্বথে জাগিয়া উঠি,
কাঁচা মিঠে ঘুমটুকু পড়ে গো টুটি ;
মুছ নিশ্বাসে যবে সমীর চলে,
রশ্মি-উজ্জ্বল তারা আঁধারে জলে,
তোমারি স্বপন-স্বথে জাগিয়া উঠি,
তোমারি জানালা-তলে এসেছি ছুটি ;
চরণ কে যেন মোর আনে গো টানি'
কে জানে কেমনে ?—আমি জানি নে রাণী !
নিথর নিবিড় কালো নদীর' পরে
চলিতে চলিতে বায়ু মুরছি' পড়ে,—
মিলায় চাঁপার বাস—নিবিয়া আসে,
ভাবের ভুবন যেন স্বপন-দেশে,
পাপিয়ার অনুরোধ ফুটিতে নারি'
মরমে মরিয়া হায় গেল গো তা'রি,
আমিও মরিয়া যাব অমনি ক'রে,
আদরিণি ! ও তোমার হৃদয় 'পরে !
এ তৃণ-শয়ন হ'তে তোলো আমারে,
মরি গো, মুরছি, ডুবে যাই আঁধারে !
পাণ্ডু অধরে আর নয়ন-পাতে,
বৃষ্টি কর গো প্রেম চুমার সাথে !
কপোল হ'য়েছে হিম, হায় গো প্রিয়া,
দ্রুত তালে দ্রুত দ্রুত কাঁপিছে হিয়া ;
ধর গো চাপিয়া বুকে, এস গো ছুটি'
তোমারি বুকের 'পরে যাক্ সে টুটি' ।

শেলি

প্রিয়া যবে পাশে

প্রিয়া যবে পাশে, হস্তে পেয়ালা, গোলাপের মালা গলে ;—
কেনা স্থলতান্ ? তখন আমার গোলাম সে পদতলে ।
ব'লে দাও বাতি না জ্বালায় আজি আমোদের নাহি সীমা,
আজ প্রেমসীর মুখ-চন্দ্রের আনন্দ পূর্ণিমা ।
আমাদের দলে সরাব বা' চলে তাহে কারো নাহি রোষ,
তবে ফুলময়ী ! তুমি না থাকিলে পরশিতে পারে দোষ ।
আমাদের এই প্রেমিক-সমাজে আতর ব্যাভার নাই,
প্রিয়ার কেশের সুরভিতে মোরা মগন সর্বদাই ।
শরের মুরলী শুনি আমি ওগো সমস্ত কান ভরি,'
অঁখি ভরি' দেখি সুরার পেয়ালা—তব রূপ সুন্দরী !
শর্করা মিঠা আমারে ব'ল' না, প্রিয়া ! আমি তাহা জানি,
তবু সব চেয়ে ভালবাসি ওই মধুর অধরখানি ।
অখ্যাতি হ'বে ? অখ্যাতিতেই বেজে গেছে মোর নাম,
নাম যাবে ? যাক্, নামই আমার সব লজ্জার ধাম ;
মত্ত, মাতাল, ব্যসনী আমি গো, আমি কটাক্ষ-বীর,
একা আমি নই, আমারি মতন অনেকেই নগরীর ।
মোন্নার কাছে মোর বিরুদ্ধে করিয়োনা অমুযোগ,
তঁার আছে, হায়, আমারি মতন সুরা-মত্ততা রোগ ।
প্রিয়ারে ছাড়িয়া থেকনা হাফেজ ! ছেড়না পেয়ালা লাল,
এ যে গোলাপের চামেলির দিন—এ যে উৎসব কাল !

হাফেজ

সাগরে প্রেম

আমরা এখন প্রেমের দেশে, তবে,
বুল, এখন কোথায় যাব আর ?
থাকবে হেথা ?—যেতে কোথাও হ'বে ?
পাল তুলে দিই ?—ধরি তবে দাঁড় ?
নানান্ দিকে বহে নানান্ বায়,
ফাণ্ডন চিরদিনই ফাণ্ডন হয়,
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা তায়,
এখন বল, কোথায় যাব আর ?

চুমার চাপে যে ছুথ গেছে মরি,—
অন্ত স্নুথের শেষ নিশাসে ভরি,—
প্রসাদ পূবন মোদের হ'বে সে ;
ফুলে বোঝাই হ'বে নৌকাখান,
পস্থা মোদের জানেন ভগবান,
আর জানে সেই কুসুম-ধনু যে !
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হয়,
এখন বল, যাব আর কোথায় ?

মাঝি মোদের প্রণয়-গাথা যত,
ধ্বজে ছাটি কপোত প্রণয়-ব্রত,
সোনার পাটা, সোনার হ'বে ছই,
রশ্মিরশি রসিক জনের হাসি,
নয়ন কোণে রবে রসদ রাশি,
রসদ রবে অধর প্রাস্তে মই !
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হয় !
এখন বল, যাব আর কোথায় ?

কোথায় শেষে নামাব, বল, তোরে,—

বিদেশী সব যেথায় নিতি ঘোরে ?

কিস্বা মাঠের শেষে গাঁয়ের ঘাটে ?—

যে দেশে ফুল ফোটে অনল মাঝে ?

কিস্বা যেথায় তুবার বুকে সাজে ?

কিস্বা জলের ফেণার মাথে ফাটে ?

প্রেমের পাশে বন্দী মোরা হায় !

এখন বল,—যা'ব আর কোথায় ?

কয় সে ধীরে “নামিও মোরে সেথা,

প্রেমের পাখী একটি মাত্র যেথা ;—

একটি শর, একটি মাত্র হিয়া !”

তেমন পুরী যেথায় আছে, হায়,

নরের তৈরী যায় না গো সেথায় ;

নারী সেপায় নামতে নারে, প্রিয়া !

তেমোফিল : গতিয়ে

নিষ্ঠুরা সুন্দরী

কি ব্যথা তোমার ওহে সৈনিক

কেন ভ্রম একা প্রিয়মান ?

সুকায শেহালা হুদে হুদে, পাখী

গাহে না গান ।

সৈনিক কিবা ব্যথিছে তোমায় ?

কেন বা শ্রীহীন ? কেন স্তান ?

শাখা-মৃষিকের পূর্ণ কোটর,

মরাইয়ে ধান ।

কমলের মত ধবল ললাটে

কেন বা ছুটিছে কাল-স্বাম ?

কপোল-গোলাপ উঠিছে শুকায়,—

নাহি বিরাম ।

“মাঠে মাঠে যেতে নারী সনে ভেট,—

স্বন্দরী সে যে পরী-কুমারী,—

দীঘল চিকুর, লঘুগতি, আঁখি

উদাস তারি ।

‘গাঁথি’ মালা দিহু শিরে পরাইয়া,

কাঁকন, মেথলা কুসুম গড়ি ;

‘চাহি’ মোর পানে আবেগে যেন সে

উঠে গুমরি’ ।

“চপল ঘোড়ায় লইহু তুলিয়া,

অনিমিত্ত সারা দিনমান ;

পাশে হেলি’ সে যে গাহিল কেবলি

পরীর গান !

“আনি’ দিল মোরে কত ফলমূল,

দিল বনমধু, সুধারাশি গো ;

কহিল কি এক অপরূপ ভাষে,—

‘ভালবাসি গো !’

“অঙ্গুর-বনে লয়ে গেল মোরে,

নিশ্বাসি কত কাঁদিল হায় ;

মুদিহু তাহার তন্তু নয়ন

চারি চুমায় ।

“সেই খানে মোরে দিল সে নিদালি,

স্বপন দেখিহু কত হায় ;

চরম স্বপন—তা’ও দেখেছি এ

গিরির গায় ।

“মরণ-পাণ্ডু কত রথী, বীর,
 কত রাজা মোরে ঘিরিয়া ঘোরে,
 কহে তারা ‘হায় নিষ্ঠুরা রূপসী
 মজাল তোরে’
 “দেখিলু তাদের ক্ষুধিত অধর,
 লেখা যেন তাহে ‘সাবধান’
 জেগে দেখি আমি হেথায় পড়িয়া
 গিরি শয়ান ।
 “সেই সে কারণে হেথা আমি আজ,
 তাই ভ্রমি একা স্রিয়মান ;
 যদিও শেহালা মরে হুদে, পাখী
 না গাহে গান ।”

কীটস

প্রাচীন প্রেম

যখন তুমি প্রাচীন হ’বে সন্ধ্যাকালে তবে,
 উনন্ পাড়ে বসে বসে কাটবে স্ততা ববে,
 আমার রচা গানগুলি হায় শুনুনিয়ে গা’বে,
 বলবে তুমি ‘জানিস্ কিলো
 আহা যখন বয়েস্ ছিল
 লিখ্ত গানে আমার কথা কবি সে তার ভাবে !’
 শোনে যদি দাসীরা সব আমার রচা গান,—
 কাজ সেরে শেষ ঘুমায়ে যখন,—গানে তোমার নাম

শুনে যদি ওঠেই জেগে,
 বলবে তা'রা ক্ষণেক থেকে,
 'ধন্য তুমি উদ্দেশে যা'র কবি রচে গান !'
 মাটির তলে মাটি হয়ে ঘুমিয়ে আমি র'ব,
 গাছের ছায়ে নিশির কায়ে, ছায়া যখন হ'ব,
 তোমার গর্ভ, আমার প্রীতি,
 মনে তোমার পড়বে নিতি,
 দিয়ে তখন—দিয়ে মোরে—দিয়ে প্রণয় তব ;—
 তুমি যখন প্রাচীন হবে, আমি—ধূলি হ'ব ।

রংগদ

জীবন স্বপ্ন

ললাটের 'পরে ধর চুষন থানি,
 শুনে যাও নম বিদায়-বেলার বাণী ;
 আজন্ম মোর স্বপনে হ'য়েছে ভোর,—
 ব'লেছে যাহারা বলেনি মিথ্যা ঘোর ।
 'আশা-পাখীগুলি উড়ে যদি গিয়ে থাকে,—
 দিনে কি নিশির নির্জ্জনতার ফাঁকে,—
 কি করিব ? হায়, পালানো তাদের ধারা,
 জাগো কি ঘুমাও পালায়ে যাবেই তা'রা ;
 সজাগ কিবা সে খেয়ালে রয়েছি ব'লে,
 উড়িয়া পালাতে কখনো কি তা'রা ভোলে ?
 যা' করি, যা' ভাবি, যা'ই দেখি মোরা চোখে
 সবই নব নব স্বপন স্বপ্ন-লোকে !

সিন্ধুর কূলে গর্জন গান শুনি,
 করতলে ল'য়ে সোনার বালুকা গাঁণ,
 কত সে অল্প—তবু সব গেল বরি',
 নীল পারাবার নিল গো তাদের হরি' !
 এখন একেলা হৃদয়ে তাদের স্মরি'
 কেঁদে মরি আমি,—আমি শুধু কেঁদে মরি ।
 হায়, বিধি, মোর কিছু কি শক্তি নাই ?—
 দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিতে যে ধন পাই ?
 এ জীবনে কতু বাঁচাতে কি পারিব না ?—
 সিন্ধুর গ্রাস হইতে একটি কণা ?
 যা' করি, যা' দেখি, সকলি কি তবে খেলা !
 স্বপ্ন-সাগরে স্বপন-ঢেউয়ের মেলা !

এড্‌গার অ্যালেন্‌ পো

দিবা-স্বপ্ন

সরু গলির মোড়ে, যখন, দিনের আলোক বারে,
 ময়না দাঁড়ে গাহে, এমন গাইছে বছর ধরে ;
 অসান্‌ যেতে পথে, হঠাৎ শুন্‌তে পেল গান,
 শব্দ সাড়া বাহিক ভোরে শুধুই পাখীর তান ।
 মন ডুবিল গানে, একি, কি হ'ল ওর আজ,—
 দেখেছে যেন, জাগে পাহাড় গাছের পরে গাছ ;
 উজ্জল হিমের ঢেউ চলেছে গলিটির মাঝ দিয়ে,
 ঘেসাঘেসি বস্তি মাঝে চল্লো নদী ধয়ে !

সবুজ গোঠের ছবি, তাহার পাহাড় ছ'টি ধারে,
 সে পথ দিয়ে গেছে কত কল্দী নিয়ে ভ'রে ;
 একটি ছোট ঘর, সে যেন বাবুই পাখীর বোনা,
 তার চোখে সে ঘরের সেরা, নাইক তার তুলনা ;
 স্বর্গের স্তূথ পরাণে তা'র ; মিলিয়ে আসে ধীরে,—
 ঘোর কুয়াসা, ছায়া, নদী, পাহাড় যত তীরে ;
 বইবে না রে নদী, পাহাড় তুলবে না আর শির ;
 স্বপন টুটে, নয়ন ফুটে, মুছে নয়ন-নীর ।

ওয়ার্ডসোয়ার্থ্

মৃত্যুরূপা মাতা

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
 স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ্য-বায়ু-বেগ !
 লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দী-শালা হ'তে,
 মহাবল্ল সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়িয়ে চলে পথে !
 সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরি-চূড়া জিনি'
 নভস্তল পরশিতে চায় ! ঘোর রূপা হাসিছে দামিনী,
 প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র,—মৃত্যুর কালিমা মাথা গায়
 লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর !—ছুংখরাশি জগতে ছড়ায়,—
 নাচে তা'রা উন্মাদ তাণ্ডবে ; মৃত্যুরূপা মা আনার আয় !
 করানী ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিশ্বাসে প্রাশ্বাসে ;
 তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে !
 কালী তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে ।

সাহসে যে হুঃখ দৈন্ত চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহু পাশে,—
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,—মাতৃরূপা তারি কাছে আসে ।

বিবেকানন্দ

চিঠি

“প্রণাম শত কোটি,
ঠাকুর ! যে খোকাটি
পাঠিয়ে দেছ তুমি মাকে,
সকলি ভাল তার ;—
কেবল—কাঁদে, আর,
দাঁত তো দাও নাই তাকে !
পারে না খেতে, তাই,
আমার ছোট ভাই ;
পাঠিয়ে দিয়ে দাঁত, বাপু !
জানাতে এ কথাটি
লিখিতে হ’ল চিঠি ।
ইতি । শ্রী বড় খোকা বাবু ।”

রেন্নফোর্ড

গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে

মধ্যাহ্ন ; গ্রীষ্মের রাজা, মহোচ্চ সে নীলাকাশে বসি’
নিষ্কেপিল রৌপ্যজাল, বিস্তৃত বিশাল পৃথ্বী পরে ;
মৌন বিশ্ব ; দহে বায়ু তুবানলে নিঃশ্বসি’ নিঃশ্বসি’ ;
জড়ায় অনল-শাড়ী বসুন্ধরা মূরছিয়া পড়ে ।

ধূ ধূ করে সারাদেশ ; প্রান্তরে ছায়ার নাহি লেশ ;
লুপ্তধারা গ্রাম নদী ; বৎস গাভী পানীয় না পায় ;
স্বদূর কানন-ভূমি (দেখা যায় যার প্রান্তদেশ)
স্পন্দন-বিহীন আজি ; অভিভূত প্রভূত তন্দ্রায় ।

গোধূমে সর্বপে মিলি' ক্ষেত্রে রচে স্ববর্ণ-সাগর,
সৃষ্টিরে করিয়া হেলা বিলসিছে বিস্তারিছে তারা ;
নির্ভয়ে করিছে পান তপণের অবিশ্রান্ত কর,
মাতৃক্রোড়ে শান্ত শিশু পিয়ে যথা পীয়ুষের ধারা ।

দীর্ঘ-নিশ্বাসের মত, সন্তাপিত মর্ম্মতল হতে,
মর্ম্মর উঠিছে কভু আপুষ্ট শস্ত্রের শীষে শীষে ;
মহুর, মহিমাময় মহোচ্ছ্বাস জাগিয়া জগতে,
যেন গো মরিয়া যায় ধূলিময় দিগন্তের শেষে ।

অদূরে তরুর ছায়ে শুয়ে শুয়ে শুভ্র গাভীগুলি
লোল গল-কষ্মলে 'রহি' 'রহি' করিছে লেহন';
আলসে আয়ত আঁখি স্বপনেতে আছে যেন ভুলি',
আনমনে দেখে যেন অন্তরের অনন্ত স্বপন ।

মানব ! চলেছ তুমি তপ্ত মাঠে মধ্যাহ্ন সময়ে,
ও তব হৃদয়-পাত্র হুঃখে কিবা স্নেহে পরিপূর !
পলাও ! শূন্য এ বিশ্ব, সূর্য্য শোষে তুষামত্ত হয়ে,
দেহ যে ধরেছে হেথা হুঃখে স্নেহে সেই হবে চুর ।

কিন্তু যদি পার তুমি হাসি আর অশ্রু বিবর্জিত,
চঞ্চল জগত মাঝে যদি থাকে বিশ্বস্তির সাধ,
অভিশাপে বরলাভে তুল্য জান,—ক্ষমায় শান্তিতে,
আত্মাদিতে চাহ যদি মহান্ সে বিষম আহ্লাদ,—

এস ! সূর্য্য ডাকে তোমা, শুনাবে সে কাহিনী নূতন
আপন হৃর্জয় তেজে নিঃশেষে তোমারে পান ক'রে,—
শেষে ক্লিন্ন জনপদে লঘু করে করিবে বর্ষণ,
মর্শ্য তব সিক্ত করি' সপ্তবার নির্ঝাণ-সাগরে ।

লেক্ট-দে-লিল

শিশিরের গান

কাঁদন আজি হয়,
ধ্বনিছে বেহালায়
শিশিরের ;—
উদাস করি' প্রাণ,
যেন গো অবসান
নাহি এর !
রুধিয়া নিশ্বাস
ফিরিছে হা হতাশ
অবিরল,
অতীত দিন স্মরি'
পড়িছে ঝরি' ঝরি'
আখিজল ।

সমীর মোরে, হায়,
টানিয়া নিতে চায়
করি' জোর,
উড়ায় হেথা হোথা,
যেন গো ঝরা পাতা
তন্ন মোর !

পল্ ভার্লেন্

শ্রোতে

কালিকার আলো ধরিয়া রাখিতে নারি ;
আজিকার মেঘ কেমনে বা অপসারি ?
আজিকে আবার শরৎ আসিছে মেঘের চতুর্দলে,
শত হংসের পক্ষ-তাড়নে উড়ো-কাঁদনের রোলে !
পাত্র ভরিয়া প্রাসাদ-চূড়ায় চল,
প্রাচীন দিনের কবিদের কথা বল ;—
শ্লোক শ্লোকে সেই পরম গরিমা, চরম সুষমা গানে,
ছত্রে ছত্রে অনলের সাথে জ্যোৎস্না পরাণে আনে ।
পাখীর আকুলি আমিও জেনেছি কিছু,
পিঞ্জরে তবু আছি করি' মাথা নীচু
কল্প-লোকের তারায় তারায় ফিরিতে তবুও হারি,
পায়ের ধূলার মত ধরণীরে বেড়ে ফেলে দিতে নারি ।
শ্রোতের সলিলে মিছে হানি তরবারি,
মিছে এ মদিরা শোক সে ভুলিতে নারি !
নিয়তির সাথে দ্বন্দ্ব বাধায় মিথ্যা জয়ের আশা,
তুলে দিয়ে পাল, হাল ছেড়ে শুধু শ্রোতে ও বাতাসে ভাসা !
লি-পো

সন্ধ্যার সুর

ওই গো সন্ধ্যা আসিছে আবার, স্পন্দিত-সচেতন
বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস ;
ধ্বনিতে গন্ধে ঘূর্ণি লেগেছে, বায়ু করে হাহতাশ,
সান্দ্র ফেনিল মুচ্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্তন !

বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস,
শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন সে ব্যথিত মন;
সান্দ্র-ফেনিল মুচ্ছা-শিথিল নৃত্য আবর্তন !
সুন্দর-ম্লান, বেদী সুমহান্ সীমাহীন নীলাকাশ ।

শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন সে ব্যথিত মন,
অগাধ আঁধার নির্ঝগ-মাঝে নাহি পাই আশ্বাস ;
সুন্দর-ম্লান বেদী সুমহান্ সীমাহীন নীলাকাশ,
ঘনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য্য হ'য়েছে অদর্শন !

অগাধ আঁধার নির্ঝগ মাঝে নাহি পাই আশ্বাস,
ধরার পৃষ্ঠে মুছে গেছে শেষ আলোকের লক্ষণ ;
ঘনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য্য হ'য়েছে অদর্শন,
স্মৃতিটি তোমার জাগিছে হৃদয়ে, পড়িছে আকুল শ্বাস ।

• বদলেয়ার

সঙ্কেত গীতিকা

তোর হ'য়ে গেছে, এখনো ছয়ার বন্ধ তোর !
সুন্দরী ! তুমি কত ঘুম বাও ? স্বজনী !
গোলাপ জেগেছে, এখনো তোমার নয়নে ঘোর ?
টুটিল না ঘুম ? দেখ চেয়ে,—নাই রজনী ।

প্রিয়া আমার,
শোনো, চপল !
গাহে কে ! আর
কাঁদে কেবল !

নিখিল ভুবন করে করাঘাত দুয়ারে তোর
পাখী ডেকে বলে 'আমি সঙ্গীত-সুধমা' ;
উষা বলে 'আমি দিনের আলোক, কনক-ডোর',
হিয়া মোর বলে 'আমি প্রেম, অগ্নি সুরমা !'
প্রিয়া ! কোথায় ?
শোনো, চপল !
বঁধুয়া গায়,—
নয়নে জল ।

ভালবাসি নারী ! পূজা করি, দেবী ! মুরতি তোর,
বিধি-তোরে দিয়ে পূর্ণ ক'রেছে আমারে ;
প্রেম দেছে শুধু তোরি তরে বিধি হৃদয়ে মোর,
নয়ন দিয়েছে দেখিতে কেবল তোমারে !

প্রিয়া আমার,
শোনো চপল !
গাহিতে গান
কাঁদি কেবল !

ভিক্রম হুগো

বাসন্তী স্বপ্ন

আমার আঁধার ঘরে,
রাতে এসেছিল হাল্কা বাতাস
ফাণ্ডনী লীলাভরে !
আমারে ঘিরিরা ঘুরে ফিরে শেষে
চুপে চুপে বলে “ওরে !
উড়ু উড়ু মন উড়াব আজিকে,—
সাথে নিয়ে যাব তোরে ।”

মাগরে চলিল ধারা,
জ্যোৎস্না-জড়িত শতেক যোজন
মিলায় স্বপন পারা ।
মন-রাখা ওগো মনের রাখাল !
এহু কি তোমারি দেশে ?
চান্দা নদীর কিনারে কিনারে
ফাণ্ডনী হাওয়ায় ভেসে ?

ক্ষণিক স্বপ্নাবেশ
আঁখির পলক পড়িতে টুটিল
হ’য়ে গেল নিঃশেষ !
ব্যথিত নয়ন লুকানু যেমন
বিতথ শয্যা-মাঝে,
পরাণ আমার হ’ল উপনীত
অমনি তোমার কাছে !

কোথায় চম্পাপুর !
 কোথা আমি, হায়, তুমি বা কোথায়,—
 শতেক যোজন দূর !
 মাঝে ব্যবধান গিরি, নদী, গ্রাম,
 পথে বাধা শত শত,
 স্রুপ্ত মুখানি ছুঁয়ে এল তবু,—
 চকিতে হাওয়ার মত !

৭৫ন-৭৬ন

পতিতার প্রতি

চঞ্চল হ'য়ে উঠিস্নে তুই, ওরে,
 কেন সঙ্কোচ ? কবি আমি একজন,
 সূর্য্য যদি না বর্জ্জন করে তোরে,—
 আমিও তোমায় করিব না বর্জ্জন ।
 নদী যতদিন উছলিবে তোরে হেরে,—
 বন-পল্লব উঠিবে মর্ম্মরিয়া,—
 ততদিন মোর বাণীও ধ্বনিবে যে রে
 তোর লাগি,—মোর উছলি' উঠিবে হিয়া ।
 দেখা হ'বে ফের, কথা দিয়ে গেছ নারী,
 যতন করিস্ যোগ্য আমার হ'তে,
 ধৈর্য্য ধরিস্,—শক্ত সে নয় ভারি,
 আসিব আবার ফিরে আমি এই পথে ।

কবি আমি শুধু কল্প-ভুবন-চারী,
ব্যভিচারী নই, তবু করি অভিসার ;
ভাল হ'য়ে থেক, মনে রেখ মোরে, নারী !
আজিকার মত বিদায়, নমস্কার !

ছইটম্যান

ত্রিশ্লোকী

অসীম ব্যোমেরে সূর্য্য কি কথা বলে ?
সাগর কি কথা বলে গো হাওয়ার কানে ?
কোন কথা চাঁদ বলে চুপে রাত্রিরে ?
কোন্ জন তাহা জানে ?

ভ্রমর কি ভাবে হেরিয়া কুসুমদলে ?
কি ভাবে গো পাখী নিরখি' নীড়ের পানে ?
রৌদ্র কি ভাবে মেঘ দলে চিত্রি' রে—
কোন্ জন তাহা জানে ?

গোষ্ঠ গোধনে কি কহে গানের ছলে ?
কোন্ সুরে মধু মৌমাছি টেনে আনে ?
অতল কি গান শোনার হিমাদ্রিরে ?
কে জানে এ তিন গানে ?

ফাল্গুন যেই লিপি লেখে চৈত্রে,রে,
বৈশাখ যাহা পড়ে গো আখর চিনে,
জ্যৈষ্ঠেরে দিয়ে যায় যে লিখন, শেষে,
তাহার জন্মদিনে ;

উষার পুলক দিনের প্রকাশ হেরে,
দিনের পুলক বিকশি' মধ্য দিনে,
গানের পুলক ফেটে গিয়ে নিশ্বাসে
বেস্বর করিয়া বীণে ;—

কে জানে ? কে বুঝে মরণ রহস্যেরে ?
কে জানে চাঁদের ক্ষয়, উপচয়, ধ্বংস ?
মানুষের মাঝে নাই কারো হিমাবে সে ;
মৃত্যু জানাবে তিনে !

প্রবল ঢেউয়ের কিনারার প্রতি টান,
কিনারার টান ভগ্ন ঢেউয়ের দিকে !
আকাশ-বিদারী জ্বালাময় ভালবাসা,—
জাগে যে বজ্রশিখে,—

যাবে না সে বোঝা, যতদিন আছে প্রাণ ;
ঋণতারা করি' মরণের ছ' আঁধিকে
যে অবধি জরি' না যায় প্রাণের বাসা,—
চেয়ে চেয়ে অনিমিখে ;

একটি নিমেষে সমস্তা সমাধান
যতদিন নাহি হয় গো, দিগ্বিদিকে
উষার মতন হাসিতে ফুটায় আশা
অথবা দ্বিগুণ ম্লান করি গোধূলিকে ।

হইন্বার্ণ

মহাদেব

আমি জলন্ত, আমি জীবন্ত, আমি দেখা দিই
অগ্নিরূপে,

পঞ্চভূতেরে নিত্য নূতন মুখোস পরাই
আমিই চুপে !

আমি মহাকাল, আমিই মরণ, আমি কামনার
বহ্নিজালা,

সৃষ্টি লয়ের ঘূর্ণিবাতাসে ছিঁড়ি গাঁথি গ্রহ-
তারার মালা ।

আমি জগতের জনমের হেতু, আমি বিচিত্র
অস্থিলাতা,

বাহির দেউলে কামের মেথলা ভিতরে শান্ত
আমি দেবতা !

আমি ভৈরব, আমি আনন্দ, আমিই বিঘ্ন,
আমিই শিব,

হৃৎপিণ্ডের শোণিত-প্রবাহ নিয়মিত করি'
বাঁচাই জীব ।

পরশে চেতনা এনে দিই জড়ে, পুনঃ কটাক্ষে
ধ্বংস করি,

নিশ্বাসে আর প্রশ্বাসে মম জীবন মরণ
পড়িছে ঝরি ।

জন্ম-তোরণে মৃত্যু-মুরতি আমি প্রবৃত্তি
সকল কাজে,

এ মহা বন্দ, ইহা আনন্দ, আমারি ডমরু
ইহাতে বাজে ।

আল্‌ফ্রেড লাম্বাল

খুকীর বালিশ

আমার ছোট বালিশটি রে ! কি মিষ্টি ভাই তুই,
তোর উপরে মাথা রেখে রোজ আমি ঘুমুই ।
আমার জন্তে তৈরি তুমি, কেমন তোমার গা
তুলোয় ভরা তুলতুলে, আর কিচ্ছু ভারি না ।
আকাশ যখন ডাকছে, বালিশ ! ডাঙছে ঝড়ে দেশ,
তোমার ভিতর মুখ নুকিয়ে ঘুমুই আমি বেশ ।

অনেক—অনেক ছেলে আছে, গরীব ছেলে হয়,
মা নেই তাদের, ঘর বাড়ী নেই, রাস্তাতে ঘুম যায় ;
বালিশ তাদের নাই ঘুমোবার, আহা কি কষ্ট !
শুধু শুয়ে ঘুম কি আসে ? শরীর আড়ষ্ট ।—
শীতের দিনে নেইকো কাপড়, প্রায় উলঙ্গ রয় ।
দেখ মা ! আমার এদের কথা ভাবলে হৃৎ হয় ।

ভগবানকে রোজ বলি মা “এদের পানে চাও,
যাদের বালিশ নেইকো ঠাকুর ! বালিশ তাদের দাও ।”
তার পরেতেই আঁকড়ে ধরি নিজের বালিশটি,
তোর বিছানো বিছানা মোর—ভারি সে মিষ্টি ।
ঠিক তখন কি করি জানো ?...জানতে কি হয় সাধ ?
তখন আমি তোমায় মাগো করি আশীর্বাদ ।

সকাল সকাল উঠব না কাল ভোরের আরতিতে,
নীল মশারির ভিতর পড়ে থাকব সকালটিতে,—
নীল মশারির ভিতর থেকে সকাল বেলার আলো
শুয়ে শুয়ে লেপের ভিতর দেখতে সে বেশ ভালো ।
এখনো ঘুম আসছে না আজ, এই নে মা তোর চুমো,
তোর যদি ঘুম এসে থাকে তাহলে তুই ঘুমো ।

হে ভগবান ! হে ভগবান ! হে ঠাকুর ! হে হরি !
 ছেলেমানুষ আমি তোমায় এই নিবেদন করি,
 শিশুর কথা শোনো তুমি সকল লোকে কয়,
 শোনো আমার প্রার্থনা গো ঠাকুর দয়াময়,—
 শুনি অনেক মা-বাপ-হারা অনাথ আছে, হয়,
 অনাথ করেও আর ক'র না এই নিবেদন পায় ।

সন্ধ্যাবেলা মর্ত্যলোকে এস গো একদিন,—
 কাঁদছে যারা মা-বাপ-হারা অনাথ সহায়হীন
 তাদের তুমি মিষ্টি কথা একটি যেয়ো ব'লে
 কেউ ডেকে শুধায় না যাদের, সবাই যাদের ভোলে ;
 মা যাদের হয়, ছেড়ে গেছে, মাথার তলে তার
 দিয়ে ছোট একটি বালিশ রাতে ঘুমোবার ।

মার্সেলিন ভালমোর

ছেলেমানুষ

সত্যি বলছি আমার কিন্তু কাঁদতে ইচ্ছে হয়,
 দিদির আদর সবাই করে, আমি কি কেউ নয় ?
 আগে এসে দখল করে বসেছে মার কোল,
 আমাদের ভাগ দিতে হলেই অমনি গগুগোল ।
 “দিদি ভারি দেখতে ভালো” বলে সকল লোক,
 আমায় বলে “ছেলেমানুষ”—নেইকো কারো চোখ ।
 আমাদের এই রাস্তা দিয়ে ফুল নিয়ে লোক যায়,
 আমাকে ফুল দেয় তবু ওই দিদির দিকেই চায় ।

বয়েস আমার নয় কেন গো বার কি চোদ,—
 কেউ বাসে না ভালো আমার শোনায় না পুত্র,
 কেউ করে না খোসামোদ আর কেউ না শোনায় গান,
 কেউ বলে না “তোমার পায়ে সঁপেছি এই প্রাণ!”
 ছেলেমানুষ!...তবু জানি থাকবে না এই দিন,
 আমিও হব সুন্দরী গো...যাক না বছর তিন—
 এ চুল তখন লম্বা হবে, পূরন্ত এই মুখ,
 দাঁতগুলি সব ঝকঝকে আর ঠোঁট ছুটি টুকটুক;
 জানি তখন আমার পানেও থাকবে চেয়ে লোক
 কাজল বিনা অমনি কালো হবে যখন চোখ।

আঁদ্রে শেনিয়ে

চায়ের পেয়ালা

প্রথম পেয়ালা কণ্ঠ ভিজায়,
 দ্বিতীয় আমার জড়তা নাশে;
 তৃতীয় পেয়ালা মশগুল করে
 মজলিশ ক্রমে জমিয়া আসে;
 চৌঠা ঘুচায় কোটার ঢাকা,—
 মগজে মুকুতা-মুকুল দোলে!
 পঞ্চমে জাগে মৃদু স্নেহ-লেখা,—
 শুদ্ধির শত পদ্ম খোলে।

ষষ্ঠ পেয়ালা সুধারসে ঢালা,—
 মর্ত্য মানবে অমর করে !
 সপ্তম ! আর চলে না আমার
 চলেনাকো আর ছয়ের পরে ।
 এখন কেবল হয় অল্পভব
 আস্তিনে হাওয়া পশিছে এসে !
 স্বর্গপুর—সে কত দূর ? আমি
 এ হাওয়ায় চড়ি' যাব সে দেশে !

লো তুং

বাঘের স্বপন

মেহগিনির ছায়ায় যেথা ফুলের মাছি জুটে,—
 জড়ায় যেথা হাওয়ার ডানা লতার জটাজুটে,—
 নাবাল্ ডালের নাম্না ধরে তুলছে কাকাতুয়া,—
 হলুদ-পেটা বন-মাকোষার স্তায় ঝুলে স্তম্ভা,—
 ক্রুদ্ধ চোখে চায় গোরিলা,—হকু যেথায় ডাকে,—
 গরুর হস্তা বোড়ার শত্রু সেইখানেতেই থাকে ।
 বক্র মনে ক্লান্ত দেহে সেইখানে সে আসে,—
 শ্যাওলা-ধরা শুকনো মরা গাছের গুঁড়ির পাশে,—
 চটা মনে চাটতে লাঙুল কামড়ে ফেলে দাঁতে,
 চোঁট কাঁপে তার অনেকক্ষণের অতৃপ্ত তৃষ্ণাতে ।
 তপ্ত হাওয়ায় তীব্র নিশাস !—গুঁটের মত শিটে—
 গিরগিটিটা শিউরে ওঠে চলতে পাতার পিঠে ।

গহন সে বন ; যেখানটিতে দিনে দুই পহরে
 লতা পাতার নিবিড় ছাতা সূর্য্য আড়াল করে,—
 লটপটিয়ে সেথায় বাঘা পড়ল নিয়ে মাটি ;
 জিব্ দিয়ে সাফ্ করলে বারেক সামনেরি থাবাটি ;
 তার পরে হায়, তদ্ভাভরে মিটির মিটির চোখ,—
 সোনালি দুই চোখের তারায় লাগল ঘুমের ঝাঁক ।
 চেষ্টা-হারা চেতন হারা ; কেবল তদ্ভাভরে—
 থেকে থেকে নড়ছে থাবা, লাঙুল কভু সরে ।
 স্বপন দেখে বনের পশু ;—মনের খেলা চলে,—
 কালো বরণ মেহগিনির গহন ছায়া-তলে ;
 স্বপ্নে দেখে—নধর বলদ সবুজ মাঠে চরে,—
 ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ল বাঘা সেই বলদের 'পরে ;
 হক্চকিয়ে হাসা রবে বলদ শুধু ডাকে,
 থাবার চড়ে রক্ত—বাঘার নখের ফাঁকে ফাঁকে ।

লেক্টং দে লিল্

টান্‌দনী রাতের চাষ

মৌন-মন্দির টান্‌দ গগন-কোণে
 আপন মনে
 স্বপন বোনে !

জল্-চক্কীর ঢাকা ঘুরায় ঘুরে,
 কল্লোলি' চলে জন কোন স্রুদূরে ;
 টান্‌দের আর্শী নদী বনে চলিতে
 টান্‌দেরি হাসিতে রহে বলমলিতে !

মৃদু-মহুর চাঁদ বিভোল্ মনে
বিরল কোণে
ফসল বোনে !

ঝাউ বনে পিউ কাঁহা' গাহিছে কে রে !
টাপিণ-তরু-তলে শশক ফেরে,
ঢালু পাহাড়ের পিঠে পেঁচা গম্ভীর
বিস্ফারি' ছুই আঁখি বসে আছে থির !

পীত-পাণ্ডুর চাঁদ আকাশ-কোণে
কাপাস বোনে
উদাস মনে !

টেকো-পাখী বাহুড়েরা উড়িল ঝাঁকে,
কালো ছায়া দেখে তার কুকুর ডাকে ;
বাঁকা-পথে নোনা-মাছ বোঝাই গাড়ি,
চলেছে একেলা নানা শব্দ ছাড়ি' ।

শ্রেত-পাণ্ডুর চাঁদ নত-নয়নে
গগন-কোণে
পশম বোনে !

নেবা-উননের কাঁথে ঘুমায় বুড়ী,
বুড়ার উঠিছে হাই,—দেয় সে তুড়ি ;
বাড়ে রাত বাজে ঘড়ি টিম্-না-না-টিম,
ঝিঁঝিঁ ডাকে তারি ফাঁকে ঝিম্-ঝিম্-ঝিম্ ।

মৃদু-মহুর চাঁদ গগন-কোণে
আপন মনে
স্বপন বোনে !

রাতের ফড়িং-পরী নাচে স্রবেশা,
বাতাস ঘোড়ার মত করিছে হ্রেষা ।
মেতেছে তরুণ ছাগ খোস-পোষাকী,
তরুণী ছাগীয়ে বুঝি ভাবে সে সাকী !

মধু-যামিনীর চাঁদ মধু-নয়নে
স্বপন বোনে
সারা ভুবনে !

দ্রষ্টৃর দলে আজ যত নষ্টী
পথে পথে ফেরে মেতে করে ফষ্টি,
জোনাকীর খোঁজে ছেলেমেয়েরা চলে,
গলাগলি ঠেলাঠেলি হাসি উছলে ।

মদির অধীর চাঁদ বিমান-কোণে
বিভোল্ মনে
কী ধান বোনে !

ফুল তুলে ফেরে সব ক্ষেতের আলে
চাঁদনী-ধানের শিষ খোলে আড়ালে !
ভালোবাসা ভবঘুরে হল সে ঝাঁকে,
চাঁদের স্মৃতি যে তার লেগেছে চোখে ।

মধু-যামিনীর বঁধু উদাস মনে
আকাশ-কোণে
কাপাস বোনে !

গ্রাম ছেড়ে বনে যায় কারা কি ছলে,
কারা কম্পিত চিতে পিছনে চলে ;
মাতানো মদিরা এ যে ফেলে নিশ্বাস,
চাঁদের আলোতে আহা মেলে বাহুপাশ ।

চির মোহময় চাঁদ চির-স্বপনে
কি জাল বোনে
খেয়াল-মনে !

রাতে যে বেড়ায় ঘুরে নানান্ ছলে,
রঙ্গে অনঙ্গ সে যারে গো বলে ;
নিশীথে নিশান যার ওড়ে আকাশে,
চাঁদনীর খেলা দেখে সে শুধু হাসে ।
মৌন-মদির চাঁদ স্বপন বোনে

আপন মনে
গগন-কোণে !

মিস্ত্রাল

যোগাঙ্গ

(১)

সকাল বেলাতে শাঁখারি চলেছে হেঁকে,—
“শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা !”
সকালের আলো সকল অঙ্গে মেখে
হেসে ওঠে রাঙা পথটি গাঁয়ের বাঁকা ।
রাঙা সেই পথ—বরাবর গেছে চ’লে
কীরের জন্ত বিখ্যাত কীর গাঁয়ে ;
তুই পাশে তার গোচর ভূমির কোলে
ঘন ঘাসে গরু চরিয়ে ভাহিনে বায়ে ।

গরু ও বাছুর ঘন কুয়াসায় ঢাকা
 ভাল করে ঘেন ভাঙেনি ঘুমের বোর ;
 সহসা রোদ্র ফুটিল আবীর-মাথা,—
 রামধনু রঙ—শোভার নাহিক ওর ।

(২)

গাছপালা হতে শিশির টোপায়ে পড়ে,
 কুঁড়ি কুঁড়ি ফুলে ভরে গেছে যত শাখা ;
 চড়ুই নাচিয়া খাত খুঁজিছে খড়ে ।
 “শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা !”
 ফিরিওলা হেঁকে ফিরিছে গাঁয়ের মাঝে,
 মানুষ এখনো চলে না তেমন বাটে ;
 হু একটি লোক ভিন্ গাঁয়ে যায় কাজে,
 চাষী যায় ক্ষেতে, রাখাল চলেছে মাঠে ।
 পাঠশালে পোড়ো ময়ূরগতি চলে,
 ড্যাবা-ড্যাবা দুই চক্ষে কাজল আঁকা ;
 শাঁখারির বোল কর্ণে কেহ না তোলে
 “শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা !”

(৩)

পথের প্রান্তে দীঘি সে বিপুল-কায়া,—
 স্বচ্ছ বিমল হ্রদের মতন ঠাট ;
 ফলস্ত গাছ তিন দিকে করে ছায়া,
 তিন দিকে গাছ এক দিকে শুধু ঘাট ।
 বাঁধা সে ঘাটটি,—পাথর-বাঁধানো সিঁড়ি,
 ধবধব করে চাঁদনি ঘাটের পাকা,
 চাঁদনির তলে শ্বেত-পাথরের পিড়ি,
 প্রভাতের আলো খিলানে খিলানে আঁকা ।

বসেছিল সেথা আয়ত-লোচনা নারী,—
কালো কেশ-ভার ভূমিতে পড়েছে লুটে,
শাঁখারির ডাক কর্ণে পশিল তারি,—
উৎসুক তার আঁখি ইতি উতি ছুটে ।

(৪)

“শাঁখা চাই ! ভাল শাঁখা নেবে ? ওগো মেয়ে !
তোমার হাতে মা খাসা মানাবে এ শাঁখা ;
তারি কারিকুরি, দেখ তুমি, দেখ চেয়ে,
এ শাঁখা যে পরে হয় না সে ছুঁর্ভাগা ।
বিধবা না হয় এ শাঁখা যে নারী পরে
স্বামীর সোহাগ অটুট তাহার থাকে ;
অক্ষয় হয়ে থাকে মা এ শাঁখা করে,
সতীশঙ্খ এ—নানান্ গুণ এ রাখে ;
হাতে দিয়ে দেখ,—দেখি মা তোমার হাত”—
কৌতুক-ভরে হস্ত বাড়াল নারী,
“ঠিকটি হয়েছে,—মিলে গেছে সাথে সাথে !
যেমন হাত, মা, শাঁখাও যোগ্য তারি ।”

(৫)

সোনালি রোদ্রে,—দেখিতে শাঁখার শোভা,—
হাত থানি তুলে ধরিল সহসা নারী ;
নিরখি দেখিতে সেই শোভা মনোলোভা
শাঁখারির বুক কাঁপিয়া উঠিল তারি !
সুন্দরী বটে !...তবু সে রূপের পানে
চাহিতে আপনি আঁখি নত হয়ে আসে ;
সে রূপ নয়নে চরণেরি পানে টানে !—
প্রাণ ভরে আধ-বিস্ময়ে আধ-ত্রাসে !

গ্রীবার হেলনে সামালি চুলের রাশি,
 “শাঁখার মূল্য ?” পুছে শাঁখারিরে নারী ;
 দাম শুনি শেষে, খুসী হ’য়ে কহে হাসি’
 “পাবে বাছা দাম,—যাও আমাদের বাড়ী ।”

(৬)

“বাড়ী ? কোন পাড়া ? দাম নেব বাড়ী যেয়ে ?
 না, না,—সন্দেহ তোমারে আমি না করি ;
 না লক্ষ্মী তুমি ঘরাণা ঘরের মেয়ে,—
 দেখে মনে হয় রাগি রাজ্যেশ্বরী !”
 “না বাছা, পড়েছি আমি গরীবের হাতে,
 রাজরাণী নই আমি ভিখারীর নারী ;
 বাপের ভিটার রয়েছি বাপের বাড়ী ।
 সোনার কলস—ওই যে—গাছের ফাঁকে,—
 দেখিতে পেয়েছ ?—ওই আমাদের ঘর ;
 বাবা ঘরে আছে, বল গিয়ে তুমি তাঁকে,
 কড়ি পাবে, দেবী হবে না, নাহিক ডর ।”

(৭)

“ওবে দেউল গো !” “দেউলেই মোরা থাকি,
 ওই দেউলের পূজারী আমার পিতা ;
 তিনি কানে খাটো, জোরে তাঁরে ডেকো হাঁকি’
 জোরে না ডাকিলে, তাঁরে বাপু ডাকা বুখা ।
 দেখা হলে পরে, বল,—‘দামসেরা ঘাটে
 কত্তা তোমার কিনিয়া পরেছে শাঁখা,
 দাম সে ছায়নি, কড়ি তো ছিল না গাঁটে,
 তাই সে পাঠালে চাহিতে শাঁখার টাকা !’

দাম তো পাবেই, আর পাবে পরসাদ,—
অভুক্ত কেউ ফেরে না মোদের বাড়ী—
অতিথি দেখিলে বাবার যে আহ্লাদ,—
না খাওয়ায়ে তিনি কিছুতে দেন্ না ছাড়ি' ।

(৮)

“হাদে ছাখ, যদি শোনো ঘরে নেই কড়ি,
তা'হলে পিতারে ব'ল মোর নাম ক'রে,—
প্রতিমার ঘরে বাঁপিতে বা' আছে পড়ি'
—সে টাকা আমার, তাই যেন ছান ধরে ;
শাঁখার মূল্য তাতেই কুলায়ে যাবে ;
এস বাছা, তবে,—বেলা হ'ল নাহিবার !”
মুগ্ধ শাঁখারি পথে যেতে যেতে ভাবে,—
“মধুমাখা কথা—জনমে সে ভোলা ভার ।”
ক্রমে গ্রাম-পথে শাঁখারি অদর্শন,
ঘাটের সোপানে নামিতে লাগিল নারী ;
নিরমল জল করিল আলিঙ্গন
পদ্মের মত চরণ দুখানি তারি ।

(৯)

অবলা বলিয়া সে নহেক বলহীনা,
শক্তির জ্যোতি সকল অঙ্গে তার ;
তরবারি সম প্রথরা অথচ ক্ষীণা,
পূর্ণ উরস, তলু বিদ্যুৎ সার ।
কুন্তল-কালো-মেঘে-ঘেরা মুখখানি
আঁকিতে সে পটু পটুয়ায় মানে হার ।
সে রূপ কেমনে বাখানিব নাহি জানি
গৌরব-গুরু প্রত্যোত-দ্যুতি হার !

শান্ত সে আঁখি তেজে যবে উদ্ভাসে
তার আগে আঁখি তুলিতে সাধ্য কার ?
রাজা মহারাজা সে দিঠিরে ভয় বাসে !
পথের ভিখারী শাঁখারি সে কোন্ ছার ?

(১০)

শাঁখারি চলেছে বাঁকা পথখানি ধরে'
আম কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় একা ;
সোনার কলস বলসে দেউল পরে,
পূজারীর ঘর পাশে তার যায় দেখা ।
খাসা ঘরখানি ! ছয়ার রয়েছে খোলা ;
ডাহিনে গোহাল, বাঁয়ে পোয়ালের গাদা ।
আঙিনার কোণে একটি ধানের গোলা,
রাঙা জবা গাছ, করবী—রাঙা ও শাদা ।
'টুং টাং' বাজে ঘণ্টা গরুর গলে,
মরায়ের পাশে চড়ুই শালিক নাচে ;
অতিথি পথিকে মিলি সবে যেন বলে
'সুখ এইখানে,—শান্তি সে হেথা আছে ।'

(১১)

"শাঁখা চাই,—শাঁখা ।" হাঁকিল শঙ্খ-বেণে,
স্বর শুনি দ্বারে পূজারী এলেন ছুটে ;
ডাকিলেন দ্বিজ তারে অভুক্ত জেনে,—
শাঁখারির মুখে আহ্লাদে হাসি ফুটে !
ডাকেন বিপ্র "শাঁখারি দাঁড়ারে রে দাঁড়া,
অতিথি আজিকে হ'তে হবে মোর ঘরে ;
মায়ের প্রসাদ—নেমেছে ভোগের হাঁড়া,
আয় বাপু, আয়, কোথা যাবি ছুপহরে ?

ঠাকুরের ভোগ,—তাতে বামুনের বাড়ী,
হাত মুখ ধুয়ে ব'সে পড় পাত পেতে ;
বেলাও ছপুর,—ঠাণ্ডা ক'রে নে নাড়ী,
ভিন্ গোয়ে যাবি,—কত দূর হবে যেতে !”

(১২)

কহিল শাঁখারি “ঠাকুর দণ্ডবৎ,
কাজের বরাতে এসেছি তোমার কাছে ;—
তবু জানি মনে,—ভেবেছি সারাটি পথ—
বামুনবাড়ীর প্রসাদ কপালে আছে ।
পাঁচখানা গাঁয়ে গরীব অনাথ যত
সবাই জেনেছে ছয়ার তোমার খোলা ;
পাঁচখানা গাঁয়ে কে আছে তোমার মত ?
তোমার জন্ত স্বর্গে হুলিছে দোলা ।
ভাল কথা,—আগে, যে কাজে এসেছি শোনো,
কত্না তোমার পরেছে ছ'গাছি শাঁখা ;
দাম তার—এই,—তাড়াতাড়ি নেই কোনো,
তবু জিজ্ঞাসি ?—আছে ত নগদ টাকা ?

(১৩)

“খুব ভাল শাঁখা,—ভরা সে মীনীর কাজে,—
তাই এত দাম ।” “সে কিরে আমার মেয়ে ?
কি বলিস্ তুই ? কি বকিস্ তুই বাজে ?”
“তোমারি তো মেয়ে, চলনা দেখিবে যেয়ে,—
নাহিছে সে ওই পাথর-বাঁধানো ঘাটে,—
ভাগর চক্ষু,—সেই তো পরেছে শাঁখা ।”
হাসিয়া পূজারী কহে “তাই নাকি ? বটে !
বাপু হে ! তোমার সকল কথাই ফাঁকা ।

কথা আমারায়ন নাই এ জীবনে,
 এক সন্তান,—তাও সে কথা নয় ;
 নিশ্চয় তোরে ঠিকিয়েছে কোনো জনে ;—
 ধরা সে পড়িবে,—নেই তোর কোনো ভয়!

(১৪)

“বল কি ঠাকুর ? মোরে ফাঁকি দিয়ে গেছে ?
 ঠাকুরার মত চেহারা ত তার নয় ;
 তোমারে সে চেনে,—আর সে যে বলে দেছে,
 বলি বাবাকে টাকা যদি কম হয়,—
 ঠাকুরঘরের বাঁপি খুলে যেন দেখে,
 তাতে আছে টাকা ।” “দাঁড়া, বাপু, দাঁড়া, দেখি ।”
 ঘরে গেল দ্বিজ,—শাঁখারিরে দ্বারে রেখে ।
 ফিরে এসে বলে, “তাইত ! তাইত ! একি !
 শাঁখার যে দাম বলেছি তুই মোরে,—
 বাঁপি খুলে দেখি রয়েছে যে ঠিক তাই !
 ঠিক পূরাপূরি কম বেশী নাই, ওরে !
 কম বেশী নাই একটা পরস পাই !

(১৫)

“অবাক ! অবাক ! বিস্ময় মানি মনে !
 ধন্য শাঁখারি ! জনম ধন্য তোর !
 ব্রহ্মা বিষ্ণু পড়ি’ যার শ্রীচরণে,
 তার হাতে বেঁধে দিলি অক্ষয় ডোর !
 বুড়া হয়ে গেছ পূজা অর্চনা করি,—
 তবু দরশন পাই নাই তার আমি ;
 ব্রত উপবাস করিছ জনম ভোর,
 বাপুসা ছ’চোখ,—সাধনে জাগিয়া যামী ;

দেউল আঙুলি গোঁয়ান্ন,—খোঁয়ান্ন দিন
সে ছবি অতুল আজো না দেখিছ চোখে !
কি দোষে না জানি মোরে দেবী দয়াহীন
না জানি কি গুণে অভয়া সদয় তোকে !

(১৬)

“অবাক্ ! অবাক্ ! দেখা যদি পেলি তার
বর মাগি কোন্ পুরালি মনস্কাম ?
চতুর্বর্গ করতলে সদা যার,—
তার কাছে তুই চাহিলি শাঁখার দাম ?
বুঝেছি, বুঝেছি, চেয়ে সেই চাঁদমুখে
হয়ে গিয়েছিলি বুদ্ধি-বচন-হারা ।”
চমকে শাঁখারি,—স্পন্দন জাগে বুকে,
নয়নে দীপ্তি,—চিত্তের মাঝে সাড়া ।
হাত হতে তার খসিল শাঁখার পেটি,
যে পথে এসেছে ছুটিল সে পথ ধরি’
তবে তো সে আজ দেবীরে এসেছে ভেটি’,
আগুন-লোচনা—সে তবে মহেশ্বরী !

(১৭)

হরিণের বেগে ছুটিল শঙ্খ-বেগে,
পিছে পিছে ধায় দেবল স্থলিত-গতি ;
ঘাটে পৌছিয়া চাহে বিস্ময় মেনে
ধামসেরা-ঘাটে নাই লাভণ্যবতী !
নীরব পাখীরা নাহিক কলধ্বনি,
নির্জ্বল দীঘি সারস বিমায় একা ;
স্বপ্ত বাতাসে উঠে বৃহৎ রণরণি’
পদ্ম-ফুলের ক্ষীণ সৌরভ-লেখা !

হাঁকিল শাঁখারি, পূজারী ডাকিল কত,
 নাই সাড়া নাই, বুকে নাই স্পন্দনই !
 স্থল জল মুক—মুগ্ধ—মূর্ছাগত
 ঘুমায়ে বুঝিবা পড়েছে প্রতিধ্বনি ।

(১৮)

দিন দুপহরে নিশীথের নীরবতা
 নীরব ভুবনে আলো ঝলমল করে ;
 আশাহত হিয়া—আকুল প্রাণের কথা
 করে নিবেদন দেবল মূঢ়ল স্বরে,—
 “জননী ! জননী ! দেখা দে মা একবার,
 নম্র হৃদয়ে রয়েছে মা পথ চেয়ে ;
 শূত্র ফিরিব ? দয়া কি হবে না আর ?
 দয়া কি হবে না ? ওগো পাষাণের মেয়ে !
 অবাচিত দেখা দিছি ম্বেমন আজি
 আরেকটিবার দেখা দে তেমনি করে ;
 স্বপন, চোখের ভ্রম, কি ভোজের বাজী—
 না যদি হয় গো, দেখা দে মুরতি ধরে ।

(১৯)

“দৈব বাণীতে বিদ্যৎরূপে কিবা
 জানায়ে যাও মা আপন আবির্ভাব ;
 সমীরণ সম সমীরিয়া যাও শিবা
 পরাণে বিথারি’ অনুগম পরভাব ।”
 সহসা শঙ্খ-বলয়িত কার পাণি
 জাগিয়া উঠিল পদ্ম-দীঘির বুকে !
 তার পরে ধীরে নখর সে হাতখানি
 হ’ল তিরোহিত ;—চক্ষুরি সম্মুখে ;

শাঁথারি পূজারী—অবাক হইয়া রহে
 বার বার তারা প্রণমে দেবোদ্দেশে ;
 ধামসেরা ঘাটে পদ্ম আহরি' দৌহে
 নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল দিন শেষে ।

(২০)

দিন চলে গেছে,—গেছে শতাব্দী কত,—
 আজো ক্ষীর গাঁয়ে হাজারো যাত্রী মেলে
 যবে দিতে আসে শাঁথা পূর্বের মত
 সেই শাঁথারির বংশের কোনো ছেলে ;
 হরষে তাহারা দেবীরে জোগায় শাঁথা
 বরষে বরষে আসি' দেউলের দ্বারে,
 যদিও তাদের এখন অনেক টাকা,—
 ধনী তারা শাঁথা পরায়ে যোগাঙ্গারে !
 ধনী তারা নাকি দেবীর নিয়োগ পেয়ে !
 দেবীর প্রসাদে হুঃখ গিয়েছে ঘুচি ;
 হুঃখ ভাতে আছে শাঁথারির ছেলেমেয়ে
 আঁচলে বেঁধেছে পরশ-মণির কুচি !

* * * *

কাহিনী এ মোর—অদ্ভুত অতিশয়,
 মিলে না এ মোটে নব্য যুগের সাথে ;
 যার মুখে শোনা স্মৃতি তাঁর মধুময়
 তাঁরে স্মরি এরে রেখেছি খাতার পাতে ।

তরু দত্ত

পরীর মায়া

ময়না-গাছের গোছা গোছা ফুল পরিয়া চুলে,
নিশাচরী যত পরী এ নিশীথে বেড়ায় বলে !

বিজনের পথ—বা' শুধু বনের হরিণই জানে,—
এ রাতে সে পথে ঘোড়া কে ছুটায় ? ভয় না মানে ?

জুতায় সোনার আড়-কাঁটা আঁটা,—আঁধারে অলে,
কাঁটার স্তূতায় কালো ঘোড়া তার ছুটিয়া চলে ।

গহনে গহনে চলিতে যখনি জ্যোৎস্না মেলে,—
তাজের জলুন্ অলে আব'লুন্ আঁধার ঠেলে ।

ময়না-ফুলের মোহনিয়া মালা জড়িয়ে মাথে
নিশাচরী যত পরী নাচে বনে বিজন রাতে ।

দলে দলে তারা লঘু লীলাভরে নৃত্য করে,—

যুরিয়া ফিরিয়া মূরছিত মুহু হাওয়ার পরে !

কহে পরী-রাণী অশ্বারোহীয়ে “হুঃমাহসী !

কোথা যাও ? পথ হারাতে কি চাও গহনে পশি ?

অপদেবতার পড়িলে নজরে যাবে যে মরি,

ফের ! ফের ! এস, এইখানে দৌহে নৃত্য করি ।”

ময়না-ফুলের শোভন মালিকা পরিয়া চুলে

নিরালয় বনে আলয় রচিয়া পরীর বলে !

“না, না ; পথ চেয়ে রয়েছে আমার একটি নারী ;

কাল আমাদের বিবাহ ;—আমি কি দাঁড়াতে পারি ?

পথ ছাড় ওগো ! যেতে দাও মোরে রূপসী পরী !

নিমিষের তরে নাচের আওড় বন্ধ করি' ।

আর দেবী ক'রে দিয়োনা গো, যাব প্রিয়ার পাশে ;

হের দেখ এরি মধ্যে দিবার বিভা আকাশে !”

ময়না-ফুলের আকুল মালিকা দোলায়ে চলে
নিশ্চুতি নিরালা নীরব নিশীথে পরীরা বলে !

“হোক—মাথা খাও,—দাঁড়াও ফণেক অস্বারোহী !
তোমারি লাগিয়া পরশ-পাথর এনেছি বহি ;
পেতে দিব এই জ্যোৎস্না-আঁচল তোমার ত’রে,
সম্পদ আর সুখের বা’ সেরা—সঁপিব করে ।”
“উঁহু !” “তবে মর” কহি নিশাচরী হিম আঙুলে
ছোঁয়াইল বার অস্বারোহীর হৃদয়-মূলে ।

ময়না-ফুলের শিথিল মালিকা জড়ায়ে মাথে
নাচে নিশাচরী বিজনের পরী গহন রাতে ।
জিন-কসা কালো ঘোড়াটি মিলাল জিনের নীচে,
আড়-কাঁটা আঁটা জুতার গুঁতা সে এখন মিছে ;
কম্পিত দেহে অস্বারোহী সে সহসা ছাথে,—
পাংশু-মুরতি মৃদুগতি কে গো ?—আসিছে এ কে !
হাতে হাত নিতে দাঁড়াল সে পথে ! “সরে বা, ওরে !
পরী ! নিশাচরী ! শয়তানী তুই—ছুঁসনে মোরে ।”

ময়না-ফুলের অপরূপ মালা পরিয়া চলে
ধিরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া পরীরা বলে ।
“ছুঁসনে আমার, পথ ছাড় পাঁপী—অপদেবতা,—
বধু লয়ে আসি,—কালি যে আমার বিয়ের কথা ।”
“হায় পতি !” কহে পাংশুমুরতি করুণ রবে
“এবারের মত শশানই মোদের বাসর হবে ;
আমি নাই আর ।” শুনি’ সমাচার অস্বারোহী
ক্ষুব্ধ লালসে হতাশে পড়িল আঁকড়ি’ মহী !

ময়না-ফুলের লোভনীয় মালা জড়ায়ে মাথে
নিশাচরী যত পরী নাচে ম্লান জ্যোৎস্না-রাতে ।

লেক্টে দে লিল

বর ভিক্ষা

চিত্তহারিণী জাপানী বালিকা

ওহারু তাহার নাম,

বুকে তার চেরী-ফুলের স্তবক

রক্তিম অভিরাম !

জানু পাতি বালা পতি-বর মাগে

প্রজাপতি-মন্দিরে ;

থরে থরে ফুটে চন্দ্রমল্লি

ওহারুর তনু ঘিরে ।

কহিছে ওহারু করবোড়ে “প্রভু !

দাও মোরে হেন, বর,

উৎসুক যার উষ্ণ নিশাসে

নিবে আসে চরাচর ;—

নিশ্বাসে যার নেশা হয় ক্ষণে

ক্ষণেকে দৃষ্টি হরে !”

ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি

চেরি-ফুল থরে থরে ।

“দাও, প্রজাপতি ! দাও মোরে পতি

দাও মোরে হেন বর,—

গোপন সান্নুর মন্মথর সম

যার কণ্ঠের স্বর ;—

যেই সান্নু দেশে চুপে চুপে পশে

বাসন্তী চাঁদ একা ।”

ওহারুর বুকে চারু চেরী-ফুল

চন্দ্রমল্লি লেখা !

“হেন পতি দাও কটাক্ষ বার
 পাগল করিবে প্রাণ,—
 আফিম-ফুলের রক্তিম বীথি
 মুছ বায়ে আনন্ডান্ ।
 ভালবাসা যার কানন উদার
 পাখী-ডাকা, ছায়া ঢাকা ।”
 ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি,
 মুখে চেরীফুল আঁকা !

“দ্বাও হেন বর সাগরের মত
 গম্ভীর বার বাণী,
 আন-ভুবনের অজানা সুরতি
 পরাণে মিলাবে আনি,
 কল্প-আঙুলে ফুটাবে যে মোর
 সকল পাপ ডিঙলি !”
 ওহারুর প্রাণে চন্দ্রমল্লি
 চেরীফুল উঠে ছলি’ ।

“দাও হেন স্বামী যে আমার পানে
 চাহিবে সহজ স্মৃতি,—
 যে চোখে শ্রামল প্রান্তর চায়
 উষার অরুণ মুখে,
চুষনে যার তরুণী ওহার
নারী হবে রাতারাতি !”
 ওহারুর চোখে চন্দ্রমল্লি,
 চুলে চেরী-ফুল পাতি ।

“দাও হেন বর হাসে ভাষে যার
 প্রাণে সান্ত্বনা আসে,—
 কাব্য-ভুবনে জোছনার মত
 রহিবে যে পাশে পাশে ;
 স্নেহ হবে যার মধুর উদার
 নিদাঘের শ্রাম ছায়া ।”
 চন্দ্রমল্লি ওহারুর প্রাণে,
 চেরী-চারু তার কায়া ।

“দাও হেন পতি বাহার মুরতি
 হৃদে অহরহ রয়,
 জনমের আগে সাথী যে ছিল গো
 মরণে যে পর নয় ;
 জন্ম-তোরণে জন-অরণ্যে
 হারিয়ে ফেলেছি যার ।”
 ওহারুর বুক চন্দ্রমল্লি
 চেরীফুল মুরছায় ।

“দাও সে যুবকে আছে যার বুক
 অঙ্কিত মোর নাম,
 যদিও বলিতে পারিনে এখন
 কবে তাহা লিখিলাম !
 কোন্ সে জনমে কোন্ সে ভুবনে
 কোন্ বিস্মৃত যুগে !”
 চেরীফুল সনে চন্দ্রমল্লি
 জাগে ওহারুর বুক !

নোঙচি

সংসারের সার

সারা বরষের যত সুখমা-সৌর

সঞ্চিত সে থাকে

ভ্রমরের এক মধু-চাকে ।

সমস্ত খনির মোহ, বৈভব-গৌরব

লুপ্তায়িত আছে,

একখানি হীরকের মাঝে !

সিন্ধু-ব্যাপী ছায়া-নীল আলোর ঝলক

বিরাজিছে স্মৃতে,

ক্ষুদ্র এক মুকুতার বুকে !

সুখমা, সৌরভ, ছায়া-আলোর পুলক

মোহ ও বৈভব,

তুলনায় তুচ্ছ এই সব ;—

নিষ্ঠা সে মুক্তার চেয়ে খাঁটি সমধিক,

নির্ভর সরল

হীরকের অধিক উজ্জ্বল ;

মিলিয়াছে গূঢ়তম নির্ভর নির্ভীক

শ্রেষ্ঠ নিষ্ঠা সনে,

তরুণীর প্রথম চুম্বনে ।

ব্রাউনিং

‘রহসি’

গোলাপ যে ভাষা বলিতে এখন গিয়েছে তুলি’,
সে নিভৃত ভাষে নারী সে কহিল মুখানি তুলি,—

“প্রিয় মোর ! প্রিয়তম !”

সচেত গোলাপ সম ;

পুরুষ বিভোল তাহারে কেবল কহিল “প্রিয়া !”
সে আওয়াজ আজো ফোটে নাই কোনো সাগর দিয়া ।

মখমল-পায়ে জোছনা যেমন ভুবনে নামে,—
তারি মত চুপে নারী সে কহিল হেলিয়া বামে,—

“প্রিয় মোর ! প্রিয়তম !”

সাদ্র জোছনা সম ;

পুরুষ বিভোল তাহারে কেবল কহিল “প্রিয়া !”
সে আওয়াজ আজো লুকায়ে রেখেছে গিরির হিয়া ।

সন্ধ্যা যে সুরে তারাদলে ডাকে গোধূলি শেষে
সেই মুহূ সুরে নারী সে কহিল রভসাবেশে,—

“প্রিয় মোর ! প্রিয়তম !”

সন্ধ্যা-প্রতিমা সম ;

পুরুষ বিভোল তাহারে কেবল কহিল “প্রিয়া !”
সে আওয়াজে জাগে ফাস্তুন,—মৃত ওঠে গো জিয়া ।

তুষার গলিয়া গোপনে যেমন সলিল সরে
তারি মত সুরে নারী সে কহিল নিরালা ঘরে,—

“প্রিয় মোর ! প্রিয়তম !”

তরুণী তটিনী সম ;

পুরুষ বিভোল তাহারে কেবল কহিল “প্রিয়া !”
সে ভাষায় শুধু আকাশেরে ডাকে বনের-হিয়া ।

নোঙরি

যখন লোকে প্রদীপ জ্বালে

যখন লোকে প্রদীপ জ্বালে এ সেই শুভক্ষণ
শান্তি প্রীতি সাধনাতো ভরা,
পাখীর পালক ধসলে শোনা যাবে তাও এখন
এমনি ধারা স্তব্ধ বসুন্ধরা ।

প্রিয়া যখন আসবে কাছে এ সেই শুভক্ষণ
মন্দ মৃদু বইছে সাঁঝের বায়,
উঠছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওই ধরেছে গো উনন
এই কীকে সে আসবে গো হেথায় ।

আসবে কাছে হয়তো তেমন বলবে না কিচ্ছুই
আমি তবু থাকব পেতে কান,
থাকব চেয়ে চোখের পরে চোখ দুটি মোর খুই'
শুনতে আমি পাব তাহার প্রাণ
প্রাণের স্পন্দ তলুর ছন্দ ভরবে আমার মন
সেই আনন্দে খেলবে গো বিহ্বল,
হঠাৎ তারে চমকে দেবো—দেবো গো চুম্বন
উঠবে হেসে জোনাক পোকাক যুথ ।

যখন লোকে প্রদীপ জ্বালে এ সেই শুভক্ষণ
মন সে যখন মনের কথা কয়,
সারা দিনের রুদ্ধ আবেগ করতে নিবেদন
এই ত সময় এই ত সুসময় ।

যে-সব কথার নেইক মানে তাহাই বারম্বার
পরস্পরে বলতে এখন হয়,
হয় ত কি এক ফুল দেখেছি আজকে বনের ধার
বর্ণিমা তার তারই পরিচয় ।

যখন ঘরে আলো দেখায় এ সেই শুভক্ষণ
খুলতে দেরাজ যখন অকস্মাৎ
হাতে ঠেকে অনেক দিনের পত্র পুরাতন
ভরে ওঠে হর্ষে আঁখির পাত ।

এমিল্ ভ্যারহায়রেন

তাজের প্রথম প্রশস্তি

(মূল ফারসী ছন্দের অনুসরণে)

জগৎ-সার ! চমৎকার ! প্রিয়ার শেষ শেষ !
অমল ভায় কবর ছায় তনুর তার তেজ !
উজল দিক্ ! শোভায় ঠিক স্বরগ-উদ্যান ;
সদাই তব্ সুবাস-ঘর,—যেমন প্রেম-ধ্যান !
পরাগ-খোর আঙুন-ভোর কুসুম-ভরপুর,
ঘুচায় ধূলু—চোখের চুল বুলায় রোজ হুর !
রতন-চর দেওয়ালময় মাণিক ছাদ ছায়,
হীরার হাই হেথায় তাই, মোতির শ্বাস বায় !
এ নিশ্চয় মেহেরবান প্রভুর প্রেম-চিন্,
কুপার নীর হিয়ার তীর ভাসায় দিন দিন ।
কুসুম-ঠাম ধেয়ান-ধাম অমল মন্দির,—
ইহার পর ধাতার বর সদাই রয় থির ।
পাতক হয় হেথায় ক্ষয় মনের তাপ শেষ,
শরণ যেই এ ঠাই লয় কুরায় তার ক্রেশ ।

আইন হায় বাহায় চায় এ ঠাই তার মাফ,
 দোষীর দোষ ও আফশোষ হেথায় হয় সাফ ।
 হিয়ার মোর প্রিয়ার গোর শোকের মেঘ, হায়,
 গভীর শোক চাঁদের চোখ লোক ছায় ।
 শোকীর গান এ নিশ্চয়,—শোকের সৌরভ,
 ইহার কাজ প্রচার—রাজ-রাজের গৌরব ।

সম্রাট সাজাহান

বঙ্কিমচন্দ্র

প্রস্ফুরিত কণ্ঠে যার মূর্ত তব আত্মার আভাস,—
 হারালে কেমনে তারে ? পুষ্পধ্বজ ওগো মধুমাংস !
 তোমার প্রাণের নিধি,—কুহবনি মধুপ-গুঞ্জন,
 কুসুমিত ক্রমদল, স্নিগ্ধ হাওয়া জিনিয়া চন্দন,
 স্নজলা তটিনী আর স্তফলন্ত ক্ষেত্র ঘনশ্রাম,
 আনন্দের অশ্রুধারা, উচ্ছ্বসিত হাস্য অভিরাম,
 ভাষায় যে আঁকিয়াছে একে একে মূর্তি এ সবার,—
 রচিয়াছে ভাবস্বর্ণ মহীরান্ মধুর উদার,—
 নরের হৃদয় যত গ্রাসে যে রেখেছে গেঁথে গেঁথে,
 নারীর মধুর দিগ্ধি,—ইন্দ্ৰজাল—মায়াজাল পেতে
 মায়াবী সে মঞ্জুবাক । গন্ধরাজ চম্পার সৌরভ
 ছত্রে ছত্রে ছড়ায়েছে ; ছত্রে ছত্রে হয় অনুভব
 রমণীয়া রমণীর কঙ্কণের সুরম্য ঝঙ্কার ;
 পত্রে পত্রে চিত্রিয়াছে বাঙালীর বিচিত্র সংসার

গৃহ গৃহস্থালি-সুখ, যে দেখে সে মুগ্ধ হয় মনে ;
 গ্রীষ্ম, শীত, রাত্রি দিবা—সব আছে এ নব সৃজনে ।
 বায়বী কল্লনা-ছবি বাস্তবের করেছে মলিন
 আত্মীয়ের চেয়ে প্রিয় পুঁথির যে অক্ষরে নিলীন ।

*

*

*

হে বঙ্গের জল স্থল ! হে চির সুন্দর ! সুশোভন !
 মধুর তোমরা সবে ; মধুময় দক্ষিণ পবন—
 বঙ্গের নিকুঞ্জ বনে,—পিক কর্তে আছে মধু জানি,
 তা হ'তে অধিক মধু মঞ্জুবাক বঙ্কিমের বাণী ।
 বঙ্কিমের হিয়া সে যে সুবিশাল বঙ্গেরি হৃদয়,
 দেখেছে সে দেবীমূর্তি স্বদেশের অব্রণ অক্ষয় ।
 বঙ্গের বঙ্কিমচন্দ্র !—নৃমণি সে ছিল নরকুলে,
 খড়া তার তীক্ষ্ণধার সাজাইয়া দিয়াছিল ফুলে
 সৌন্দর্য্য-দেবতা নিজে । জন্ম লভি শুক দুর্ব্বৎসরে
 নিরানন্দ ফিরেছে সে সৌম্যমূর্তি ; মরুভূমি পরে—
 হৃদি-পদ্ম জিনি' রাঙা ফুটায়ছে অজস্র গোলাপ ;
 গতো অনবত্ত করি' সেতারে সে করেছে আলাপ !

অরবিন্দ ঘোষ

স্বরূপের আরোপ

সন্ধ্যার আলো লেগেছে নয়নে,—

স্পন্দিত প্রাণ মন ;

চলিতে দীঘির কিনারে কাঁপিছে

জান্নু ঘিরি, তৃণবন ।

ঘুমের নিভৃতে নিশ্বাস পড়ে,

হংস ফিরিছে ঘরে,

শাবকেরা তার ঘিরিয়া চলেছে

ডানা হ'তে জল ঝরে ।

সহসা শুনিব্ব কণ্ঠ তুলিয়া

হংস কহিছে ডাকি'

“চক্ষুতে ধরা রেখেছে যে ধরি’

আমারি মত সে পাখী,—

মরাল সে জন মরণ-রহিত

রহে সে গগন প'রে,

পাখা ঝাড়িলে সে বুষ্টি পড়ে গো

চাহিলে জ্যোৎস্না ঝরে ।”

আগু বাড়ি' যাই,—শুনিবারে পাই

পদ্ব কহিছে সরে,—

“স্বজন পালন করে যে আপনি

আছে সে বৃন্তভরে ।

আপনার ছাঁচে মোরে সে গড়েছে ;

‘জগৎ’ যাহারে বলে,—

সে তো সেই মহাপদ্মের দলে

হিম-কণা টলটলে ।”

ধীরে ধীরে নীরে মুদিল কমল
 নিরবিল তার গাথা,
 তারার কিরণে হু' আঁখি ভরিয়া
 হরিণ তুলিল মাথা ;
 সে কহিল “হায়, গগনে যে ধায়
 সে এক নিরীহ মৃগ,
 নহিলে এমন শান্ত শোভন
 জীব সে গড়িত কি গো ?”

হরিণেরে ছাড়ি' বাই আগু বাড়ি'
 ময়ূর ফুকারে কেকা,
 উচ্চ কহে সে “তৃণ পতঙ্গ
 সকলি যে গড়ে একা,
 সে এক ময়ূর আমারি মতন ;
 এ শোভা সে দেছে মোরে,—
 তারা-ঘেরা পাখা আকাশে দোলায়
 সেই সারা রাত ধরে ।”

য়েটস্

সমাপ্ত

ছোড়ান্-কাঠি

অথর্ক-বেদ—চতুর্বেদেদে সর্ক কনিষ্ঠ। বক্তৃকার্যে তন্ত্রধারকদিগকে অথর্ক বা
বা ব্রহ্মা বলিত। এই অথর্কাদের রচিত বেদই অথর্ক-বেদ নামে
পরিচিত।

অরবিন্দ ঘোষ—ইনি “স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি” নামে অভিহিত হইয়াছেন।
ইংরাজী পদ্য রচনায় অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

আনাক্রেন—বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। ইনি আজীবন সুর ও নারীর বন্দনা
গাহিয়াছেন। জন্মভূমি গ্রীস।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ—(খৃঃ ১৮৮০-১৮৫০) শ্মশি কবি বলিয়া কথিত হইয়াছেন।
জন্মভূমি ইংলণ্ড।

কীট্‌স্—(খৃঃ ১৭৯৫-১৮২১) ‘সুন্দরই সত্য এবং সত্যই সুন্দর’—ইহাই তাঁহার
কাব্যের প্রধান কথা।

গতিয়ে, তেরোফিল—(খৃঃ ১৮১১-১৮৭২) ফরাসী সমালোচকেরা বলেন, তিনি
চিত্র লিখিতেন ; শব্দশিল্পে তাঁহার ক্ষমতা অসীম।

জেবুলিসা—সম্রাট আরঙ্গজেবের বিদুষী ও রূপসী কণ্ঠা। ইনি কবি ছিলেন।

টেনিসন্—(খৃঃ ১৮০৯-১৮৯২) ইনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সভাকবি ছিলেন।

তরু দত্ত—(খৃঃ ১৮৫৬-১৮৭৭) বিখ্যাত রামবাগানের দত্ত-বাড়ীর মেয়ে।
ইংরাজীতে ও ফরাসীতে কবিতা লিখিয়া বশস্বিনী হন।

নোগুচি, য়োনে—জাপানি কবি। আমেরিকায় প্রথম শিক্ষা ও সাহিত্যের
হাতে খড়ি হয়। ইংরাজীতে কবিতা লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম Seen and Unseen।

পো, এড্‌গার অ্যালেন্—(খৃঃ ১৮২১-১৮৪৯) জন্ম আমেরিকার বষ্টন নগরে।
ইহার রচনা ইন্দ্রজালের মত মোহকর।

বদলেয়ার—(খৃঃ ১৮২১-১৮৬৭) ফরাসী কবি। ইনি ‘সুন্দরকে মন্দ’ দেখিতেন
না, কিন্তু ‘মন্দকে সুন্দর’ দেখিতেন। ইহাকে বীভৎস রসের কবি
বলা যাইতে পারে।

বিবেকানন্দ—(খৃঃ ১৮৬৩-১৯০২) ইনি যুরোপ ও আমেরিকায় ভারতবর্ষের
আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠ প্রতীপন্ন করেন। ইনি গদ্য পদ্য অনেক

লিখিয়াছেন। সমস্বয়চার্য্য শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস ইহার গুরু ছিলেন।

ব্রাউনিং, এলিজাবেথ্ ব্যারেট্—(খৃঃ ১৮০৬-১৮৬১) সাত বৎসর বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, নারীর হৃদয়, পণ্ডিতের বুদ্ধি এবং কবির প্রাণ একাধারে ইহাতে সম্মিলিত ছিল। ইনি রবার্ট্ ব্রাউনিঙের পত্নী।

ব্রাউনিং, রবার্ট্—(খৃঃ ১৮১২-১৮৮৯) গড়ে যেমন কাল হিল, পড়ে তেমনি ব্রাউনিং ; কঠোর, দুর্গম, দুর্দ্বর্ষ, কিন্তু সারবান্।

ভাল্মোর, মার্সেলিন্—(খৃঃ ১৭৬৩-১৮৫২) ফরাসী স্ত্রী-কবি। মিসেস্ ব্রাউনিং অপেক্ষা ইহার রচনা অনেক বেশী মিষ্ট।

ভালেন্, পল্—(খৃঃ ১৮৪৪-১৮৯৬) ইহার কবিতা ভাব সঙ্কেতে অতুলনীয়; জন্ম ফ্রান্সে।

ভ্যারহাররেন, এমিল—বেলজিয়মের শ্রেষ্ঠ কবি; ইনি রেলওয়ে কলকারখানা প্রভৃতির মধ্যে কবিত্বের ভাব পাইয়াছেন। ইহার মতে এই সমস্ত আধুনিক জিনিসের বাহিরে সৌন্দর্য্য নাই, কিন্তু উহাতে মানুষের যে ক্ষমতার নূতন নূতন পরিচয় প্রকাশ হইয়াছে তাহা সুন্দর, তাহা মুগ্ধকর, তাহা কাব্যের বস্তু। কয়েক বৎসর আগে অপঘাতে মারা পড়িয়াছেন।

মিস্ত্রাল্—(১৮৩০-১৯১৪) ইনি ফ্রান্সের অন্তর্গত প্রভেন্স জেলার লোক। ঐ জেলার চলতি ভাষায় কবিতা ও কাব্য লিখিয়া নোবেল পুরস্কার পান। এই কবির মা লেখাপড়া জানিতেন না, সেই জন্ত মাতার বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, ইনি চলতি ভাষায় বই লিখিতে আরম্ভ করেন। ইনিই যথার্থ মাতৃভাষার সেবক এবং মাতৃদেবীর ভক্ত সন্তান।

য়েট্‌স্—আयरলণ্ডের জাতীয় অভ্যুত্থানের বাণী-মূর্তি। নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। ইনি জীবিত।

রেল্‌ফোর্ড্—ইনি আমেরিকার কবি।

রুশার্দ—(খৃঃ ১৫২৪-১৫৮৫) ইনি এবং ইহার কয়েকটি কবিবন্ধু 'সাততাইচম্পা' বা কুন্তিকামগুলী নামে অভিহিত হইতেন। জন্মভূমি ফ্রান্স।

লায়াল্, আলফ্রেড্—সিভিলিয়ান কবি। জন্মভূমি ইংলণ্ড।

লি-পৌ—(৭০২-৭৬২) চীনদেশের কবি ও যোদ্ধা; ইহার কবিতা বিচিত্রতার জন্ত প্রসিদ্ধ।

লেক্‌ৎ-দে-লিল্—(১৮২০-১৮৯৪) 'কীর্ত্তিভবন যাত্রী' নামক ফরাসী কবিদিগের
অগ্রণী ; জন্মভূমি রি-ইউনিয়ন্ দ্বীপ ।

লো-তুং—চীনের সুপ্রসিদ্ধ কবি ।

লীকিং—ইহার অর্থ কবিতা পুস্তক । চীনদেশের প্রাচীন কবিতা সমূহ প্রায়
তিন হাজার বৎসর পূর্বে একবার একত্র সংগৃহীত হয় ; ঐ সংগ্রহ-
গ্রন্থের নাম 'লীকিং' ।

শেনিয়ে, আদ্রে—(১৭৬২-১৭৯৪) সুবিখ্যাত ফরাসী কবি । শাল্‌ৎ-কর্দের
সুখ্যাতি করিয়া কবিতা লেখায় প্রাণদণ্ড হয় ।

শেলি—(১৭৯২-১৮২২) ইহার রচনা বিদ্যাতের মত তীব্র ও উজ্জল । ইনি
কবি সমাজের কবি নামে খ্যাত ।

সুরোজিনী নাইডু—ইনি ইংরেজীতে চমৎকার কবিতা লিখিয়া থাকেন । নাইডু
ইহার স্বামীর উপাধি । ইনি হায়দ্রাবাদের প্রসিদ্ধ ডাক্তার অঘোরনাথ
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা ।

সাজাহান (সম্রাট)—দাহোলের জন্ম হয় । ইহার প্রিয়তমা পত্নী মমতাজের
মৃত্যুর পর ইনি দুই তিন বৎসর মৎস্ত মাংস খান নাই, গন্ধ মালাদি
ব্যবহার করেন নাই, সর্বদাই বিমর্ষ থাকিতেন । তাজমহল, কিলা-
ই-সঙ্গ-সুর্থ, জুম্মা মসজিদ ও বর্তমান দিল্লী ইহার কীর্ত্তি । ইনি কুড়ি
বৎসর রাজত্ব করেন ।

সুইনবার্ণ—ইহাকে বায়রণের মানসপুত্র বলা যাইতে পারে । ভাষা ও ছন্দের
উপর ইহার অসাধারণ দখল ।

হাফেজ—হিজিরার অষ্টম শতাব্দীতে পারস্যের সিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন ।
ইহার রচনার সহিত আমাদের বৈষ্ণব কবিদের রচনার ভাবগত
সাদৃশ্য আছে ।

হুইটম্যান—আমেরিকার কবি । বাতাসের মত ইহার ছন্দ কাহারও বশে
আসিতে চায় না । আমেরিকার ইনি বিশ্বপ্রেমের অগ্রদূত ।

হুগো, ভিক্টর—(১৮০২-১৮৮৫) ইহার কবিতা বিশ্ব-সাহিত্যের অলঙ্কার ;
ইহার উপগ্রাস ফরাসী দেশের মহাভারত । টেনিসন্ ইহাকে 'হাসি
ও অশ্রুর সম্রাট' নামে অভিহিত করিয়াছেন ।

ৎসেন্-ৎসান্—চীনদেশের কবি । মহাকবি তু-ফু ইহার বন্ধু ছিলেন । ছন্দের
অনেক নূতন নিয়ম ইনি আবিষ্কার করিয়া যান ।

সত্যেন্দ্রনাথের রচনা

নাম	প্রথম প্রকাশিত
বেণু ও বীণা (কবিতা)	...
হোমশিখা	১৩১৪
তীর্থ-সলিল	১৩১৫
তীর্থরেণু	১৩১৭
ফুলের ফসল	১৩১৮
কুহ ও কেকা	...
তুলির লিখন	১৩২১
অভ্র-আবীর	১৩২২
হসন্তিকা	১৩২৩
মনি-মঞ্জুষা	১৩২২
জন্মদুঃখী (উপন্যাস)	...
রঙ্গমল্লী (নাট্য)	...
চীনের ধূপ	...
বেদাংশেষের গান	১৩৩০
বিদায় আরতি	১৩৩০
ধূপের খোঁয়ায় (নাটিকা)	১৩৩৬
ডঙ্কানিশান (উপন্যাস)—‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত	...

শ্রীহৃদীরচন্য সরকার ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও শ্রীশচীন্দ্ররঞ্জন দাস বি, এ, সিংহ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩৪।১বি, বাহুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

